NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

# একদিন

EKDIN

এগিয়ে চলার সঙ্গী

সপ্তাহ জুড়ে শেষের পাতায়

এখন বিভিন্ন মাধ্যমে উপলব্ধ

৭ কেনেডি সেন্টারে ২০২৬ ফিফা বিশ্বকাপের ড্র অনুষ্ঠিত হবে: ট্রাম্প

অসুস্থ ভারতের সহ-অধিনায়ক! দলীপ ট্রফি খেলবেন না শুভমান ৭

কলকাতা ২৪ অগস্ট ২০২৫ ৭ ভাদ্র ১৪৩২ রবিবার উনবিংশ বর্ষ ৭৫ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata 24.08.2025, Vol.19, Issue No. 75, 8 Pages, Price 3.00

## তৃণমূল বিধায়কের বাড়িতে সিবিআই

**নিজস্ব প্রতিবেদন:** আরজি কর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে দুর্নীতি-কাণ্ডে শ্রীরামপুরের তৃণমূল বিধায়ক সুদীপ্ত রায়কে জিজ্ঞাসাবাদ করতে তাঁর বাড়িতে হানা দিল সিবিআই। শনিবার দুপুরে সিবিআইয়ের দুই আধিকারিক সুদীপ্তের সিঁথির বাড়িতে গিয়েছে বলে জানা গিয়েছে। সূত্রে খবর, তৃণমূল বিধায়ক সেই সময়ে বাড়িতে ছিলেন না। ফলে তাঁরা অপেক্ষা করতে থাকেন তাঁর বাড়ি ফেরার। শুধু শনিবারই নয়, অনেকদিন থেকেই সিবিআইয়ের আতশকাচের তলায় রয়েছেন তৃণমূল বিধায়ক সুদীপ্ত রায়। গত বছর সেপ্টেম্বর মাসেও সুদীপ্ত রায়ের সিঁথির মোড়ের বাড়ি এবং সংলগ্ন নার্সিংহোমে প্রায় দেড় ঘণ্টা তল্লাশি চালিয়েছিল সিবিআই। আরজি কর হাসপাতালের রোগী কল্যাণ সমিতির চেয়ারম্যান পদেও ছিলেন শ্রীরামপুরের তৃণমূল বিধায়ক।

এই প্রসঙ্গে বলে রাখা শ্রেয়, আরজি করের রোগী কল্যাণ সমিতির চেয়ারম্যান ছিলেন শ্রীরামপুরের তৃণমূল বিধায়ক সুদীপ্ত। আরজি করের মহিলা চিকিৎসকের ধর্ষণ এবং খুনের ঘটনার পর সুদীপ্তকে সরিয়ে দিয়ে আনা হয়েছিল শান্তনু সেনকে। এদিকে রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী অভিযোগ করেছিলেন যে, আরজি কর হাসপাতালের যন্ত্রপাতি নিজের নার্সিংহোমে নিয়ে গিয়েছেন সুদীপ্ত। এই প্রসঙ্গে শ্রীরামপুরের বিধায়ক রীতিমতো চ্যালেঞ্জের সুরে জানান, ১৯৮৪ সালে তিনি নার্সিংহোম তৈরি করেন। বাম আমলে তিলে তিলে সেটিকে দাঁড় করিয়েছেন। যে কেউ তাঁর নার্সিংহোমে গিয়ে যাচাই করতে পারেন, তাতেই প্রমাণ হবে তিনি আদৌ কিছু করেছেন কিনা। তবে সিবিআইয়ের তরফ থেকে খতিয়ে দেখা হয় টেন্ডার করে হাসপাতালের জিনিসপত্র কেনার ক্ষেত্রে বড়সড় দুর্নীতির যে অভিযোগ রয়েছে তা সত্যি কি না। সেই সূত্রেই সিবিআইয়ের নজরে শ্রীরামপুরের তৃণমূল বিধায়ক। গত বছর, ৯ অগস্ট সকালে আরজি কর মেডিক্যাল কলেজের চারতলায় সেমিনার হলে মহিলা চিকিৎসকের রক্তাক্ত, ক্ষতবিক্ষত দেহ উদ্ধার হয়েছিল। তাঁকে ধর্ষণ এবং খুনের অভিযোগে সে রাতেই সিভিক ভলান্টিয়ার সঞ্জয় রায়কে পুলিশ গ্রেফতার করেছিল। ওই দিনই আরজি কর হাসপাতালে গিয়েছিলেন শ্রীরামপুরের তৃণমূল বিধায়ক সুদীপ্ত। এদিকে এখনও রাজ্য হেলথ রিক্রুটমেন্ট বোর্ডের চেয়ারম্যান পদে রয়েছেন সুদীপ্ত রায়। রাজ্য মেডিক্যাল কাউন্সিলেরও সভাপতি তিনি।

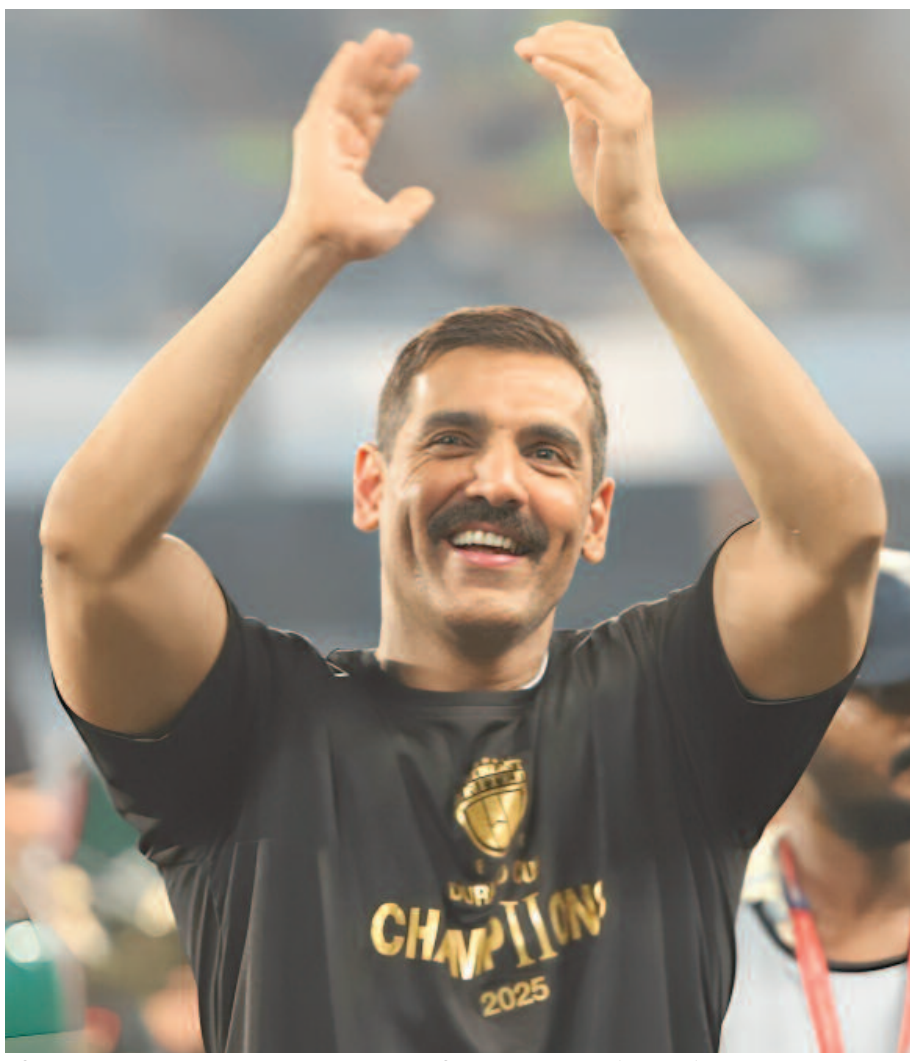


শনিবার ডুরান্ড কাপের ফাইনালে ডায়মন্ড হারবার এফসিকে ৬-১ গোলে চূর্ণ করে নর্থ-ইস্ট ইউনাইটেড। তার পর চ্যাম্পিয়ন লেখা টি-শার্ট পরে যুবভারতীতে সেলিব্রেশনে জন আব্রাহাম। ছবি: অদিতি সাহা

## আমেরিকা-পাক ঘনিষ্ঠতায় ট্রাম্পকে খোঁচা জয়শঙ্করের

**নয়াদিল্লি, ২৩ অগস্ট:** আমেরিকা এবং পাকিস্তানের সাম্প্রতিক কূটনৈতিক ঘনিষ্ঠতা নিয়ে এ বার মুখ খুললেন ভারতের বিদেশমন্ত্রী এস জয়শঙ্কর। নাম না-করে আমেরিকাকে খোঁচা দিয়ে জয়শঙ্কর জানালেন, ওয়াশিংটনের অতীত উপেক্ষা করার ইতিহাস রয়েছে। আমেরিকার সেনাবাহিনীই যে জঙ্গিনেতা ওসামা বিন লাদেনকে হত্যা করতে পাকিস্তানের অ্যাবোটাবাদে গিয়েছিল, তা-ও স্মরণ করিয়ে দেন জয়শঙ্কর।

শনিবার নয়াদিল্লিতে এক অনুষ্ঠানে পাকিস্তান এবং আমেরিকার কূটনৈতিক সম্পর্ক নিয়ে প্রশ্ন করা হয় জয়শঙ্করকে। ওই প্রশ্নের উত্তরে বিদেশমন্ত্রী বলেন, 'ওদের একটা ইতিহাস রয়েছে। সেই অতীতকে উপেক্ষা করারও ইতিহাস আছে ওদের। এই প্রথম বার আমরা এমন দেখছি, তাও নয়। এই সেনাবাহিনীই অ্যাবোটাবাদে গিয়েছিল। আপনারা জানেন, সেখানে কাকে পাওয়া গিয়েছিল।'

'অপারেশন সিঁদুর' এবং ভারত-পাক সংঘর্ষ পরবর্তী সময়ে ইসলামাবাদের সঙ্গে ওয়াশিংটনের ঘনিষ্ঠতা বৃদ্ধি পেয়েছে। সংঘর্ষবিরতিতে তৃতীয় দেশের হস্তক্ষেপ বার বার অস্বীকার করেছে ভারত। তবে সংঘর্ষবিরতিতে 'মধ্যস্থতা' করানোর জন্য ট্রাম্পকে ধন্যবাদ জানিয়েছে পাকিস্তান। ট্রাম্পকে নোবেল শান্তি সম্মানের জন্য মনোনীত করারও প্রস্তাব দিয়েছে তারা। সম্প্রতি আমেরিকা এবং পাকিস্তানের মধ্যে একটি বাণিজ্যিক চুক্তিও হয়েছে। সেই চুক্তি অনুসারে, পাকিস্তানের তৈলভাণ্ডার নিয়ে যৌথ ভাবে কাজ করবে ইসলামাবাদ এবং ওয়াশিংটন। ভারত-পাক সংঘর্ষবিরতি পরবর্তী সময়ে দু'বার আমেরিকা সফরে গিয়েছেন পাক সেনাপ্রধান আসিম মুনির। এর মধ্যে এক বার হোয়াইট হাউসে বসে ট্রাম্পের সঙ্গে বৈঠক এবং মধ্যাহ্নভোজও সেরে এসেছেন তিনি।

পাকিস্তান এবং আমেরিকার মধ্যে সাম্প্রতিক এই সমীকরণের মাঝে অতীত স্মরণ করাল ভারত। পাকিস্তান সন্ত্রাসবাদে মদত দিচ্ছে বলে বার বার অভিযোগ তুলে এসেছে নয়াদিল্লি। 'অপারেশন সিঁদুর' পরবর্তী সময়েও নিজেদের অবস্থান বিভিন্ন সময়ে স্পষ্ট করেছে ভারত। বস্তুত, এই পাকিস্তানের মাটিতেই জঙ্গিনেতা লাদেনকে হত্যা করতে অভিযান চালিয়েছিল মার্কিন সেনা। আমেরিকার বিশ্ববাণিজ্য কেন্দ্রে হামলার মূলচক্রী লাদেন পাকিস্তানের অ্যাবোটাবাদে আশ্রয় নিয়েছিলেন। গোয়েন্দা সূত্রে সেই তথ্য পেয়ে রাতের অন্ধকারে পাকিস্তানের মাটিতে জঙ্গিদমন অভিযান চালিয়েছিল মার্কিন সেনা। শনিবার সে কথাই আবার স্মরণ করিয়ে দিলেন জয়শঙ্কর।

ওদের একটা ইতিহাস রয়েছে। সেই অতীতকে উপেক্ষা করারও ইতিহাস আছে ওদের। এই প্রথম বার আমরা এমন দেখছি, তাও নয়। এই সেনাবাহিনীই অ্যাবোটাবাদে গিয়েছিল। আপনারা জানেন, সেখানে কাকে পাওয়া গিয়েছিল।

— এস জয়শঙ্কর

## ভারতের মহাকাশচারী পুলে ডানা মেলবে স্বপ্ন

**নয়াদিল্লি, ২৩ অগস্ট:** দ্বিতীয় জাতীয় মহাকাশ দিবসে সমগ্র দেশবাসীকে শুভেচ্ছা জানালেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। প্রধানমন্ত্রী মোদী জোর দিয়ে বলেছেন, মহাকাশ ক্ষেত্রে উপর্যুপরি মাইলফলক অর্জন ভারত ও ভারতীয় বিজ্ঞানীদের স্বভাব হয়ে দাঁড়িয়েছে। শনিবার জাতীয় মহাকাশ দিবসে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বলেছেন, 'আমি আপনাদের সকলকে জাতীয় মহাকাশ দিবসের শুভেচ্ছা জানাই। এবার মহাকাশ দিবসের থিম হল আর্যভট্ট থেকে গগনযান। এতে অতীতের আত্মবিশ্বাসের পাশাপাশি ভবিষ্যতের সংকল্পও রয়েছে। এখন আমরা দেখছি, এত অল্প সময়ের মধ্যে জাতীয় মহাকাশ দিবস একটি উৎসাহের উপলক্ষ হয়ে উঠেছে। আমাদের দেশের যুবকদের জন্য এটি একটি আকর্ষণীয় বিষয় হয়ে উঠেছে।'

মাত্র ৩ দিন আগে, আমি গ্রুপ ক্যাপ্টেন শুভাংশু শুক্লার সঙ্গে দেখা করেছিলাম। আন্তর্জাতিক মহাকাশ স্টেশনে তিরঙ্গা উত্তোলন করে তিনি প্রতিটি ভারতীয়কে গর্বিত করেছিলেন। তিনি যখন আমাকে তিরঙ্গা দেখাচ্ছিলেন, সেই মুহূর্ত, অনুভূতিটি ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। গ্রুপ ক্যাপ্টেন শুভাংশুর সঙ্গে আমার আলোচনায়, আমি নতুন ভারতের তরুণদের অসীম সাহস এবং অসীম স্বপ্ন দেখেছি।

— নরেন্দ্র মোদী

প্রধানমন্ত্রী মোদী বলেছেন, 'সম্প্রতি ভারত জ্যোতির্বিদ্যা এবং জ্যোতির্পদার্থবিদ্যার ওপর আন্তর্জাতিক অলিম্পিয়াডও আয়োজন করেছে। ৬০টিরও বেশি দেশের প্রায় ৩০০ যুবক এই প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে। ভারতীয় যুবকরাও পদক জিতেছে। এই অলিম্পিয়াড মহাকাশ সেক্টরে ভারতের উদীয়মান নেতৃত্বের প্রতীক। আমি খুশি যে ইসরো মহাকাশের প্রতি তরুণ বন্ধুদের আগ্রহ বাড়াতে ইন্ডিয়ান স্পেস হ্যাকাথন এবং রোবোটিক্স চ্যালেঞ্জের মতো উদ্যোগও নিয়েছে।'

প্রধানমন্ত্রী আরও বলেছেন, 'মহাকাশ ক্ষেত্রে একের পর এক নতুন মাইলফলক অর্জন করা ভারত ও ভারতীয় বিজ্ঞানীদের স্বভাব হয়ে দাঁড়িয়েছে। মাত্র দু' বছর আগেই, চাঁদের দক্ষিণ মেরুতে পৌঁছে ইতিহাস সৃষ্টিকারী প্রথম দেশ হয়ে ওঠে ভারত।' জাতীয় মহাকাশ দিবসে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী আরও বলেছেন, 'আমরা বিশ্বের চতুর্থ দেশ হয়েছি, যারা মহাকাশে ডকিং এবং আনডকিং করার ক্ষমতা রাখে। মাত্র ৩ দিন আগে, আমি গ্রুপ ক্যাপ্টেন শুভাংশু শুক্লার সঙ্গে দেখা করেছিলাম। আন্তর্জাতিক মহাকাশ স্টেশনে তিরঙ্গা উত্তোলন করে তিনি প্রতিটি ভারতীয়কে গর্বিত করেছিলেন। তিনি যখন আমাকে তিরঙ্গা দেখাচ্ছিলেন, সেই মুহূর্ত, অনুভূতিটি ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। গ্রুপ ক্যাপ্টেন শুভাংশুর সঙ্গে আমার আলোচনায়, আমি নতুন ভারতের তরুণদের অসীম সাহস এবং অসীম স্বপ্ন দেখেছি। এই স্বপ্নগুলিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য, আমরা ভারতের মহাকাশচারী পুলও প্রস্তুত করতে যাচ্ছি। এখন মহাকাশ দিবসে, আমি আমার তরুণ বন্ধুদের এই মহাকাশচারী পুলে যোগদানের জন্য ভারতের স্বপ্নকে ডানা মেলে ধরার জন্য আমন্ত্রণ জানাচ্ছি।'

## কসবা-কাণ্ডে চার্জশিট পেশ ৫৮ দিনের মাথায়

**নিজস্ব প্রতিবেদন:** কসবা ল' কলেজের ঘটনায় অবশেষে জমা পড়ল চার্জশিট। তদন্ত শুরুর ৫৮ দিনের মাথায় ৬৫৮ পাতার চার্জশিট জমা পড়ল। আলিপুর অতিরিক্ত মুখ্য বিচারবিভাগীয় আদালতে এই চার্জশিট জমা পড়েছে বলে জানা যাচ্ছে। আদালত সূত্রে খবর, চার্জশিটে ৮০ জনেরও বেশি সাক্ষীর বয়ান রেকর্ডের তথ্য রয়েছে। ৬৫৮ পাতার এই চার্জশিটে মোট চারজনের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনা হয়েছে। তাঁরা হলেন মনোজিৎ মিশ্র, জায়েব আহমেদ, প্রমিত মুখোপাধ্যায়-সহ কলেজের নিরাপত্তারক্ষী পিনাকী বন্দ্যোপাধ্যায়।

কিছুদিন আগেই গুরুত্বপূর্ণ ফরেনসিক নমুনা, ডিজিটাল তথ্য এবং কয়েকজন সাক্ষীর বয়ান সংগ্রহ করা হয়েছে বলে আদালতকে জানিয়েছে তদন্তকারী দল। এরপরই জমা পড়ল চার্জশিট। পাশাপাশি আদালত সূত্রে এ খবরও মিলেছে, এর মধ্যে মূল অভিযুক্ত হিসাবে যার নাম উঠে এসেছিল তাঁর বিরুদ্ধে ৯টি ধারা, বাকি দু'জনের বিরুদ্ধে ৬টি ধারা, বাকি আরও একজনের বিরুদ্ধে ৭টি ধারা দিয়ে আদালতে চার্জশিট জমা দিয়েছে পুলিশ। গণধর্ষণ ছাড়াও জোর করে আটকে রাখা, বিপজ্জনক ভাবে গুরুতর আঘাত করা, প্রাণে মেরে ফেলার হুমকি, অপহরণ এবং একই উদ্দেশ্যে একাধিক ব্যক্তি অপরাধ সংগঠিত করার মতো অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে একাধিক ধারা প্রয়োগ করেছে পুলিশ।

প্রসঙ্গত, গত ২৫ জুন সাউথ ক্যালকাটা ল' কলেজে এক ছাত্রীকে গণধর্ষণের অভিযোগ ওঠে ওই কলেজেরই প্রাক্তনী মনোজিৎ মিশ্র এবং দুই বর্তমান পড়ুয়া জায়েব আহমেদ ও প্রমিত মুখোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে। নির্যাতিতার অভিযোগের ভিত্তিতে তিন জনকেই গ্রেফতার করা হয়। আবার ধৃত এই মনোজিৎ শাসক দলের প্রভাবশালী ছাত্রনেতা বলেই পরিচিত ছিল কলেজে। অন্যদিকে, জায়েব ও প্রমিত ছিল তাঁর শাগরেদ। গ্রেপ্তার করা হয় কলেজের নিরাপত্তারক্ষীকেও। নির্যাতিতার অভিযোগ ছিল, মনোজিতের কথাতেই কলেজের মেন গেট বন্ধ করে দিয়েছিল সে।

## পশ্চিমবঙ্গ-সহ দেশে এসআইআরে সিইও-দের চিঠি কমিশনের

**নিজস্ব প্রতিবেদন:** পশ্চিমবঙ্গ-সহ গোটা দেশে ভোটার তালিকার স্পেশাল ইনটেনসিভ রিভিশন বা এসআইআর শুরু করতে নির্বাচন কমিশন তৎপর। সব রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকদের কাছে চিঠি পাঠিয়ে এসআইআর প্রক্রিয়া শুরুর জন্য পর্যাপ্ত পরিমাণে ইআরও এবং এইআরও রয়েছে কি না, তা জানতে চাওয়া হয়েছে। শুক্রবার পশ্চিমবঙ্গের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক এই মর্মে চিঠি পেয়েছেন।

এসআইআর প্রক্রিয়ার জন্য যথাযথ ইলেক্টোরাল রেজিস্ট্রেশন অফিসার এবং অ্যাসিস্ট্যান্ট ইলেক্টোরাল রেজিস্ট্রেশন অফিসার সিইও দপ্তরের হাতে রয়েছে কি না, তা জানিয়ে আগামী ২৯ অগস্ট বিকেল পাঁচটার মধ্যে কার্যকরী রিপোর্ট কমিশনে পাঠাতে হবে বলে রাজ্যের সিইওকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। একই সঙ্গে এসআইআর প্রক্রিয়ার জন্য দপ্তর কতটা প্রস্তুত তা-ও জানাতে হবে কার্যকরী রিপোর্টে।

অর্থাৎ, এসআইআর নিয়ে যথেষ্ট তৎপর নির্বাচন কমিশন। কারণ, এসআইআর প্রক্রিয়া শুরু হলে তার মূল কান্ডারি হবেন ইলেক্টোরাল রেজিস্ট্রেশন অফিসাররাই। ইআরও-রাই এসআইআর প্রক্রিয়া মূলত পরিচালনা করবেন এবং তাঁদের সাহায্য করবেন অ্যাসিস্ট্যান্ট ইআরও-রা। যে বুথ লেভেল অফিসাররা বাড়ি বাড়ি গিয়ে এসআইআর প্রক্রিয়ায় ভোটারদের যাচাইকরণ করবেন, তাঁদের পরিচালনার দায়িত্বে থাকবেন সংশ্লিষ্ট ইআরও।

ফলে এসআইআর প্রক্রিয়া শুরুর আগে রাজ্যের হাতে বিশেষ করে রাজ্য সিইও দপ্তরের হাতে পর্যাপ্ত ইআরও থাকা বাঞ্ছনীয়। অবশ্য সেক্ষেত্রে রাজ্য সরকারের সহযোগিতাও যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। সব মিলিয়ে, রাজ্যে এসআইআর প্রক্রিয়া চালু নিয়ে নানা রাজনৈতিক বিতর্ক বা মতপার্থক্য থাকলেও, নির্বাচন কমিশন যে এসআইআর চালুর সিদ্ধান্তে বদ্ধপরিকর, তা এদিনের চিঠির মাধ্যমে ফের তা স্পষ্ট হয়েছে।

## 'দুর্গাপুজোর আগে বড় উপহার প্রধানমন্ত্রীর'

কলকাতা থেকে বিমানবন্দর পর্যন্ত যাত্রা আধ ঘণ্টারও কম সময়ে সম্পূর্ণ হওয়া শুধু মানুষের সময়ই বাঁচাবে না, অর্থনৈতিক বৃদ্ধিতেও গতি আনবে। দুর্গাপুজোর আবহে বাংলার মানুষের জন্য এর চেয়ে বড় উপহার হতে পারে না। পশ্চিমবঙ্গবাসীর পক্ষ থেকে আমি প্রধানমন্ত্রীর প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই।

-- শুভেন্দু অধিকারী

**নিজস্ব প্রতিবেদন:** দুর্গাপুজোর আগে বাংলার মানুষকে বড় উপহার দিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি, এমনই মন্তব্য করলেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। শনিবার এক্স-হ্যান্ডেলে পোস্ট করে তিনি জানান, কলকাতা মেট্রোর সম্প্রসারণ শহরের যোগাযোগ ব্যবস্থাকে নতুন দিগন্তে পৌঁছে দেবে।

প্রধানমন্ত্রীর হাত ধরে ১৪ কিলোমিটার দীর্ঘ নতুন রুট এবং সাতটি স্টেশনের উদ্বোধনকে 'যুগান্তকারী পদক্ষেপ' আখ্যা দিয়েছেন শুভেন্দু। তাঁর দাবি, 'কলকাতা থেকে বিমানবন্দর পর্যন্ত যাত্রা আধ ঘণ্টারও কম সময়ে সম্পূর্ণ হওয়া শুধু মানুষের সময়ই বাঁচাবে না, অর্থনৈতিক বৃদ্ধিতেও গতি আনবে।'

তিনি আরও বলেন, হাওড়া, শিয়ালদহ ও বিমানবন্দরকে এই নেটওয়ার্কের সঙ্গে যুক্ত করায় যানজটের সমস্যা অনেকটা কমবে। পাশাপাশি কলকাতা দেশের মেট্রো উন্নয়নের অন্যতম মডেল হিসেবে উঠে আসবে। শুভেন্দু অধিকারী লিখেছেন, 'দুর্গাপুজোর আবহে বাংলার মানুষের জন্য এর চেয়ে বড় উপহার হতে পারে না। পশ্চিমবঙ্গবাসীর পক্ষ থেকে আমি প্রধানমন্ত্রীর প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই।'

## সীমান্তে 'অনুপ্রবেশ' বাংলাদেশি পুলিশের

■ উত্তর ২৪ পরগনায় ভারতীয় সীমান্তে অনুপ্রবেশের চেষ্টা করতে গিয়ে ধরা পড়লেন বাংলাদেশ পুলিশের ক সিনিয়র অফিসার। শনিবার সন্ধ্যায় এই ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়ায় সীমান্ত এলাকায়। বিসফ সূত্রে খবর, হাকিমপুর সীমান্ত চৌকির কাছে সন্ধ্যা ৬টা থেকে ৭টার মধ্যে ওই বাংলাদেশি পুলিশ অফিসার অনুপ্রবেশের চেষ্টা করেন। টহলরত বিসফ জওয়ানরা সন্দেহজনক গতিবিধি দেখে তাঁকে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করেন। পরে জানা যায়, তিনি বাংলাদেশ পুলিশের একজন উচ্চপদস্থ অফিসার। বিসএফের তরফে জানানো হয়েছে, সীমান্ত আইন ভঙ্গ করে ভারতীয় ভূখণ্ডে ঢোকার চেষ্টা করছিলেন ওই অফিসার। প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদের পর তাঁকে পশ্চিমবঙ্গ পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয়। কী উদ্দেশ্যে ওই পুলিশ অফিসার ঢুকতে চাইছিলেন, তা নিয়ে তদন্ত শুরু করেছে ভারতীয় গোয়েন্দা সংস্থা ও পুলিশ প্রশাসন। আন্তর্জাতিক সম্পর্ক ও কূটনৈতিক প্রেক্ষাপট মাথায় রেখে এই ঘটনায় কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রককেও অবহিত করা হয়েছে।

## দায়ী অখিলেশ

■ তাঁর ওপর হামলা অথবা তিনি খুন হয়ে যেতে পারেন এমন আশঙ্কা প্রকাশ করে সমাজবাদী পার্টির (এসপি) প্রধান অখিলেশ যাদবকে চিঠি দিলেন দলেরই বহিষ্কৃত বিধায়ক পূজা পাল। সূত্রের খবর, চিঠিতে পূজা উল্লেখ করেছেন, যদি তাঁর কোনও ক্ষতি হয়ে যায়, প্রাণহানি হয়, তা হলে তার জন্য দায়ী থাকবেন অখিলেশ যাদব এবং তাঁর দল।

## এবার বেলেঘাটা

■ কলকাতার বেলেঘাটা থানা এলাকায় এবার এক বৃদ্ধার দেহ উদ্ধার হল। শনিবার দুপুরে নিজের বাড়ি থেকে অচৈতন্য অবস্থায় ওই বৃদ্ধাকে পাওয়া যায়। তাঁর মুখ থেকে রক্ত গড়িয়ে পড়ছিল। পুলিশ যখন ঘটনাস্থলে পৌঁছয়, তখন ওই বৃদ্ধার শরীরে প্রাণ ছিল না। প্রাথমিক তদন্তের পর পুলিশ ওই বৃদ্ধার পুত্রকে আটক করেছে।

## নতুন নিম্নচাপ, লক্ষণ নেই দুর্যোগ কাটার

**নিজস্ব প্রতিবেদন:** একের পর এক নিম্নচাপ তৈরি হচ্ছে বঙ্গোপসাগরে। আলিপুর আবহাওয়া দপ্তর সূত্রে খবর, এর মধ্যে একটি নিম্নচাপ তৈরি হয়েছে গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গ এলাকায়। এরপর সোমবার বঙ্গোপসাগরে আরও একটি নিম্নচাপ তৈরি হওয়ার সম্ভাবনা। পাশাপাশি গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গ ও বাংলাদেশ সংলগ্ন এলাকার ঘূর্ণাবর্ত নিম্নচাপে পরিণত হয়েছে। তবে এটির অভিমুখ পশ্চিম ও উত্তর-পশ্চিম দিকে এবং আগামী ২৪ ঘণ্টায় ঝাড়খণ্ডের দিকে চলে যাবে। নতুন করে ঘূর্ণাবর্ত তৈরি হয়েছে উত্তর পশ্চিম বঙ্গোপসাগরে। এর প্রভাব রয়েছে গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গ এবং ওড়িশা সংলগ্ন এলাকায়। সোমবারের মধ্যে এটি নিম্নচাপে পরিণত হবে। এমনটাই জানিয়েছে আবহাওয়া দপ্তর।

এদিকে আবার মৌসুমি অক্ষরেখা গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গের নিম্নচাপ এলাকা দিয়ে উত্তর বঙ্গোপসাগর পর্যন্ত বিস্তৃত। এর প্রভাবে প্রচুর জলীয় বাষ্প ঢুকবে রাজ্যে। সমুদ্র উত্তাল থাকার কারণে ওড়িশা এবং পশ্চিমবঙ্গ উপকূলে মৎস্যজীবীদের শনিবার মাছ ধরতে যাওয়ার ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা আগে থেকেই জারি করেছিল আবহাওয়া দপ্তর।

একইসঙ্গে আলিপুর আবহাওয়া দপ্তরের তরফে এও জানানো হয়েছে, ঘূর্ণাবর্ত এবং মৌসুমি অক্ষরেখার প্রভাবে রাজ্য জুড়ে বৃষ্টির অনুকূল পরিবেশ তৈরি হয়েছে। দক্ষিণবঙ্গের বেশ কয়েকটি জেলায় জারি হয়েছে ভারী থেকে অতি ভারী বর্ষণের সতর্কতা। পাশাপাশি ভারী বৃষ্টি হতে পারে উত্তরবঙ্গেও। কলকাতায় বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির হলুদ সতর্কতা জারি আছে। আবহাওয়া দপ্তর সূত্রে খবর, রবিবার উপকূল ও পশ্চিমের জেলাগুলিতে ভারী বৃষ্টি হবে। সোমবার কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গের বেশিরভাগ জেলাতে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে। মঙ্গলবার পর্যন্ত বিক্ষিপ্ত ভাবে ভারী বৃষ্টি হবে। বাতাসে জলীয় বাষ্প বেশি তাই বৃষ্টি না হলে অস্বস্তি থাকবে। দিনভর মেঘলা আকাশ ও বৃষ্টির কারণে তাপমাত্রা স্বাভাবিকের নীচের দিকে থাকবে।

একইসঙ্গে উত্তরবঙ্গেও বিক্ষিপ্ত ভাবে ভারী বৃষ্টি চলবে। রবিবার দার্জিলিং-সহ উপরের পাঁচ জেলাতেই ভারী বৃষ্টি হবে। বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির সঙ্গে ৩০ থেকে ৪০ কিলোমিটার প্রতি ঘণ্টা গতিবেগে ঝোড়ো বাতাস বইতে পারে। সোমবার পর্যন্ত বিক্ষিপ্তভাবে ভারী বৃষ্টি উপরের দিকের দু'-এক জেলায় হবে।

কলকাতায় শনিবার মূলত ছিল মেঘলা আকাশ। বিক্ষিপ্ত ভাবে হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টিও হয়েছে।বৃষ্টির কারণে তাপমাত্রা স্বাভাবিকের চেয়ে নীচে রয়েছে। পাশাপাশি এও জানানো হয়েছে, রবিবার মূলত মেঘলা আকাশ, কখনও আংশিক মেঘলা আকাশ। বিক্ষিপ্তভাবে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির সম্ভাবনা। তবে ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা নেই। বাতাসে জলীয় বাষ্পের পরিমাণ বেশি। বৃষ্টি না হলে আর্দ্রতাজনিত অস্বস্তি থাকবে।

কলকাতায় শনিবার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ২৫.৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস। যা স্বাভাবিক তাপমাত্রার থেকে ০.৮ ডিগ্রি সেলসিয়াস কম। শুক্রবার দিনের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল ২৮.০ ডিগ্রি সেলসিয়াস। যা স্বাভাবিক তাপমাত্রার থেকে ৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস কম।

## শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

### নাম-পদবী

গত ২১/০৮/২০২৫, জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী, কোর্টে ৭৮৩৫ নং এফিডেভিট বলে আমি Mehroon Nesa W/o. Sheikh Cebad Ali (old name) R/o. Chak Sultan, Dhaniakhali, Hooghly-712302, W.B., নাম পরিবর্তন করিয়া সর্বত্র Meherunnesa Bibi W/o. Sk. Sabed Ali (new name) নামে পরিচিত হইয়াছি। Mehroon Nesa W/o. Sheikh Cebad Ali & Meherunnesa Bibi W/o. Sk. Sabed Ali সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি। আমার পুত্র Sk Abul Kalam Ajad.

### নাম-পদবী

গত ২২/০৮/২০২৫ তারিখে জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, চুঁচুড়া, হুগলী, কোর্টে ৭৬৫২ নং এফিডেভিট বলে আমি Shaikh Sohel S/o. Shaikh Nasirhosen, সাং পাইকপাড়া, রোসনা, পাণ্ডুয়া, হুগলী-৭১২১৪৯, ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার জন্ম সার্টিফিকেটে আমার ও আমার পিতার সঠিক নাম Shaikh Sohel S/o. Shaikh Nasirhosen -এর পরিবর্তে Sk Soyel Hossain S/o. Sk Nasir Hossain লিপিবদ্ধ হইয়াছে। Shaikh Sohel S/o. Shaikh Nasirhosen ও Sk Soyel Hossain S/o. Sk Nasir Hossain সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

### নাম-পদবী

গত ১৮/০৮/২০২৫ তারিখে জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, চুঁচুড়া, হুগলী, কোর্টে ৩৫১৩ নং এফিডেভিট বলে আমি Kutubuddin Mallick S/o. Late Abdul Samad Mallick, R/o. Morah, Haripal, Hooghly, ঘোষণা করিয়াছি যে, অসাবধানতাবশত আমার পিতার ডেথ সার্টিফিকেটে আমার পিতার সঠিক নাম Late Abdul Samad Mallick S/o. Late Khalil Mallick-এর পরিবর্তে Abdul Samad Mallik S/o. Khalil Mallik লিপিবদ্ধ হইয়াছে। Late Abdul Samad Mallick S/o. Late Khalil Mallick ও Abdul Samad Mallik S/o. Khalil Mallik সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।

### নাম-পদবী

গত ১৮/০৮/২০২৫ তারিখে জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, চুঁচুড়া, হুগলী, কোর্টে ৩৫১৪ নং এফিডেভিট বলে আমি Mubiana Bibi W/o. Md. Saifuddin Mallick, D/o. Sk. Abbas Ali, R/o. Morah, Haripal, Hooghly, ঘোষণা করিয়াছি যে, অসাবধানতাবশত আমার আধার ও প্যান কার্ডে আমার পিতার সঠিক নাম Sk. Abbas Ali-এর পরিবর্তে Abbas Ali লিপিবদ্ধ হইয়াছে। আমার পিতা Sk. Abbas Ali ও Abbas Ali সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।




### আজকের দিনটি কেমন যাবে ?

**আজ ২৪ শে আগষ্ট, ৭ ই ভাদ্র । রবি বার, প্রতিপদ তিথি, সকাল। জন্মে সিংহ রাশি। অষ্টোত্তরী মঙ্গল র মহাদশা ও বিংশোত্তোরী শুক্র র মহাদশা কাল। মৃতে একপাদ দোষ সকাল ১১/২৩ র পর দ্বীপাদ দোষ।**

**মেষ রাশি :** এক বান্ধবের পূর্ণ সহযোগিতায় কোন আইনি বিষয় থেকে লাভ প্রাপ্তি। অর্থ বৃদ্ধি। বাণিজ্য বৃদ্ধি। গৃহ সরঞ্জাম কেনার জন্য পরিবারে আনন্দ বৃদ্ধি। সন্ধ্যার পর নিমন্ত্রিত অতিথি দ্বারা শান্তির বাতাবরণ। বিদ্যার্থীদের জন্য শুভ। জয় তারা জয় তারা বলুন পথ চলুন।

**বৃষ রাশি :** আজ কর্মে সুনাম বৃদ্ধি। ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের দ্বারা প্রশংসিত হবেন পুরাতন বান্ধবের দ্বারা সম্মান প্রাপ্তি যোগ। যে প্রতিবেশী কিছুদিন আগে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিলেন, তিনি আজ আপনার বন্ধুর জায়গায় থাকবেন। প্রেমের সফলতা প্রাপ্তি। দেবতা গণেশের চরণে ১০৮ দুর্বা দিন। হলুদ পুষ্প দিন। অতীব শুভ হবে।

**মিথুন রাশি :** সচেতন ভাবে আজ পথ চলুন। ধৈর্য সহ আজ কথা বলুন। অন্যের কথার গুরুত্ব দিন। অর্থনৈতিক লাভ প্রাপ্তি হবে। বাণিজ্যে নতুন পথের সুযোগ বৃদ্ধি। যারা প্রশাসনিক কর্মে আছেন বা কোন প্রতিনিধি মূলক কর্মে আছেন তাদের সম্মান প্রাপ্তির দিন। এক প্রভাবশালী মানুষের সহায়তা লাভ। হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ বলুন পথ চলুন বিপদ নাশ হবে।

**কর্কট রাশি :** কর্মে সম্মান বৃদ্ধি। বিদ্যায় শুভত্ব বৃদ্ধি। এক শিক্ষকের আচরণে সম্মান বৃদ্ধি। কোন এনজিওর দ্বারা সম্মান বৃদ্ধি। পরিবারের শান্তির বাতাবরণ। যে গৃহ সরঞ্জাম কিনবেন বলে ঠিক করেছেন, তা আজ ক্রয় করুন। দেবতা ভগবান বিষ্ণুর চরণে তুলসীপত্র দিন।

**সিংহ রাশি :** আজ দৈব আশীর্বাদ প্রয়োজন। কর্মে যে জটিলতা সৃষ্টি হয়েছে, তা থেকে মুক্তির কারণে দৈব আশীর্বাদ চাই। যে বৃদ্ধ প্রবীণ নাগরিক আপনাকে নতুন পথের সন্ধান দেখিয়েছেন। তার কথা মান্যতা দিন শুভ হবে। আপনার নামে নয়, এমন কোন সম্পদ থেকে অর্থ প্রাপ্তির সম্ভাবনা। নেত্র কণ্ঠ মুখ গহবর পীড়া থেকে সতর্কতা। ভগবান শ্রী গনেশের চরণে ১০৮ দুর্গা দিন শুভ হবে।

**কন্যা রাশি :** ছোট চিন্তা করবেন না। বড় ভাবুন। এগিয়ে চলুন। পরিবার আজ আপনাকে সহযোগিতা করবে না। বন্ধু-বান্ধব থেকে সতর্ক থাকুন। দুপুরের পর সন্ধ্যা পর্যন্ত বিবাদ বিতর্ক বৃদ্ধি। কর্মে যে নতুন দায়িত্ব নিয়েছেন, তা পালনে সচেষ্ট থাকলে, শুভ হবে। বিদ্যার্থীদের জন্য শুভ বিশেষত যারা উচ্চ বিদ্যায় আছেন তাদের জন্য শুভ। হরি ওম হরি ওম, বলুন পথ চলুন।

**তুলা রাশি :** অতি উৎসাহ ব্যঞ্জক দিন। বন্ধু-বান্ধবের সহযোগিতা। পরিবারের সকল সদস্যের সহযোগিতা। সন্তানের বিদ্যালয়ে যে সমস্যা ছিল, সেখান থেকে মুক্তির পথ। যারা আইন বিদ্যা নিয়ে পড়াশোনা করছেন তাদের সম্মান বৃদ্ধি। দোকান বাণিজ্য ব্যবসায় অর্থ প্রাপ্তি-অর্থ বৃদ্ধি। পরিবারে আমন্ত্রিত ব্যক্তির দ্বারা সম্মান বৃদ্ধি যোগ। ১০৮ বার দেবী মহাকালী মন্ত্র বলুন এগিয়ে চলুন।

**বৃশ্চিক রাশি :** সমাজে সম্মান বৃদ্ধি। সুনাম বৃদ্ধির দিন।যারা রাজনৈতিকভাবে নেতৃত্ব দেওয়ার মানসিকতা তৈরি করেছেন, তারা আজ প্রভাবশালী মানুষের সহায়তা লাভ করবেন। ব্যবসা-বাণিজ্য বৃদ্ধি হবে। কালী মন্দিরে দান করুন।

**ধনু রাশি :** ফোন কল, ফ্যাক্স, ইমেইল ইন্টারনেট, দ্বারা শুভ সংবাদ প্রাপ্তি। সমস্যার সমাধান হয়ে পড়বে। যে প্রবীণ মানুষের সহযোগিতার আশা করেছিলেন, তিনি সহযোগিতা করবেন। সম্পত্তি বিক্রয় নিয়ে ধৈর্য ধরুন শুভ হবে। লাল বস্ত্র কাপড় দান করুন মন্দিরে।

**মকর রাশি :** এমন একটি সুযোগ আজ পাওয়া যাবে যেটা আপনি বহুদিন ধরে ভেবে এসছিলেন। কোন আইনি বিবাদ মিটে যাবে। পরিবারে যদি বিচ্ছেদের কোন মামলা চলে, সেখানে শুভ ফলপ্রাপ্তি। এরপরে নতুন কিছুর বিরাট সম্ভাবনা। প্রবল সামাজিক সম্মান বৃদ্ধি। বিদ্যার্থীদের জন্য শুভ। যারা কর্মের আবেদন করেছেন, তাদের জন্য শুভ হবে। কৃষ্ণ মহামন্ত্র বলুন এগিয়ে চলুন।

**কুম্ভ রাশি :** টাকা পয়সা যা আটকে ছিল তা পাওয়ার সম্ভাবনা প্রবল। শিক্ষক অধ্যাপকদের কাছে নতুন সুযোগ বৃদ্ধি। যারা এনজিওতে সোশ্যাল সার্ভিস দেন তাদের সম্মান বৃদ্ধি যোগ। কর্মের নতুন পথের সন্ধান প্রাপ্তি। যারা রাজনীতি করতে চান তারা জয়েন করতে পারেন। ১০৮ তুলসী পত্র দিন ভগবান শ্রী গনেশ কে।

**মীন রাশি :** বহুদিন ধরে চলে আসা লড়াইয়ে, কিছুটা স্বস্তি আপনি পাবেন। দাম্পত্য জীবনে যাদের বিচ্ছেদের মামলা চলছে, তারাও শান্তির বাতাবরণ পাবেন। বিদ্যার্থীদের জন্য শুভ। ব্যবসায়ীদের জন্য শুভ।

**ঘোষণা-** এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

### CHANGE OF NAME

By an Affidavit dated 22.08.2025, affirmed before The Ld. J.M. at Serampore, Hooghly, it has been declared that SURYA PRAKASH TIWARI, Surya Parkash Tiwari and Surya Praksh Tiwary are the names of one and same identical person that is myself.

### ধর্ম-পরিবর্তন

আমি, জ্যোৎস্না বেরা, পিতা- কাত্তিক চন্দ্র বেরা, গ্রাম- পূর্ব শুকুতিয়া, পোস্ট- রঘুনাথ বাড়ী, থানা- পাঁশকুড়া, জেলা- পূর্ব মেদিনীপুর, বিগত ইংরাজী ২২.০৮.২০২৫ তারিখে বারাসাতে নোটারি অ্যাফিডেভিট নং ৪/২০২৫ বলে হিন্দু থেকে ইসলাম ধর্মে ধর্মান্তরিত হইয়া নাজমিন বিবি নামে পরিচিত হলাম। ইসলাম ধর্ম অনুসারী জ্যোৎস্না বেরা ও নাজমিন বিবি আইনের দৃষ্টিতে এক ও অভিন্ন ব্যক্তি।

আমি **ALO BOSE (Nee Das) W/o Manu Bose, D/o Late Lakshman Das** সাং- বাঁশদ্রোনী, শরৎ পল্লী, পোঃ - বাঁশদ্রোনী, কলি-70. বিবাহ পূর্বে আমার নাম ছিল **ALO DAS D/o Lakshman Das.** গত **02.01.2025** তারিখে ফার্স্ট ক্লাস জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট কোর্ট আলিপুরের এফিডেভিটে (**No. 55**) আমি **ALO BOSE W/o Manu Bose** এবং **ALO DAS D/o Late Lakshman Das** এক ও অভিন্ন ব্যক্তি বলে পরিচিত হলাম।

### আমমোক্তারনামা বিজ্ঞপ্তি

আমরা ১। কমল পাল পিতা-মৃত অনিল পাল ২। শুভেন্দু ধর পিতা-মৃত ননীগোপাল ধর উভয়ের সাং- তাহেরপুর বি ব্লক, থানা ও পোষ্ট- তাহেরপুর, জেলা- নদীয়ার স্থায়ী বাসিন্দা। বিগত ইং-২৪/০৮/২০২২ তারিখে রাণাঘাট-১ ADSR অফিসের I-৮০৪৮ নম্বর আমমোক্তার নামা দলিল বলে আমারা উভয় ১. দেবব্রত ঘোষ ২.বিপ্লব ঘোষ ৩.তাপস ঘোষ ৪. প্রতিমা ঘোষ, সকলের (পিতা-মৃত সুরেন্দ্র চন্দ্র ঘোষ) দের নিকট হইতে ৩৪ নম্বর ব্যাসপুর মৌজায় দাগ- ৪১ খতিয়ান- ১০২৫ আমমোক্তার নিযুক্ত হয়ে উক্ত দাগের আমারা সম্পতি বিক্রি করছি, সেই সম্পতি ক্রেতার নামে রেকর্ড হলে কারো কোন আপত্তি থাকিলে উপযুক্ত নথি সহ রাণাঘাট-১ B.L.&L.R.O ৩০ দিনের মধ্যে যোগাযোগ করুন ।

### আমমোক্তারনামা বিজ্ঞপ্তি

আমি, দীপক দাশগুপ্ত, পিতা- সুরেন্দ্র নাথ দাশগুপ্ত সাং- মধুপুর, চক্রতীথ রোড, থানা ও জেলা- পুরী, রাজ্য- ওড়িষ্যা স্থায়ী বাসিন্দা। বিগত ইংরাজী ৩০-০৪-২০১২ ও ১৫-০৬-২০১২ তারিখে কোলকাতা A.R.A-III অফিসের রেজিষ্ট্রীকৃত IV-2593,3775 নম্বর আমমোক্তার নামা দলিল বলে দুলালী দাশগুপ্ত ও সুমিতা সেনগুপ্ত সহ অন্যান্যদের নিকট হইতে J.L-৮ নম্বর রাঘবপুর মৌজায় দাগ নম্বর- ৬৪১ খতিয়ান নম্বর-৭০২ তে আমমোক্তার নিযুক্ত হয়ে উক্ত দাগের আমি তাহাদের পক্ষে হয়ে উক্ত সম্পতি বিক্রি করছি, সেই সম্পতি ক্রেতার নামে রেকর্ড হলে কারো কোন আপত্তি থাকিলে উপযুক্ত নথি সহ রাণাঘাট-১ B.L.&L.R.O ৩০ দিনের মধ্যে যোগাযোগ করুন ।

### আমমোক্তারনামা বিজ্ঞপ্তি

১) শ্রী বিজয়া দাসগুপ্তা স্বামী ভবানন্দ দাশগুপ্ত ২) শ্রীমতি মহুয়া সেনগুপ্ত উভয়ের সাং- নজরুল পার্ক, পো:+থানা- রাজারহাট, কলকাতা, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা, মৌজা- জুগিন্দা, জে.এল. ৭৪, থানা- ডোমকল, খতিয়ান- L.R. 2585, দাগ নং- R.S. 7602 L.R. 5103, পরিমাণ- 30.5 শতক, দলিল নং- I-14599/2019 তাং- 4/12/2019 আমমোক্তারনামা IV-206 নং আমমোক্তারনামা তাং- ২১/৮/২০১৯ কলকাতা A.R.A অফিসে রেজিস্ট্রি নজরুল ইসলাম পিতা মৃত হাফেজউদ্দিন সেখ, সাং- চক নারায়ণপুর, পোস্ট- মধুরকুল, থানা- ডোমকল, জেলা- মুর্শিদাবাদ ।

### আমমোক্তারনামা সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি

**শ্রীমতী চায়না বিশ্বাস** স্বামী অনন্ত বিশ্বাস, সাং- কান্তিকুড়িলেন, পোঃ-কৃষ্ণনগর, থানা-কোতোয়ালি, জেলা-নদীয়া গত ইংরাজী ২২/০৯/২০২০ তারিখে কৃষ্ণনগর ডি.এস.আর. অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত I-6418/2020 নং আমমোক্তার দলিল মূলে **শ্রী শঙ্কু দাস** পিতা হরেন্দ্র নাথ দাস, সাং-উত্তর সুরভিস্থান, পোঃ-বাদকুল্লা, থানা-তাহেরপুর, জেলা- নদীয়া মহাশয়কে ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন ও নিম্ন তপশীল বর্নিত সম্পত্তি উক্ত আমমোক্তারনামা বলে উক্ত **শঙ্কু দাস** নিম্ন তপশীল বর্নিত সম্পত্তি বিক্রয় করিয়াছেন। এতদ্বারা সর্ব সাধারনকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে, উক্ত বিষয়ে কাহারো কোন আপত্তি থাকিলে, আগামী ১ মাসের মধ্যে সঠিক পদক্ষেপ গ্রহন করে BL & LRO হাঁসখালী অফিসে আপত্তি দাখিল করিতে পারেন। **তপশীল:** জেলা-নদীয়া, থানা- হাঁসখালী, মৌজা-জয়পুর, জে.এল.-৩৯, এল.আর. খতিয়ান-৮৯৪, আর.এস. ও এল.আর. ২৩৮৮ নং দাগে আমন জমি, মোট ৪৪.৪০ শতক জমি ও অন্যান্য দাগের আমমোক্তারকৃত সম্পত্তি হইতেছে। **শম্ভু অধিকারী (এ্যাডভোকেট)** রানাঘাট কোর্ট Enrol: F/2275/2367/02

### আমমোক্তারনামা সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সর্বসাধারনকে জানানো যাইতেছে যে, আমার মক্কেলগণ **(১) সুমিতা ঘোষ**, পিতা- সুজিত ঘোষ, সাং গোংড়া, পোঃ রানাবন্ধ, থানা- চাপড়া, জেলা নদীয়া ও **(২) শুভজিৎ ঘোষ**, পিতা- অর্জুন ঘোষ, সাং ও পোঃ হাতিশালা, থানা- চাপড়া, জেলা নদীয়া গত ইং ০৯.১০.২০২৩ তারিখের কৃষ্ণনগর ADSR অফিসের I-10198/2023 নং একখানি বিক্রয় কোবালা দলিল বলে নদীয়া জেলার কোতয়ালী থানার ৯৬ নং **রাধানগর মৌজাস্থিত** RS ২০, LR ১৩৮৭ নং খতিয়ানে, RS ৬৯, LR ২০১ নং দাগে ০২.৭৫ শতক সম্পত্তি **(১) আশীষ মুহুরী**, পিতা ৺কুমার নাথ মুহুরী ও **(২) স্বপন ঘোষ**, পিতা মৃত তারক ঘোষ-দ্বয়ের নিকট হইতে ক্রয় করেন। উক্ত **আশীষ মুহুরী ও স্বপন ঘোষ** উক্ত সম্পত্তি গত ইং ১৮.০২.২০২১ তারিখের কৃষ্ণনগর ADSR অফিসের I-2065/2021 নং একখানি আমমোক্তার নামা দলিল বলে **অজয় কুমার দে**, পিতা ৺বিজয় দে, সাং ডাঃ শচীন সেন রোড, ঘূর্ণী, কোতয়ালী, নদীয়ার নিকট হইতে প্রাপ্ত হয়েন। এক্ষনে আমার মক্কেল উক্ত সম্পত্তি তাহার নিজ নামে রেকর্ড ভুক্ত করাইতে ইচ্ছুক। এই ব্যাপারে যদি কাহারো কোন আপত্তি থাকে তাহা হইলে এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৩০ দিনের মধ্যে কৃষ্ণনগর BL&LRO অফিসে যোগাযোগ করুন, অন্যথায় আইন মোতাবেক কার্য্য হইবে। **সুনয়ন দাস (এ্যাডভোকেট)** কৃষ্ণনগর জাজেস কোর্ট, নদীয়া।

### আমমোক্তারনামা সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি

**শ্রী স্বপন কুমার বিষয়ী**, পিতা - পরমানন্দ বিষয়ী, সাং, পোঃ ও থানা - মেমারী, জেলা - পূর্ব বর্দ্ধমান, পিন নং - ৭১৩২০৪। ১) বিগত ইংরাজীর ২৩/০৮/২০১৬ তারিখে এ.ডি.এস.আর. পাণ্ডুয়া অফিসে রেজিস্ট্রীকৃত IV - ৩৪৯ নং আমমোক্তার দলিল মূলে আমাকে **শ্রী তপন মালিক**, পিতা রাম প্রসাদ মালিক, সাং - বোড়াগড়ী, পোঃ বৈঁচি, থানা - পাণ্ডুয়া, জেলা হুগলী, পিন নং - ৭১২১৩৪। ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন নিম্ন তপশীল সম্পত্তি উক্ত আমমোক্তারনামা দলিল বলে আমি এ.ডি.এস.আর পাণ্ডুয়া অফিসে ১৬/০৭/২০২৫ তারিখে রেজিস্ট্রীকৃত ৪২০০/২০২৫ নং দলিল মূলে **শ্রীমতী সীমাদেবী সিং**, স্বামী - সুরেন্দার সিং, সাং - রাজধরপুর পশ্চিমপাড়া, পোঃ - মল্লিকপুর, থানা শ্রীরামপুর, জেলা - হুগলী, পিন নং - ৭১২২০৩। মহাশয়াকে সাফ বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে সম্পত্তি বিক্রয় করি।
**তপশীল:** জেলা হুগলী, থানা পাণ্ডুয়া, মৌজা **বোড়াগড়ী**, জে.এল. নং ৪, হাল এল.আর. ২৭৬/১ খতিয়ানে ১) সাবেক তথা হাল ১৩৮৯ নং দাগে বালু খাদ বর্তমানে ভিটি ১৲ আনায় ২৫ শতকের মধ্যে ১০ (দশ) শতক। এতদ্বারা সকলকে অবগত করা যাইতেছে যে **শ্রীমতী সীমাদেবী সিং**, স্বামী- সুরেন্দার সিং, উক্ত খরিদা জমি নিজ নামে নাম পত্তন করিবার জন্য আবেদন করিয়াছেন। ইহাতে কাহার ও কোন আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রচার হইবার ১ মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট অফিসে আপত্তি জানাইতে পারিবেন অন্যথায় নিয়ম অনুসারে কার্য্য হইবে।
ইতি- **শ্রী তপন মালিক (আমমোক্তার)**

### বিজ্ঞপ্তি

**জেলা নদীয়া মোকাম নবদ্বীপের**
**সিভিল জজ (জুঃ ডিঃ) আদালত**
**T.S-143/2024**
**বাদী :- মধুসূদন সরকার,**
**বনাম**
**বিবাদী :- স্বপন ভৌমিক দীগরের**

এতদ্বারা সর্বসাধারণকে জানানো যাইতেছে যে, উপরোক্ত নং মোকদ্দমা বিবাদীগনের, বিরুদ্ধে, নিম্ন তপশীল বর্নিত সম্পত্তি সম্পর্কে নবদ্বীপ সিভিল জজ (জুঃ ডিঃ) আদালতে বাদী এক **টি.এস. ১৪৩/২০২৪** নং মোকদ্দমা দায়ের করিয়াছেন। উক্ত মোকদ্দমায় ৪ ও ৫ নং মোঃ বিবাদীদ্বয় যথা **৪) শ্যামল সরকার, ৫) সুমিত সরকার**, উভয়ের পিতা- স্বর্গীয় সত্যেশ্বর সরকার, উভয়ের সাং- তাঁতিপাড়া, ওয়ার্ড নং- ১৭, পোঃ ও থানা- কাটোয়া, জেলা- পূর্ব-বর্ধমান, পিন - ৭১৩১৩০, -এর পক্ষে মোকদ্দমার সমন জারী না হওয়ায় অত্র বিজ্ঞপ্তী প্রকাশ করিয়া জানানো যাইতেছে যে উক্ত ৪ ও ৫ নং মোঃ বিবাদীদ্বয় যদি অত্র বিজ্ঞপ্তী প্রকাশের তারিখ হইতে ৩০ দিনের মধ্যে আদালতে হাজির না হন তাহা হইলে উক্ত বিবাদীর বিরুদ্ধে এক তরফা আদেশ হইয়া যাইবে।

**তপশীল- ক**
জেলা- নদীয়া, থানা- নবদ্বীপ, মৌজা- ২০ নং নবদ্বীপ মধ্যে আর, এস. ১৭০০ পূর্ব এল. আর ৮৭০৫/১, ৩৩১৭/১, ৫৯৬১/১ হাল এল. আর. ১৩৬৬/১ নং খতিয়ান ভুক্ত আর. এস. ১৬৬৮ এবং এল আর ৪০৯৭ নং দাগ ভুক্ত গৃহ সম্পত্তি ; যাহা পৌরসভার ১৩ নং ওয়ার্ডের পোড়ামা তলা রোডস্থ ১৪৪ নং হোল্ডিং ভুক্ত ত্রিতল বাড়ী সম্পত্তি হইতেছে, যেথায় বাদী তাহার পরিবার লইয়া বসবাস করেন; নেচার বাড়ী, পরিমান- চার (৪) শতক, যাহার উত্তরে- রমা দত্তের ত্যাক্ত সম্পত্তি ও তিন দশমিক ছয় ফুট চওড়া, উত্তর- দক্ষিন লম্বা এজমালী গলিপথ, দক্ষিনে- হৃষিকেশ মোদকের বাড়ী, পূর্বে- পাঁচকড়ি ঘোষের বাড়ী, পশ্চিমে- পোড়ামা তলা রোড।

**তপশীল- খ**
জেলা- নদীয়া, থানা- নবদ্বীপ, মৌজা- ২০ নং নবদ্বীপ মধ্যে আর. এস. ১৬৯৯ পূর্ব এল, আর ৩১৪৭৭ নং খতিয়ান ভুক্ত আর.এস. ১৬৬৫ ও এল. আর ৪০৯৬ নং দাগ ভুক্ত সম্পত্তি; যাহা পৌরসভার ১৩ নং ওয়ার্ডের পোড়ামা তলা রোডস্থ ১৪৩ নং হোল্ডিং ভুক্ত ভুমি সম্পত্তি হইতেছে।

**তপশীল- গ**
জেলা- নদীয়া, থানা- নবদ্বীপ, মৌজা- ২০ নং নবদ্বীপ মধ্যে আর. এস. ১৭০০ পূর্ব এল আর ৮৭০৫/১, ৩৩১৭/১, ৫৯৬১/১ হাল এল আর ১৩৬৬/১ নং খতিয়ান ভুক্ত আর.এস. ১৬৬৮ এবং এল আর ৪০৯৭ নং দাগ ভুক্ত গৃহ সম্পত্তির সর্ব উত্তর-পশ্চিম অংশ হইতে দুই ফুট দুই ইঞ্চি চওড়া ও এগারো ফুট লম্বা অর্থাৎ (২.১৬৭ * ১১) বর্গ ফুট অর্থাৎ ২৩.৮৩৭ বর্গ ফুট (তেইশ দশমিক আট তিন সাত বর্গফুট) ; যাহা পৌরসভার ১৩ নং ওয়ার্ডের পোড়ামাতলা রোডস্থ ১৪৪ নং হোল্ডিং ভুক্ত সম্পত্তি হইতেছে। এই 'গ' তপশীল বর্নিত সম্পত্তি উপরি লিখিত 'ক' তপশীল বর্নিত সম্পত্তির অবিচ্ছেদ্য একাংশ হইতেছে।
আদেশানুসারে
**আশীষ বিশ্বাস (সেরেস্তাদার)**
সিভিল জজ (জুঃ ডিঃ) আদালত, নবদ্বীপ, নদীয়া।

**শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-মোঃ ৯৮৩১৯১৯৭৯১**

### আমমোক্তারনামা সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সকলকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে, ১)**শ্রীমতী মেনকা হালদার** স্বামী শ্রী তারাপদ হালদার, পিতা ৺ভজহরি দাস, সাকিম রানীপার্ক, মধ্যমগ্রাম, উঃ ২৪পরগণা-৭০০১২৯, ২)**শ্রীমত্যা মিনতি মিত্র**, স্বামী ৺মুকুন্দ মিত্র, পিতা ৺ভজহরি দাস, সাকিম কুপার্স ক্যাম্প, রানাঘাট, নদীয়া-৭৪১২৩২, ও ৩)**শ্রীমতী ঝুমা রায়** স্বামী শ্রী নারায়ন রায়, পিতা ৺মনোরঞ্জন দাস, পিতামহ ৺ভজহরি দাস, সাকিম গড়ফা স্কুল লেন, সন্তোষপুর, কসবা, দঃ ২৪পরগণা-৭০০০৭৫, মহাশয়াগণ বিগত ইংরাজী ১০/০৬/২০২২ তারিখে ডি.এস.আর.-II, হুগলী, চুঁচুড়া, অফিসে রেজিষ্টিকৃত I-03326/2022 নং আমমোক্তারনামা দলিল মূলে আমার মক্কেল **শ্রী বাপ্পাদিত্য দাস** পিতা ৺মনোরঞ্জন দাস, পিতামহ ৺ভজহরি দাস, সাকিম বারুইপাড়া, পাটুলীগ্রাম, বলাগড়, হুগলী-৭১২৫০১ মহাশয়কে ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন ও নিম্নবর্নিত তপশীল সম্পত্তি উক্ত আমমোক্তারনামা ও স্বয়ং ক্ষমতা বলে আমার মক্কেল, সম্পত্তির অপর শরিকগণ ১)**শ্রী সুশীল দাস**, ২)**শ্রী উদয় দাস**, উভয়ের পিতা ৺ভজহরি দাস, ৩)**শ্রীমত্যা শিবানী দাস** স্বামী ৺বিষ্টুপদ দাস, শ্বশুর মহাশয় ৺ভজহরি দাস, ৪)**শ্রী কৌশিক দাস**, পিতা ৺বিষ্টুপদ দাস, পিতামহ ৺ভজহরি দাস, সাকিম তামলিপাড়া, বলাগড়, হুগলী-৭১২৫০১, মহাশয়/মহাশয়ার সহিত যৌথ ভাবে, বিগত ইংরাজী ০৫/০৭/২০২২ তারিখে সম্পাদিত ডি.এস.আর.-II, হুগলী, চুঁচুড়া, অফিসে রেজিষ্টিকৃত I-03817/2022 নং বিক্রয় কোবালা দলিলমূলে **শ্রী গোবিন্দ গোমস্তা** পিতা ব্রজেন গোমস্তা, সাকিম হাসিমপুর, পাটুলীগ্রাম, বলাগড়, হুগলী-৭১২৫০১ মহাশয়কে ৪.৩০ শতক সম্পত্তি বিক্রয় করিয়াছেন। **তপশীল** - জেলা হুগলী, থানা বলাগড়, মৌজা বারুইপাড়া, জে.এল. নং ১০০, হাল এল.আর. ২১৮ নং খতিয়ানে, আর.এস. তথা হাল এল.আর. ৬৮৩ নং দাগে পানবরজ ষোল আনায় ৪৯ শতকের মধ্যে ৪.৩০ শতক সম্পত্তি উক্ত দলিলে আমমোক্তারনামা ও স্বয়ং ক্ষমতা বলে এবং সম্পত্তির অপর শরিকগণের সহিত যৌথ ভাবে, বিক্রয়কৃত সম্পত্তি হইতেছে। এতদ্বারা সকলকে অবগত করা যাইতেছে যে, বর্তমান ক্রেতা **শ্রী গোবিন্দ গোমস্তা** পিতা ব্রজেন গোমস্তা, তাহার উক্ত খরিদা সম্পত্তি নিজ নামে নাম পত্তন করিবার জন্য বি.এল এ্যান্ড এল.আর.ও বলাগড় ব্লক অফিসে আবেদন করিয়াছেন/করিতেছেন, ইহাতে কাহারও কোন আইনানুগত কোন আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রচার হইবার ১ মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট অফিসে আপত্তি জানাইতে পারিবেন, অন্যথায় নিয়ম অনুসারে কার্য্য হইবে। ইতি- **মীর মহঃ কলিমুদ্দিন** (উকিলবাবু), চন্দননগর কোর্ট, হুগলী

### নোটিশ

বিজ্ঞাপিত হচ্ছে যে, আমার মক্কেল বে স্যান্ড কোর্টইয়ার্ড রিসর্টস প্রা লি. (CIN: U74999WB2019PTC231302), ২০০.০৭৪ বর্গ মিটার - **প্লট নং ডিডি-৭৭, প্রেমিসেস নং ০৩-০২৭৩**, অ্যাকশন এরিয়া -আইডি, নিউ টাউন, থানা : কলকাতা লেদার কমপ্লেক্স, জেলা : দক্ষিণ ২৪ পরগনা, কলকাতা -৭০০১৫৬ ঠিকানাস্থিত প্রয়াত শ্রীমতি ইন্দ্রাণী রায়চৌধুরী এর আইনি উত্তরাধিকারী শ্রী অর্ঘ্য রায় চৌধুরী (পুত্র), শ্রী রাজেন্দ্রনারায়ণ রায়চৌধুরী (স্বামী), নিবাস -জিডি-৩৭১/৬, সল্ট লেক, জিডি ব্লক, সেক্টর -৩, পো : বিধাননগর আইবি মার্কেট এবং থানা :বিধাননগর (দক্ষিণ), জেলা : উত্তর ২৪ পরগনা, পিন : ৭০০১০৬, পশ্চিমবঙ্গ এর কাছ থেকে ক্রয় করতে আগ্রহী। কোনও ব্যক্তির বা পক্ষের সংশ্লিষ্ট উক্ত সম্পত্তির বা অংশের কোনও স্বত্ব অধিকার, স্বার্থ দাবি বা দাবি থাকলে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ১৫ দিনের মধ্যে প্রামাণ্য নথি সহ লিখিতভাবে জানাতে অনুরোধ করা হচ্ছে, অন্যথায় পরবর্তীতে সমুদয় দাবি, অগ্রাহ্য, বাতিল, এবং/বা অস্বীকৃত হবে।
**সৌমেন মুখার্জি (অ্যাডভোকেট)**
**মোবাইল : ০৯৪৭৪৩১৬৯২৮**
**ই-মেল : soumenmukherjeeskail@gmail.com**
ফ্ল্যাট নং ১/২, এসি-১, ফারসাইট সিএইচএসএল, নিউটাউন, কলকাতা -৭০০১৬৩

### শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন গ্রহণ কেন্দ্র

**উত্তর ২৪ পরগনা**

**অ্যাড কানেক্সন**
**সন্তোষ কুমার সিং**
হোম নং -৩, বিএল নং-১৮, মেঘনা মোড়, পোস্ট ও থানা-জগদ্দল, উত্তর ২৪ পরগনা, **ফোন- ৮৩৩৬০ ৮৮৭২১**
ইমেইল- **adconnexon@gmail.com**

**এ.এন. বিজ্ঞাপন গ্রহনকেন্দ্র**
**সেখ আজাহার উদ্দিন**, বারাসাত, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা-৭০০১২৪, **মোঃ- ৯৭৩৩৬৫২৩৩৬**

**হুগলি**

**মা লক্ষ্মী জেরক্স সেন্টার,**
**সবর্ণী চ্যাটার্জি**, ঠিকানা কোর্টের ধার ওল্ড জেলা পরিষদ, চুঁচুড়া, জেলা হুগলি, পিন: ৭১২১০১, **মোঃ ৯৪৩৩১৬৮৯১৮।**

**জিৎ অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি,**
**প্রসেনজিৎ সামন্ত**, ঠিকানা- দলুইগাছা, সিঙ্গুর, বন্ধন ব্যাঙ্কের পাশে, জেলা- হুগলী, পশ্চিমবঙ্গ, **মোঃ ৯৮৩১৬৯৯২৪৪**

**নদিয়া**

**টাইপ কর্ণার,**
**নিরঞ্জন পাল**, ঠিকানা : কালেক্টরি মোড়, এসপি বাংলোর বিপরীতে, পোঃ কৃষ্ণনগর, জেলাঃ নদিয়া, পিন: ৭৪১১০১, **মোঃ ৯৪৭৪৩৩৪৯৭৮**

**রাজ টেলিকম,**
**অমিতাভ বিশ্বাস**, ঠিকানা: করিমপুর, জেলা নদিয়া, **মোঃ ৯৪৩৪৪২০৬৮৬/ ৯০৯৩৬৮৮৫৩০।**

**সুজয়া উদ্যোগ সমূহ,**
**শ্রীধর অঙ্গন**, বাজার রোড, নবদ্বীপ, নদিয়া-৭৪১৩২, **মোঃ ৯৩৩২২০৬৫৯।**

**অবসর,**
**ডি. বালা**, চাকদহ, নদিয়া। **মোঃ ৭৪০৭৪৮০১০৮।**

**সবিতা কমিউনিকেশন,**
**প্রোঃ- রুমা দেবনাথ মজুমদার**, ৪/১ প্রাচীন মায়াপুর ৩য় লেন, পোস্ট ও থানা- নবদ্বীপ, জেলা- নদিয়া, পিন-৭৪১৩০২, **মো-৮১০১৩ ৭৩৫৮১**

**পূর্ব মেদিনীপুর**

**আইনক্স অ্যাড এজেন্সি**
**সুরজিৎ মাইতি**, পিটিপুর, কেশপাট, পূর্ব মেদিনীপুর-৭২১১৩৯, **মোঃ ৯৭৩২৬৬০৫২**

**শ্যাম কমিউনিকেশন,**
**দেবব্রত পাঁজা**, দেউলিয়া বাজার, জেলা - পূর্ব মেদিনীপুর, পিন: ৭২১১৫৪, **মোঃ ৯৪৭৪৪৪৬৮৯৬/ ৭০৭৪৪৯৩৭৯৬**

**মানসী অ্যাড এজেন্সি,**
**শশধর মান্না**, মেচেদা ও তমলুক, ঠিকানা: কাকডিহি, মেচেদা, কোলাঘাট, জেলা - পূর্ব মেদিনীপুর, পিন ৭২১১৩৭, **মোঃ ৯৮৩২৭০৮৮৬৯/ ৯৯৩২৭৭০৭৬৭**

**পশ্চিম মেদিনীপুর**

**মহালক্ষ্মী অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি**
**দুর্গেশ চন্দ্র শুক্লা**, ঠিকানা: হোল্ডিং নং. ১৬৮/১৪২, ওয়ার্ড নং-১৬, ভগবানপুর কালী মন্দিরের কাছে, খড়্গপুর টাউন, পশ্চিম মেদিনীপুর-৭২১৩০১ **মোঃ ৮৯১৮০৬৩৪৪৬**

**শিলাবতী অ্যাড এজেন্সী,**
**রেখা দাস**, নিউ মার্কেট (খিরিশ তলা), ঘাটাল, পশ্চিম মেদিনীপুর, **মোঃ ৯৯৩৩৩৫০৩৩৩**

**মুর্শিদাবাদ**

**পি' অ্যাডস সলিউশন,**
**অমিত কুমার দাস**, ১৬৭, দয়ানগর রোড, পোঃ- খাগড়া, জেলা- মুর্শিদাবাদ, পিন-৭৪২১০৩। **মোঃ ৯৪৭৪৫৭৮৬৩৫/ ৮৪৩৬৯৯৩০১৯।**

**বীরভূম**

**সংবাদ সারাদিন,**
**মৃণালজিৎ গোস্বামী**, সিউড়ি, নিউ জঙ্গলপাড়া, বীরভূম-৭৩১১০১। **মোঃ ৯৬৭৪১৭০২২৪, ৯৭৭৫৭৬০২১।**

**মিডিয়া হাউস,**
**প্রঃ- পরিতোষ দাস**, কীর্ণাহার স্টেশন রোড, থানা- নানুর, বীরভূম। **মোঃ ৯৪৩৪৩৪৮৮১৯, ৯১৫৩০৬০২০৯।**

**লক্ষ্মী অনুষ্ঠান ভবন,**
**প্রযত্নে দীপক কুমার মণ্ডল**, নতুন বাসস্ট্যান্ড, রামপুরহাট, বীরভূম। **মোঃ ৯৯৩৩০০২৭৩১/ ৯৩৩৩১২৬৭১।**

**A2Advantage Ad Agency,**
**শেফালী আচার্য্য**, বেলেডাঙ্গাল, ভীমগড়, খয়রাশোল, বীরভূম, মোঃ ৭৯০৮১৬৩৬৩৫

**মা তারা অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সী,**
**অক্ষয় ধীবর, শঙ্করী অ্যাপার্টমেন্ট**, ফটকদুয়ার রোড, রামপুরহাট, বীরভূম- ৭৩১২২৪, (বর্ণপরিচয় স্কুলের কাছে), **৯৪৩৪২৫২৫০৪,** maatara.adagency@gmail.com

**পুরুলিয়া**
**অরিজিৎ সেন**, চকবাজার, কাপড়গলি, বনমালি সেন লেন, পুরুলিয়া-৭২৩১০১, **মোঃ ৯৮৫১১৯৮১৬০।**

**হাওড়া**
**ঋদ্ধি সিদ্ধি, বিজয় কুমার শ**, রঞ্জিত জেরক্স, ৭, ঋষি বঙ্কিম চন্দ্র রোড, বিল্ডিং, হাওড়া কোর্ট, স্টল নং ০৭, হাওড়া-৭১১১০১, **ফোন- ৯৩৩০৬৯৫১৮**

**বালি ফটোকপি সার্ভিস,**
**সন্দীপ দে**, ২৫, ধর্মতলা রোড (বেলুড় স্টেশন রোড), ধর্মরাজ জিউ মন্দিরের কাছে, বেলুড় মঠ, হাওড়া-৭১১২০২, **মোঃ ৯৪৩২২৩২৫২৩।**

# 'নো ভোট টু মমতা', ওয়াকফ আইন থেকে অনুপ্রবেশ, তৃণমূলকে তোপ শুভেন্দুর

**নিজস্ব প্রতিবেদন:** ওয়াকফ সংশোধনী আইন সংসদে পাশ হয়ে আইনে পরিণত হওয়ার পর আর কোনও রাজনৈতিক আন্দোলনের জায়গা নেই; এমনই মন্তব্য করলেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। তবে সেই সঙ্গে তিনি তৃণমূলকে তীব্র আক্রমণ করে বলেন, রাজ্যের মূল রাজনীতি আজ দুটি জিনিসকে ঘিরে; ভোট জিহাদ আর তুষ্টিকরণ।

শুভেন্দুর অভিযোগ, ধুলিয়ান-শামসেরগঞ্জের সাম্প্রতিক ঘটনাগুলোর কোনও ভিত্তি নেই। ওয়াকফের সঙ্গে এসবের যোগ নেই। তাঁর কথায়, তৃণমূলের নেতাদের প্রতিযোগিতা চলছে, কে কত মুসলিম সমাজের কাছাকাছি যেতে পারে! আসল বার্তা একটাই; তোমরা দল বেঁধে ভোট দাও, আর আমি চুরি করব। এটাই তৃণমূলের নীতি।

সিএএ থেকে এসআইআর; সব ক্ষেত্রেই মুখ্যমন্ত্রী মিথ্যাচার করছেন বলে দাবি বিরোধী দলনেতার। তাঁর বক্তব্য, সিএএ নিয়ে এনআরসি আতঙ্ক ছড়ানো হয়েছিল। এবার এসআইআরকেও এনআরসি বলে চালাতে চাইছেন মুখ্যমন্ত্রী। ২১-এর ভোটে যেমন ফায়দা নিয়েছিলেন, ২৬-এর ভোটের আগে আবারও একই চেষ্টা।

শুভেন্দু আরও জানান, রাজ্যসভার লিখিত উত্তরে স্পষ্ট বলা আছে; বাংলাদেশ সীমান্তের প্রায় ৫৪০-৫৪৬ কিলোমিটার এলাকায় কাঁটাতার দেওয়া সম্ভব, কিন্তু তৃণমূল সরকার জমি দিচ্ছে না। তাঁর দাবি, কোনও দেশ অবৈধ অনুপ্রবেশকারী রাখে না। তাই প্রধানমন্ত্রী সঠিক বলেছেন;সারাদেশে জনবিন্যাস সমীক্ষা হবে, অনুপ্রবেশকারীদের তাড়ানো হবে।

তিনি এও স্পষ্ট করেন, শরণার্থী ও অনুপ্রবেশকারী এক নয়, একসঙ্গে মেশানো যাবে না। সুপ্রিম কোর্ট এসআইআর মামলায় কোনও স্থগিতাদেশ দেয়নি বলেও তিনি উল্লেখ করেন। শুভেন্দুর হুঁশিয়ারি, আমাদের দাবি; নো এসআইআর, নো ভোট। নির্বাচন কমিশনকে অগ্রাহ্য করা মানেই সংবিধানকে অগ্রাহ্য করা।

রাজ্যের প্রশাসনিক কাঠামো পুরোপুরি পচে গেছে বলে দাবি করে শুভেন্দুর স্লোগান, সবাই একসঙ্গে আওয়াজ তুলুন; নো ভোট টু মমতা।



প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী নিশীথ প্রামাণিকের লেখা বই আইসিসিআর-এ আয়োজিত একটি অনুষ্ঠানে উদ্বোধন করলেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী।

# 'ভুল দাবিতে সত্য গোপন করছে তৃণমূল', চন্দ্রিমাকে জবাব শমীকের

**নিজস্ব প্রতিবেদন:** শনিবার জলপাইগুড়িতে মহিলা তৃণমূলের সভায় কেন্দ্রীয় সরকারের ১৩০ তম সংবিধান সংশোধনী বিল নিয়ে মুখ খোলেন রাজ্যের মন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য। বিজেপি-র দাবি, তিনি ইচ্ছাকৃতভাবে তথ্য বিকৃত করে মানুষকে বিভ্রান্ত করছেন।

চন্দ্রিমা অভিযোগ করেন, এই বিল পাশ হলে মুখ্যমন্ত্রী বা মন্ত্রীরা যদি গুরুতর অভিযোগে গ্রেফতার হয়ে ৩০ দিনের বেশি কারাগারে থাকেন, তবে তাঁদের পদ খোয়াতে হবে। এমনকী গোধরার সময় থেকে আইন কার্যকর করতে হবে বলেও দাবি তোলেন তিনি। বিজেপি শিবিরের বক্তব্য, আইন প্রণয়নের মৌলনীতি হল; কোনও আইন পাশ হওয়ার পর থেকেই কার্যকর হয়, অতীত থেকে নয়। অথচ তৃণমূল নেত্রী অযথা পুরনো ঘটনা টেনে এনে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে ঘায়েল করার চেষ্টা করছেন।

শমীক ভট্টাচার্য এ প্রসঙ্গে বলেন, 'আইনের লক্ষ্য জনজীবনে দায়বদ্ধতা বাড়ানো। একজন সাধারণ কর্মীর সামান্য ভুল হলে তাঁকে শাস্তি দেওয়া হয়। মন্ত্রীদের ক্ষেত্রেও একই নিয়ম প্রযোজ্য হওয়া উচিত। কিন্তু তৃণমূল উল্টে বিভ্রান্তি ছড়াচ্ছে।' তাঁর কটাক্ষ, 'আইনের নামে নাটক করে নিজেদের ব্যর্থতা ঢাকতে চাইছে তৃণমূল। মানুষ ভুলভাল বক্তব্যে বোকা হবে না।'

# হালিশহর ও কাঁচরাপাড়া পেল 'ওডিএফ প্লাস' সার্টিফিকেট

**নিজস্ব প্রতিবেদন:** ব্যারাকপুর শিল্পাঞ্চলের প্রান্তিক দুই শহর হালিশহর ও কাঁচরাপাড়া স্বচ্ছ ভারত মিশনের 'ওপেন ডিফেকেশন ফ্রি প্লাস' (ওডিএফ প্লাস) সার্টিফিকেট পেয়েছে। দুই পুরসভাই দীর্ঘদিন ধরে পরিচ্ছন্নতা ও শৌচাগার ব্যবস্থার উন্নতিতে একাধিক পদক্ষেপ নিয়েছিল। রাস্তার বিভিন্ন জায়গায় আধুনিক পাবলিক টয়লেট ও শৌচাগার নির্মাণ করা হয়। কেন্দ্রীয় স্বচ্ছ ভারত মিশন দপ্তরের প্রতিনিধিরা এলাকা পরিদর্শন করে সন্তোষপ্রকাশ করেছেন এবং সার্টিফিকেট পাঠিয়েছেন।

কাঁচরাপাড়া পুরসভা বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে শহরকে সাজিয়ে তুলেছে। রেল শহর হিসেবে কাঁচরাপাড়ায় একাধিক নামীদামি ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান রয়েছে। স্টেশন থেকে গান্ধি মোড় পর্যন্ত দু'ধারে জমজমাট ব্যবসা চলে। শিয়ালদহের পর অন্যতম বড় বাজার হিসেবেও কাঁচরাপাড়ার সুনাম রয়েছে। শহরের বিভিন্ন জায়গায় নতুন শৌচাগার তৈরি হয়েছে, গাড়ি পার্কিং নিয়ে সচেতনতা বাড়াতে পুরসভার পক্ষ থেকে বোর্ড লাগানো হয়েছে। হালিশহর পুরসভাও একইভাবে পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখতে বিশেষ উদ্যোগ নিয়েছে। ফলে দুই শহরেই উন্মুক্ত শৌচ বন্ধ হয়েছে।

কাঁচরাপাড়া পুরসভার চেয়ারম্যান কমল অধিকারী বলেন, এই সার্টিফিকেট আমাদের কাছে অত্যন্ত সম্মানের। আগামী দিনে আরও ভালোভাবে কাজ করার জন্য এটি আমাদের উৎসাহ দেবে।

# এপিক বিতরণে কড়া নজর, ভোটার কার্ডে ডিজিটাল এভিডেন্স রাখবে কমিশন

**নিজস্ব প্রতিবেদন:** অবৈধ ভোটার কার্ড আটকাতে নির্বাচন কমিশন কার্ড বিতরণে আরও কড়া নজরদারির সিদ্ধান্ত নিয়েছে। ডাক বিভাগ ভোটারের হাতে এপিক বা ভোটার কার্ড পৌঁছে দেওয়ার সময় ছবি-সহ ডিজিটাল এভিডেন্স বা প্রমাণ সংগ্রহ করবে। সেই তথ্য ছ'মাস ডাক বিভাগের কাছে সংরক্ষিত থাকবে। পরে তা রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের দপ্তরে জমা দেওয়া হবে। ফলে কোন ভোটারের হাতে কখন কার্ড দেওয়া হল, তার স্পষ্ট রেকর্ড কমিশনের কাছে থাকবে।

রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের দপ্তরে সম্প্রতি এক গুরুত্বপূর্ণ বৈঠকে এই সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন ডাক ও তার বিভাগের আধিকারিক এবং সরস্বতী প্রেসের প্রতিনিধি। কমিশন জানিয়েছে, এতদিন ভোটার কার্ড ছাপা হয়ে প্রথমে মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের দপ্তরে আসত, তারপর জেলা স্তরে, শেষে স্থানীয় পোস্ট অফিস হয়ে ভোটারের ঠিকানায় পাঠানো হত। দীর্ঘ এই প্রক্রিয়ায় সময় লাগত অনেক বেশি। পাশাপাশি কার্ড ভুল ঠিকানায় পৌঁছনো বা মাঝপথে হারিয়ে যাওয়ার অভিযোগও আসত। এবার থেকে সরস্বতী প্রেসে কার্ড ছাপা হওয়ার পর তা সরাসরি কলকাতার জিপিও মারফত ভোটারদের ঠিকানায় পাঠানো হবে। কমিশনের আশা, এর ফলে ভোটার কার্ড তৈরি হওয়ার সর্বোচ্চ ১৫ দিনের মধ্যেই আবেদনকারীর হাতে পৌঁছে যাবে।

# কলকাতা ও অন্যান্য জেলায় প্যাকেটজাত দুধের জোগান বৃদ্ধির উদ্যোগ

**নিজস্ব প্রতিবেদন:** কলকাতা এবং সংলগ্ন জেলাগুলিতে প্যাকেটজাত দুধের জোগান বাড়াতে রাজ্য সরকারি ব্রান্ড বাংলার ডেয়ারি উৎপাদন প্রায় দ্বিগুণ করতে চলেছে। পুজোর মরসুমকেই সামনে রেখে দুধ, ঘি, দই-সহ দুগ্ধজাত পণ্যের সরবরাহ বাড়ানোর পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে বলে প্রাণীসম্পদ বিকাশ দপ্তরের তরফে জানানো হয়েছে।

বর্তমানে হুগলির ডানকুনির কারখানা থেকে প্রতিদিন গড়ে প্রায় এক লক্ষ দশ হাজার লিটার দুধ সরবরাহ করা হয়। প্রায় ৬০ কোটি টাকা বিনিয়োগে হরিণঘাটায় নতুন কারখানা তৈরি করা হয়েছে। ইতিমধ্যেই সেখানে পরীক্ষামূলক উৎপাদন শুরু হয়েছে। ওই কারখানা পুরোদস্তুর কাজ শুরু করলে সেখান থেকে প্রতিদিন আরও এক লক্ষ লিটার দুধ ছাড়া হবে। নতুন কারখানার মাধ্যমে সরাসরি কর্মসংস্থান হবে প্রায় ১৭০ জনের। পাশাপাশি প্রায় ৮০০ জনের পরোক্ষ কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি হবে। এতে স্থানীয় পশুপালকরাও বিশেষভাবে উপকৃত হবেন বলে আশা করা হচ্ছে।

দুধের সরবরাহ ব্যবস্থাতেও আমূল পরিবর্তন আনা হয়েছে। কলকাতা ও সংলগ্ন জেলাগুলির জন্য প্রায় সত্তর জন ডিস্ট্রিবিউটর নিয়োগ করা হচ্ছে। তাঁরা সরাসরি ভেন্ডারদের কাছে দুধ পৌঁছে দেবেন। ঘি, পনির, রকমারি দই-সহ বাংলার ডেয়ারির অন্যান্য পণ্যও তাঁদের মাধ্যমে বাজারে পৌঁছবে। পুজোর আগে বাজারে চাহিদা সামলাতে এই সম্প্রসারণ পরিকল্পনা কার্যকর করা হচ্ছে বলে সংস্থার চেয়ারম্যান গৌরীশংকর কোনার জানিয়েছেন।

একদিন আমার শহর

কলকাতা ২৪ অগস্ট ২০২৫, ৭ ভাদ্র ১৪৩১ রবিবার

# বেলেঘাটায় ছেলের নির্মম অত্যাচারে মৃত্যু মায়ের, আটক অভিযুক্ত

**নিজস্ব প্রতিবেদন, বেলেঘাটা:** নিউ গড়িয়ার পর এবার বেলেঘাটা। ফের শহরে এক বৃদ্ধার রহস্যজনক মৃত্যু। শনিবার দুপুরে মৃত বৃদ্ধা নন্দিতা বসুর (৬৫) দেহ উদ্ধার করে পুলিশ। দেহটি ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে। বৃদ্ধার ছেলে মৈনাক বসুকে (৩৫) আটক করেছে পুলিশ। মৃতদেহ ময়নাতদন্তের জন্য এনআরএস হাসপাতালে পাঠিয়েছে পুলিশ।

পুলিশ জানিয়েছে, শনিবার দুপুর ১টা ৫০ মিনিট নাগাদ তারা খবর পায়, কবি সুকান্ত সরণিতে নিজের বাড়িতে অচৈতন্য অবস্থায় পড়ে রয়েছেন বছর পঁয়ষট্টির এক বৃদ্ধা। পুলিশ গিয়ে দেখে, বৃদ্ধার মুখ দিয়ে রক্ত বেরিয়ে এসেছে। দেহ ঠান্ডা। তদন্তে পুলিশ জানতে পারে, ওই বাড়িতে ছেলে মৈনাকের সঙ্গে থাকতেন নন্দিতা বসু। বছর পঁয়ত্রিশের মৈনাকের সঙ্গে তাঁর মায়ের বচসা হয়। সেই সময় মাকে নির্মমভাবে মারধর করেন মৈনাক। তার জেরেই মৃত্যু হয় ওই বৃদ্ধার।

পুলিশ জানিয়েছে, ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে তারা। পাশাপাশি তদন্ত করে দেখছে, কেন ওই যুবক নিজের মাকে এমন নির্মমভাবে মারধর করল, তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ।

দোতলা ওই বাড়ির উপরের তলায় ছেলেকে নিয়ে থাকতেন নন্দিতা বসু। ওই বৃদ্ধার স্বামী কয়েকবছর আগে মারা গিয়েছেন। মৈনাক কোনও কাজ করতেন না। নিচের তলায় ভাড়াটেরা থাকেন। আরতি নামে ওই বাড়ির এক ভাড়াটে বলেন, 'শুক্রবার রাত সাড়ে দশটা নাগাদ লাউড স্পিকারে গান চলছিল। গানের শব্দের বাইরে কিছু শুনিনি। তবে গানটা কখন বন্ধ হয়েছে জানি না।' ফলে ওই বৃদ্ধাকে কখন মারধর করা হয়েছিল, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে।

# আনন্দপুরের রবার কারখানায় ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড, পৌঁছয় দমকলের ৪টি ইঞ্জিন

**নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা:** শহরে ফের অগ্নিকাণ্ড। কলকাতার আনন্দপুরের রবার কারখানায় বিধ্বংসী আগুন। কারখানায় দাহ্য পদার্থ মজুত থাকায় দ্রুত আগুন ভয়াবহ আকার নেয়। কালো ধোঁয়ায় ঢেকে যায় গোটা এলাকা। খবর দেওয়া হয় দমকলে। শেষ পাওয়া খবর অনুযায়ী ঘটনাস্থলে পৌঁছয় দমকলের চারটি ইঞ্জিন। তবে এলাকাবাসীর দাবি, ঘটনাস্থলে দেরিতে এসেছে দমকল। এদিকে, ঘিঞ্জি এলাকায় আগুন লাগায় আতঙ্কে স্থানীয় বাসিন্দারা। শনিবার দুপুরে আনন্দপুরের একটি কারখানায় আগুন লাগে। মুহূর্তের মধ্যে কালো ধোঁয়ায় ঢাকে গুলসন কলোনি এলাকা। সূত্রের খবর, আগুন লাগার পরেই স্থানীয় বাসিন্দারা পুলিশে খবর দেন। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় আনন্দপুর থানার পুলিশ। দমকলের পাঁচটি ইঞ্জিন এসে আগুন নেভানোর চেষ্টা করে। কিছুক্ষণের মধ্যেই আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে বলে দমকল সূত্রে খবর। স্থানীয় সূত্রের খবর, এই রবার কারখানাটি রয়েছে গুলসন কলোনি এলাকার ১০৮ নম্বর ওয়ার্ডে। কারখানার ভিতরে ছিল বাতিল ও প্লাস্টিকের জিনিসপত্র ছিল। আগুন এই দাহ্য জিনিসপত্রের সংস্পর্শে আসতেই আগুন ভয়াবহ আকার ধারণ করে।এদিকে এই গুলশন কলোনি ঘিঞ্জি এলাকায় হওয়ায় দমকল ও পুলিশ কর্মীরা ওই কারখানার আশেপাশের বাড়ি থেকে স্থানীয়দের বের করে আনেন। পুলিশ সূত্রের খবর, কারখানার একাংশ পুড়ে ছাই হয়ে গিয়েছে।

তবে কতটা ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে তা এখনও জানা যায়নি। ১০৮ নম্বর ওয়ার্ড ঘন জনবসতিপূর্ণ এলাকা। তাই আগুনের ভয়াবহতা বেশি না হলেও ঘিঞ্জি এলাকা হওয়ায় স্থানীয় বাসিন্দাদের মধ্যে আতঙ্ক ছড়ায়। তবে কী ভাবে আগুন লাগল তা এখনও জানা যায়নি। আনন্দপুর থানার পুলিশ গোটা ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

## শপিংমলের দোকানেও বাংলায় সাইনবোর্ড বাধ্যতামূলক, হুঁশিয়ারি ফিরহাদের

**নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা:** বাংলায় লেখা সাইনবোর্ড এবার শপিংমলের দোকানেও বাধ্যতামূলক করল কলকাতা পুরসভা। মেয়র ফিরহাদ হাকিম সাফ জানিয়ে দিয়েছেন, বাংলা সাইনবোর্ড না থাকলে দোকানের লাইসেন্স বাতিল হবে। তাঁর কড়া বার্তা, 'বাংলায় বোর্ড ছাড়া ব্যবসা করলে আর ছাড় নয়।' ইতিমধ্যেই হোটেল, রেস্তোরাঁ ও দোকানে বাংলা বোর্ড বাধ্যতামূলক করা হয়েছিল। এবার শপিংমলের ক্ষেত্রেও সেই নিয়ম জারি হল। মেয়রের বক্তব্য, 'আমরা অন্য ভাষার বিরুদ্ধে নই, তবে বাংলার মাটিতে বাংলাকে অগ্রাধিকার দিতেই হবে।'

পুরসভার অধিবেশনে কাউন্সিলর অরূপ চক্রবর্তী জানান, 'শহরের ৯৯ শতাংশ শপিংমলে বাংলায় কোনও সাইন নেই। ফলে ৮৬ শতাংশ বাঙালি তা বোঝেন না।' তাঁর প্রস্তাবকেই সমর্থন করেছেন মেয়র। তৃণমূল কংগ্রেস বারবার অভিযোগ তুলেছে, বাংলায় কথা বললে বা লিখলে বাঙালিকে অপমান করা হচ্ছে। তাই রাজ্য জুড়ে প্রশাসনিকভাবে বাংলাকে মর্যাদা দেওয়ার পদক্ষেপ নিয়েছে সরকার। মেয়রের হুঁশিয়ারি স্পষ্ট;'বাংলা বোর্ড না থাকলে তা নামানো হবে, লাইসেন্সও বাতিল হবে।' বাংলার মর্যাদা রক্ষায় এবার শপিংমলগুলির দোকানগুলিকেও ছাড় দিল না কলকাতা পুরসভা।

*জুটিতে...। কুমোরটুলিতে ছবিটি তুলেছেন অদিতি সাহা।*

## দেখভালের দায়িত্বে নিয়ে আসা আয়ার হাতেই খুন পঞ্চসায়রের বৃদ্ধা, গ্রেপ্তার ২

**নিজস্ব প্রতিবেদন, নিউ গড়িয়া:** পঞ্চসায়রে অভিজাত আবাসনে বৃদ্ধা খুনের রহস্যের কিনারা। ঘটনায় ইতিমধ্যেই গ্রেপ্তার করা হয়েছে দু'জনকে। ধৃতদের নাম আশালতা সর্দার ও মহম্মদ জালাল মীর। এই আশালতা সর্দারকেই আয়া হিসেবে কিছুদিন আগে বৃদ্ধার দেখভালের জন্য সেন্টার থেকে নিয়োগ করেছিল পরিবার। আর মহম্মদ জালাল মীর আয়া আশালতারই সঙ্গী। পুলিশের অনুমান, একাকী বৃদ্ধ দম্পতিকে টার্গেট করে লুটের ছক কষা হয়েছিল। তাতে বাধা পেয়েই খুন। তাঁদের কাছ থেকে উদ্ধার করা হয়েছে খোয়া যাওয়া সামগ্রী। পুলিশ তদন্তে নমে জানতে পারে, বৃদ্ধা বিজয়া দাস ও তাঁর স্বামী থাকতেন নিউ গড়িয়ার অভিজাত আবাসনে। কাজের সূত্রে সন্তানরা ভিন রাজ্যে থাকেন। বার্ধক্যজনিত কারণে ইদানিং দম্পতির চলাফেরা করতে অসুবিধা হত। তাই গত ১৭ তারিখ সেন্টার থেকেই আশালতা সর্দার নামে ওই আয়াকে রাখা হয়। আগে থেকেই ওই বাড়িতে মধুমিতা হালদার নামে একজন পরিচারিকার কাজ করতেন। আশালতা মূলত বৃদ্ধাকে দেখভালের জন্য নিযুক্ত হয়েছিলেন। এদিকে ঘটনার দিন অর্থাৎ শুক্রবার সকালে পরিচারিকা মধুমিতা হালদার অন্যান্য দিনের মতো এদিনও বাড়িতে কাজ করতে এসে দেখেন, ভিতর থেকে দরজা বন্ধ। অনেক ডাকাডাকিতেও সাড়া না দেওয়ায় তিনি জানালা দিয়ে বাড়িতে উঁকি দেন। তখনই তাঁর নজরে আসে সিঁড়ির কাছে বৃদ্ধার হাত-পা বাঁধা অবস্থায় পড়ে আছেন। এরপই মধুমিতা দেবী প্রতিবেশীদের খবর দেন, তারপর খবর যায় থানায়।

এদিকে পুলিশ সূত্রে খবর, আশালতা সর্দার গত ১৭ অগস্ট থেকে ওই বাড়িতে কাজ শুরু করেন। বৃহস্পতিবার ওই আয়াকে বাড়িতে ঢুকতে দেখা গিয়েছে সিসি ক্যামেরার ফুটেজে। তারপর থেকে বন্ধ সিসি ক্যামেরা। এদিকে পুলিশ আধিকারিকেরা সেন্টারে খোঁজ নিয়ে জানতে পারেন, ফর্ম ফিলাম করেই ওই সেন্টারে কাজ পান। সেখান থেকেই পুলিশ ওই আয়ার ছবি সংগ্রহ করে। এদিকে সিসিটিভ ফুটেজ খতিয়ে দেখা পুলিশ আধিকারিকেরা দেখতে পান, বৃহস্পতিবার সকাল ৭.১২তে সিসি ক্যামেরা বন্ধ হয়ে যায়। ১৭ অগস্ট প্রথম ওই আয়া আসেন, তারপর তিন দিন আর আসেননি। বৃহস্পতিবার আবার আসেন। আশালতার এই আসা যাওয়া থেকে পুলিশ আধিকারিকদের অনুমান, সকাল ৭ টা থেকে ৯ টার মধ্যেই খুন করা হয়েছে। বৃদ্ধার চারটে চুরি, দুটো কানের দুল ও তিনটি আংটিও খোওয়া গিয়েছে বলে পুলিশ জানতে পেরেছে।

## মুখ্যমন্ত্রীকে কটাক্ষ শমীকের

■ বিজেপির রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য শনিবার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে তীব্র আক্রমণ শানালেন। তাঁর কটাক্ষ, 'মুখ্যমন্ত্রী সব কিছুর কৃতিত্ব নিজের কাঁধে নিতে চান। কিন্তু মানুষকে এতটা মূর্খ ও অচেতন ভাবার কোনও কারণ নেই। রাজ্যের মানুষ ভালো করেই জানেন, উনি রেলমন্ত্রী থাকাকালীন একাধিক প্রকল্পের শিলান্যাস করেছেন। একটা শিলান্যাসের উপর আরেকটা শিলান্যাসের খেলা সবাই দেখেছে। মনে হয়েছিল, পশ্চিমবঙ্গ যেন আবার প্রস্তর যুগে ফিরে গেছে। তাই মানুষকে নির্বোধ ভাবা বন্ধ করুন।' রাজ্যের বেকারত্ব প্রসঙ্গেও কড়া ভাষায় আক্রমণ করেন শমীক। তাঁর অভিযোগ, 'এই রাজ্যে কোনও চাকরি নেই। বাংলার মেধা আজ ভিন রাজ্যে পালাচ্ছে। প্রায় সাড়ে তিন বছর আগেকার তথ্য অনুযায়ী, শুধু বেঙ্গালুরুতেই চোদ্দ লক্ষেরও বেশি বাঙালি কাজ করছেন। আজ সেই শহরের দ্বিতীয় কথ্য ভাষা হয়ে দাঁড়িয়েছে বাংলা।'

## বিক্ষোভ বাসিন্দাদের

■ টানা বৃষ্টির জেরে জলমগ্ন পানিহাটি পুরসভার ২৭ নম্বর ওয়ার্ডের দক্ষিণ সুভাষনগর এলাকা। অভিযোগ, বেহাল নিকাশির দরুন প্রতি বছর বর্ষাতে জল যন্ত্রণার শিকার হতে হয় দক্ষিণ সুভাষনগরের বাসিন্দাদের। অথচ উদাসীন পুর কর্তৃপক্ষ। মাসের পর মাস এলাকা জলমগ্ন থাকার অভিযোগ তুলে শনিবার জমা জলে দাঁড়িয়ে বিক্ষোভ দেখালেন স্থানীয় বাসিন্দারা। শুধু এলাকা জলমগ্ন নয়, নেতাজি বিদ্যামন্দির প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শ্রেণি কক্ষেও জল জমেছে। জলের ভেতরে চলছে খুদেদের পঠন-পাঠন। স্কুলের শিক্ষিকা দীপ্তি রায় জানান, জুলাই মাস থেকে স্কুলের চারপাশে জল জমেছে। শ্রেণি কক্ষেও জল জমেছে। ফলে স্কুল চালাতে তাদের খুব অসুবিধা হচ্ছে।

তিনি বলেন, স্কুলের আশেপাশে এবং স্কুলের ভেতরে জমাজল অপসারণ করলে ভালো হয়। প্রবীণ বাসিন্দা মন্টু পাল বলেন, বর্ষা নামতেই এলাকায় জল দাঁড়িয়ে গেছে। প্রতি বছর বর্ষাতে তাঁদের জল যন্ত্রণার শিকার হতে হচ্ছে।

## খাদ্য ভবনে বিক্ষোভ

■ পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকারি কর্মচারী ফেডারেশনের উদ্যোগে খাদ্য ভবনে গ্রুপ ডি কর্মীদের উন্নয়নমূলক পদোন্নতির দাবিতে এক বিশাল বিক্ষোভ অনুষ্ঠিত হয়। রাজ্যের প্রায় সমস্ত জেলার খাদ্য দপ্তরের প্রায় ৭০০ জন গ্রুপ ডি কর্মী এই বিক্ষোভে অংশগ্রহণ করেন। মূলত, দীর্ঘদিন ধরে গ্রুপ ডি কর্মীদের পদোন্নতির প্রক্রিয়া স্থগিত রয়েছে বলে অভিযোগ তুলেছেন কর্মীরা। তাঁদের দাবি, অবিলম্বে ন্যায্য প্রক্রিয়ার মাধ্যমে পদোন্নতির দেওয়া হোক। ফেডারেশনের মুখ্য নেতা সুবীর ঘোষ বলেন, অনেকদিন ধরেই গ্রুপ ডি কর্মীদের পদোন্নতি বন্ধ আছে। এই বিক্ষোভের মাধ্যমে আমরা তাঁদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। জানা গিয়েছে, এই দাবি নিয়ে ছয়টি আলাদা প্রস্তাব সরকারের কাছে পেশ করা হয়েছে। কর্মীদের ব্যাপক অসন্তোষ থাকায় বৃহত্তর আন্দোলনের হুঁশিয়ারি দেওয়া হয়েছে।

## বাইক চুরি চক্রের পান্ডা ধৃত

■ বেশ কয়েকদিন ধরেই নোয়াপাড়া থানার বিভিন্ন জায়গায় মোটর বাইক ও স্কুটি চুরির ঘটনা ঘটছিল। বাইক চুরির ঘটনায় জড়িতদের গ্রেপ্তারের জন্য বিভিন্ন জায়গায় তল্লাশি অভিযান চালায় নোয়াপাড়া থানার পুলিশ। বাইক চুরির ঘটনায় জড়িত থাকার অভিযোগে সাবির আলি ওরফে দত্ত নামে এক যুবককে পুলিশ পাকড়াও করেছে। সেই সঙ্গে পুলিশ ধৃতের কাছ থেকে দুটি চুরি যাওয়া মোটরবাইক উদ্ধার করেছে। পুলিশ জানিয়েছে, ধৃতকে নিজেদের হেপাজতে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করে বাইক চুরি চক্রে জড়িত বাকিদের খোঁজ চালানো হবে।

### নানা স্কিমের টোপ দিয়ে প্রতারণার অভিযোগ

# গ্রেপ্তার বেসরকারি ব্যাংকের ৫ আধিকারিক

**নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা:** প্রতারণা চক্রের সঙ্গে হাত মিলিয়ে গ্রাহকদের প্রতারণা করার অভিযোগ উঠল একটি বেসরকারি ব্যাংকের একাধিক আধিকারিকের বিরুদ্ধে। অভিযোগ পাওয়ার পরই তদন্তে নেমে ওয়েস্ট বেঙ্গল সাইবার বিভাগ ওই বেসরকারি ব্যাংকের পাঁচ আধিকারিককে গ্রেপ্তার করে।

গত ২৩ জুলাই বিধাননগর সাইবার ক্রাইম থানায় একটি অভিযোগ দায়ের করে এক বেসরকারি ব্যাংক কর্তৃপক্ষ। জানানো হয়, ব্যাংক ম্যানেজার পরিচয় দিয়ে তাদের গ্রাহকদের হোয়াটসঅ্যাপ কল, এসএমএস কিংবা ফোন করে কেওয়াইসি অসম্পূর্ণ আছে বলে জানানোর পাশাপাশি আরও তথ্য জানতে চাওয়া হয়। একইসঙ্গে গ্রাহকদের প্রলুব্ধ করে মোটা অঙ্কের ফিক্সড ডিপোজিট, জীবন বিমা বা অন্য বিমা পলিসিরও টোপ দেওয়া হয়। এভাবেই অনেকের কাছ থেকে তথ্য হাতিয়ে নেওয়া হয়েছে বলে অভিযোগ জানিয়েছে বেসরকারি ওই ব্যাংক কর্তৃপক্ষ। পাশাপাশি ওই বেসরকারি ব্যাংকের তরফ থেকে এও জানানো হয়, এভাবে ২ কোটি ৪৭ লক্ষ টাকার প্রতারণা হয়েছে।

এরপর এই আড়াই কোটি টাকা প্রতারণা-মামলার তদন্ত শুরু করে ওয়েস্ট বেঙ্গল সাইবার ক্রাইম বিভাগ। তদন্তে নেমে সর্ষের মধ্যেই ভূত খুঁজে পায় তারা। জানা যায়, ব্যাংকেরই বড়-বড় পদে থাকা ব্যক্তিরাই রয়েছে এই প্রতারণার নেপথ্যে। তাঁরাই প্রতারণার জাল বিছিয়েছেন। বাইরের প্রতারণা চক্রর সঙ্গে হাত মিলিয়ে গ্রাহকদের তথ্য হাতানোর কাজে লিপ্ত তাঁরা। এরপর গ্রেপ্তার করা হয় ওই বেসরকারি ব্যাংকের ৫ আধিকারিককে।

ধৃত ওই পাঁচজনকে এদিন বিধাননগর আদালতে তুলে ১০ দিনের জন্য নিজেদের হেপাজতে চেয়ে আবেদন জানায় সাইবার ক্রাইম বিভাগ। তবে বিচারক ৭ দিনের পুলিশি হেপাজতের নির্দেশ দেন। ধৃতদের জিজ্ঞাসা করে এই চক্রে আরও কারা জড়িত, তা জানার চেষ্টা করা হবে বলে তদন্তকারীরা জানিয়েছেন।

## বেলঘরিয়ায় মদ্যপানের প্রতিবাদ করায় আক্রান্ত অঙ্কন শিক্ষক, গ্রেপ্তার চার

**নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর:** প্রকাশ্যে মদ্যপানের প্রতিবাদ করায় আক্রান্ত অঙ্কন শিক্ষক। শনিবার সাতসকালে ঘটনাটি ঘটেছে বেলঘরিয়া থানার কামারহাটি পুরসভার ৩১ নম্বর ওয়ার্ডের নন্দননগরে। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, বেলঘরিয়ায় নন্দননগরের ঝিল পাড়ে বসে মদ্যপান করছিলেন কয়েকজন যুবক এবং এক যুবতী। প্রকাশ্যে মদ্যপান করতে দেখে প্রতিবাদ করেন অঙ্কন শিক্ষক নিরুপম পাল। অভিযোগ, প্রথমে মদ্যপের দল তাঁর মোটর বাইক ফেলে দেয়। তারপর অঙ্কন শিক্ষককে তাঁরা এলোপাথাড়ি পেটায়। এলাকার লোকজন ঘটনাস্থলে ছুটে এলে অভিযুক্তরা পালিয়ে যায়। ঘটনায় আতঙ্কিত অঙ্কন শিক্ষক ও তাঁর পরিবার। যদিও মারধরের সেই দৃশ্য সিসিটিভি ফুটেজে ধরা পড়েছে। আক্রান্ত শিক্ষকের পরিবারের তরফে বেলঘরিয়া থানায় অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। অভিযোগের ভিত্তিতে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে বেলঘরিয়া থানার পুলিশ। আক্রান্ত শিক্ষক নিরুপম পাল জানান, বৃহস্পতিবার এক আত্মীয়ের বাড়িতে তাঁর কালীপুজোর নিমন্ত্রণ ছিল। শনিবার সকাল ছ'টা নাগাদ তিনি সেখান থেকে নন্দননগরের বাড়িতে ফিরছিলেন। তাঁর অভিযোগ, রাস্তায় বসে সাত-আটজন ছেলে এবং একজন মেয়ে মদ্যপান করছিলেন। মদ্যপানের প্রতিবাদ করায় মদ্যপের দল তাঁকে বেধড়ক পেটায়। প্রতিবাদী অঙ্কন শিক্ষক আক্রান্তের ঘটনায় সোচ্চার এলাকাবাসী। পুলিশ জানিয়েছে, আক্রান্ত শিক্ষকের দাদা রতন পাল থানায় অভিযোগ দায়ের করেন। সেই অভিযোগের ভিত্তিতে সিসিটিভির ফুটেজ খতিয়ে দেখে নিমতার বাসিন্দা মন্দিরা মুখোপাধ্যায় নামে এক তরুণীকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। তাছাড়া নিমতার পাইক পাড়া থেকে পলাশ দাস এবং আরও দু'জন নাবালককে পাকড়াও করা হয়েছে।

# মীমাংসার নামে ডেকে এনে প্রেমিককে মারধর প্রেমিকার পরিবারের

## আক্রান্ত যুবক-সহ তাঁর মা

**নিজস্ব প্রতিবেদন, মহেশতলা:** প্রতিবেশী তরুণীর সঙ্গে সম্পর্ক মেনে নেয়নি তরুণীর পরিবার। এরপর মীমাংসার নাম করে ডেকে যুবককে বেধড়ক মারধর করা হয় বলেই অভিযোগ। ছেলেকে হামলার মুখ থেকে বাঁচাতে গিয়ে আক্রান্ত হন ওই যুবকের মা। যুবকের মাকে মারধর করেন তরুণীর তিন মামা। এই ঘটনায় মহেশতলা থানায় অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, মহেশতলা ১৮ নম্বর ওয়ার্ডের আকড়া বগা নোয়াপাড়ার ফাইভ স্টার ক্লাবের বাসিন্দা শেখ রাকিব। প্রতিবেশী একটি মেয়ের সঙ্গে প্রেমের সম্পর্ক গড়ে ওঠে। এরপর গত শুক্রবার দু'জনে বাড়ি ছেড়ে পালিয়ে যান। তরুণীর পরিবারের সদস্যরা খোঁজ নিয়ে জানতে পারেন রাকিবের সঙ্গেই পালিয়েছে তাঁদের বাড়ির মেয়ে। এরপর মেয়ের পরিবারের তরফ থেকে মহেশতলা থানায় মেয়ে নিখোঁজ হওয়ার ডায়েরি করা হয়। এরপর ছেলের পরিবার জানতে পেরে ছেলে ও মেয়েটিকে থানায় নিয়ে হাজির করে। যুবকের পরিবারের অভিযোগ, মেয়ের পরিবার কোনও কেস করেনি। আপোসে মীমাংসা করে নেয়। তরুণীকে তাঁর বাবা নিয়ে চলে যান। ঘটনার এক সপ্তাহ পরে শুক্রবার সকাল দশটা নাগাদ আচমকাই তরুণীর তিন মামা ওই যুবককে ডেকে পাঠান। একই পাড়ার ভিতরে যাতে কোনও সমস্যা না হয়, তার জন্য মীমাংসা করার নামে একটি ক্লাবঘরে ওই যুবককে ডাকা হয়। তাঁদের কথামতো ওই ক্লাবঘরে যুবক পৌঁছতেই চুলের মুঠি ধরে বেধড়ক মারধর করা হয় শেখ রাকিবকে। খবর পেয়ে ছেলেক বাঁচাতে দ্রুত ওই ক্লবঘরে পৌঁছন ছেলের মাও। এরপর তিনিও ওই তরুণীর তিন মামার রোষে পড়েন বলে অভিযোগ। এরপর মহেশতলা থানায় অভিযোগ জানান রাকিবের মা।

## অবৈধ অনুপ্রবেশ রুখতে এসআইআর আটকাতে চাইছেন মমতা? প্রশ্ন সুকান্তর

**নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা:** কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী তথা রাজ্য বিজেপির সভাপতি সুকান্ত মজুমদার শনিবার এক বিস্ফোরক অভিযোগ তুললেন। তাঁর দাবি, বাংলাদেশ সরকারের জাতীয় পরিচয়পত্র অনুযায়ী মোঃ আব্দুর রজ্জাক এবং দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার কুমারগঞ্জ বিধানসভার ১০১ নম্বর বুথের ভোটার রজ্জাক সরকার আসলে কি একই ব্যক্তি? তিনি বলেন, 'আজকের দিনে দাঁড়িয়ে জাতীয় নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করতে এবং স্বচ্ছ ভোটার তালিকা গড়ে তুলতে এই শনাক্তকরণ অত্যন্ত জরুরি।' এরপরেই সরাসরি তৃণমূল নেত্রীকে নিশানা করে সুকান্তর প্রশ্ন, 'এই জন্যই কি তৃণমূল কংগ্রেস এবং মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এসআইআর এর তীব্র বিরোধিতায় নেমেছেন?' তাঁর আরও হুঁশিয়ারি, 'মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে পুনরায় স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি, তিনি যতই বিরোধিতা করুন না কেন, কোনও অবৈধ অনুপ্রবেশকারী যাতে ২০২৬-এর বিধানসভা নির্বাচনে ভোট দিতে না পারে, তা দৃঢ়ভাবে সুনিশ্চিত করবে জাতীয় নির্বাচন কমিশন। জাতীয় নিরাপত্তা এবং পশ্চিমবঙ্গের বৈধ নাগরিকদের সুরক্ষা নিশ্চিত হবেই। ক্ষমতা থাকলে তিনি আটকে দেখান!'

## সম্পাদকীয়

# শহরের পরিবহণ মানচিত্রটাই বদলে দেবে মেট্রো

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির হাত ধরে তিলোত্তমার বুকে যাত্রা শুরু করল আরও তিনটি মেট্রো রুট। ইস্ট-ওয়েস্ট মেট্রোর শিয়ালদহ ও এসপ্ল্যানেড স্টেশন জুড়ে যেতেই গঙ্গাপারের হাওড়া ময়দান থেকে সল্টলেকের সেক্টর ফাইভও জুড়ে গেল পাতালপথে। সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হল, এবার থেকে কলকাতা বিমানবন্দরও চলে এল মেট্রো পথের আওতায়।একদিকে এয়ারপোর্ট থেকে মেট্রো পথে জুড়ল নোয়াপাড়া স্টেশন। আগামীদিনে এই পথই এয়ারপোর্ট হয়ে চলে যাবে বারাসত পর্যন্ত। অন্যদিকে এয়ারপোর্ট-নিউ গড়িয়া মেট্রে করিডর আরও কাছে চলে এল এয়ারপোর্টের। নিউ গড়িয়া বা কবি সুভাষ থেকে রুবি মোড় পর্যন্ত মেট্রো চালু ছিলই। এবার তা আরও বেড়ে বেলেঘাটা পর্যন্ত চলে এল। কর্তৃপক্ষের আশা খুব শিগগিরই বেলেঘাটা থেকে এয়ারপোর্ট অংশের কাজও শেষ হয়ে যাবে। সবমিলিয়ে কলকাতাকে ঘিরে যে মেট্রো গ্রিড তৈরির পরিকল্পনা করা হয়েছিল তার পুরোটাই বাস্তব রূপ পেতে চলেছে। এর সঙ্গে জোকা-বিবাদীবাগ রুটও আংশিক চালু হয়ে গিয়েছে। সবমিলিয়ে এ এক বিরাট কর্মযজ্ঞ। প্রধানমন্ত্রীর আনুষ্ঠানিক উদ্বোধনের পর সবচেয়ে খুশি এ শহরের আম জনতা। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, এভাবে মেট্রোর সম্প্রসারণের ফলে এ শহরের দীর্ঘদিনের পরিবহণ কাঠামো ও মানচিত্রটাই বদলে যাবে। এয়ারপোর্ট। ও হাওড়া, শিয়ালদহের মতো দুটি ব্যস্ততম টার্মিনাল স্টেশন জুড়ে যাওয়ায় যাত্রী পরিবহণে বিরাট পরিবর্তন ঘটবে। তবে এরমধ্যে কিছু আশঙ্কার কথাও উঠে আসছে। অনেকেই বলছেন, এর ফলে অনেক বাসরুট মার খাবে। সমস্যায় পড়বে অনেক অটোরুট। যাত্রীর অভাবে উঠেও যেতে পারে অনেক বাস বা অটো রুট। তাতে কিছু গরিব মানুষের রুজি রোজগারে টান পড়তে পারে। কিন্তু এই ব্যবস্থার কিছু উল্টোদিকও আছে। মেট্রো পথে জুড়ে যাওয়ায় একাধিক এলাকার কানেক্টিভিটি বাড়বে। লোকজন সহজে, কম সময়ে, কম খরচে পৌঁছাতে পারবেন। যার ছাপ পড়বে এলাকার উন্নয়নেও। ফলে একদিকে কিছু মানুষের যেমন সমস্যা হবে তেমনি অনেক নতুন বাস বা অটো রুট তৈরি হবে। বাড়বে অন্যান্য ব্যবসা, বাড়বে রুজি, রোজগারও।

## শব্দবাণ-৩৬৮

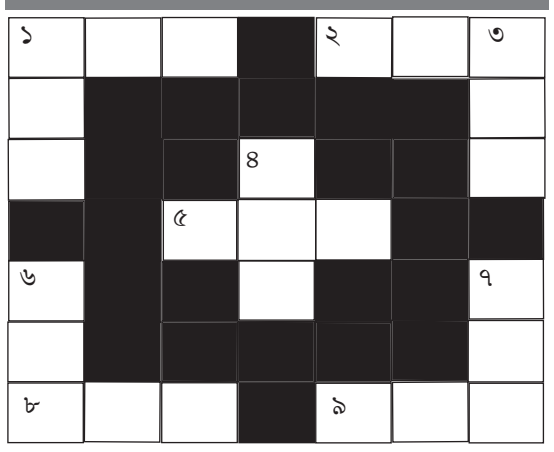

**শুভজ্যোতি রায়**

**সূত্র—পাশাপাশি:** ২. আধুনিক, এখনকার ৩. বিদেশি ৬. নির্দিষ্ট বা প্রয়োজনের সময় ৭. সেশন কোর্টের বিচারক।

**সূত্র—উপর-নীচ:** ১. ঈশ্বর, ভগবান ২. ক্রমাগত চেষ্টা ৪. শ্রীকৃষ্ণ ৫. প্রকৃত বা সঠিক তথ্যপূর্ণ।

**সমাধান: শব্দবাণ-৩৬৭**

**পাশাপাশি:** ১. জমাটি ২. দস্তুর ৫. আরোগ্য ৮. নিঘণ্টু ৯. কুলায়।
**উপর-নীচ:** ১. জম্পতি ৩. রফিক ৪. পুরোধা ৬. বউনি ৭. প্রণয়।

## জন্মদিন

### আজকের দিন

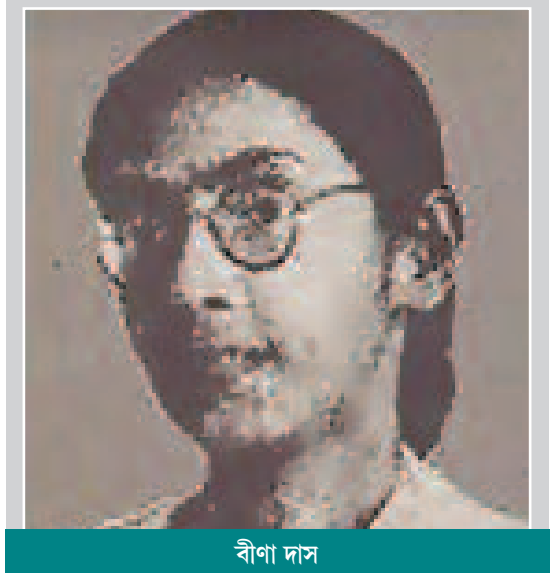

বীণা দাস

১৯১১ *বিশিষ্ট স্বাধীনতা সংগ্রামী বীণা দাসের জন্মদিন।*
১৯১৮ *বিশিষ্ট .রাজনীতিবিদ সিকান্দার বখতের জন্মদিন।*
১৯৪৭ *বিশিষ্ট চলচ্চিত্রাভিনেতা দুলাল লাহিড়ির জন্মদিন।*

# সন্তানশোকই কলিযুগে শঠতার প্রাপ্তি
## সে যে কাজে যতই খ্যাতনামা আর প্রভাবী হোক

**শুভজিৎ বসাক**

সৃষ্টির শুরু থেকেই যখন কোনো কাজ হবে তার আগে থেকে কিছু না কিছু আভাস মেলে। যেমন সূর্য হঠাৎ করে পূর্ব আকাশে ওঠে না বরং তার আলো আস্তে আস্তে আবেশ ছড়ায় এবং একসময়ে স্বপ্রতিভ পরিসরে উদয় হয় ঠিক সেভাবেই প্রতিটি কাজের সে ভালো বা মন্দ যাইই হোক তার সূচনার আভাস মেলে। সেরকম আভাস মিলেছিল কলিযুগ শুরু হওয়ার আগে দ্বাপর যুগে। কালচক্রে পুণ্য করা যেমন কাজ সেরকম পাপকেও কাজের এক্তিয়ারভুক্ত করেছে মানুষ। ফলস্বরূপ কলিযুগে পাপ করার অন্যতম প্রাপ্তি হল সন্তানশোক যা ধৃতরাষ্ট্র দ্বাপরে ভোগ করেছিলেন যা ছিল কলিযুগের সূচনার আভাস মাত্র।

পুরাণমতে, অর্জুনপৌত্র রাজা পরীক্ষিতের সাথে কলির যখন দেখা হয় সে নিজের পরিচয় দিতেই রাজা তাঁর রাজ্য থেকে তাকে বেরিয়ে যেতে নির্দেশ দেন কিন্তু কালের নিয়মকে অগ্রাহ্য করা হচ্ছে এই যুক্তি দেখিয়ে কলি রাজার থেকে চোরাই ধন-সম্পত্তি, জুয়ার ঠেক, অবৈধ ও একাধিক মহিলা সংসর্গযুক্ত মন এবং স্থান, রিপুর মধ্যে থাকার স্থান লাভ করলেও স্বল্প প্রাপ্তির জন্য কলি আক্ষেপ প্রকাশ করে এবং শেষে সোনার মধ্যে থাকার কথা আদায় করে নিলে তৎক্ষণাৎ কলি রাজার মাথায় থাকা সোনার মুকুটে প্রবেশ করে একপ্রকার পরীক্ষিতের হাত ধরে সরাসরি কলিযুগে সমস্ত মানুষের মধ্যে প্রবেশ করে। বর্তমান সময়ে মানুষের মধ্যে সীমাহীন রিপুর প্রবেশ করেছে, যেকোনও ক্ষেত্রেই জেগেছে ক্ষমতা দখলের তীব্র প্রবণতা। এরজন্য সে ক্রমশঃ নিজের মধ্যে লোকদেখানো ভালোমানুষী স্বভাব গড়ে তুলেছে যে মুখোশের আড়ালে ক্ষমতা কায়েমের স্বার্থ নিহিত রেখে চলে এবং পরে কেউ সেই মুখোশের আড়ালে থাকা কথা জানলে নিজে অসফল হয়ে ক্রূঢ়তার প্রকাশ ঘটায়। এতে অবশ্যই অসম্মানিত, আঘাতপ্রাপ্ত হয় অনেক যোগ্যতাধারী মানুষ আর ফলশ্রুতিতে কায়েমী স্বার্থের সেই মহিলা আর পুরুষ, সে জীবনে যতই খ্যাতনামা হোক তাদের প্রত্যেককে ভুগতে হয়, হচ্ছে এবং হবে সন্তানশোকে- যা কলিযুগের দুষ্কর্মের মূল প্রাপ্তি।

দ্বাপরের অন্তিম পর্যায়ে এসে মহাযোগী শ্রীকৃষ্ণ সূর্য ওঠার আগে আকাশ যেমন দীপ্তি ছড়ায় সেভাবেই কলির আগমনের মূল বার্তা যে সন্তানশোক সেই কথা স্পষ্ট অনুভব করে ধৃতরাষ্ট্রকে অনেক বুঝিয়েছিলেন যেন পান্ডবদের ভাগ বুঝিয়ে দেওয়া যায় কিন্তু অনড়, দাম্ভিক ধৃতরাষ্ট্র মান্যতা দেননি তাঁর কথাকে আর ফলতঃ তাঁর সমস্ত সন্তানের যুদ্ধক্ষেত্রে হত্যার খবর পেয়ে হতাশ হয়ে ভেঙ্গে পড়েছিলেন যেখান থেকে ঘুরে দাঁড়াতে পারেননি। কলিযুগে মানুষ যেমন রিপুর দাসত্বে বাঁধা পড়েছে একইসাথে পড়েছে মায়ার বাঁধনে বাঁধা। এই মায়াই মূলতঃ মানুষের মধ্যে অহং বোধের বিষ ছড়ায় যা ক্রমশঃ তাকে ধ্বংসের মুখোমুখি দাঁড় করায়। বলাইবাহুল্য, কলি কিন্তু স্বয়ং শনির প্রতিভূ, কলি আর মায়া দুইয়ে মিলে মানুষের মধ্যে স্থিরতা ও ধীরতার পরীক্ষা নেয়। মায়ার অদৃশ্যবলে মানুষ লোভ ও ক্ষমতাবলে যে প্রতিপত্তি অর্জন করে সে যে কর্মস্থলেই হোক, চায় তার অর্জিত ক্ষমতা-সম্পদে তার উত্তরসূরির ভাগ বজায় থাকুক অর্থাৎ সন্তানপ্রীতি তার অদেখা দুর্বলতা মনের মধ্যে ধৃতরাষ্ট্রের মত বেড়ে ওঠে।

কলিযুগের বিশেষত্ব হল মানুষ সহজেই তার আকাঙ্খার সবকিছু সহজে অধিকার করে অহংকারী হয়ে উঠবে যেখানে বুদ্ধির বালাই থাকবে না এবং সেই বশে অন্য যোগ্যকে সে সহজেই রীতিমতো অপদস্থ ও দুরমুশ করে উচ্চ পদমর্যাদা সম্পন্ন শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করে জীবনের মোক্ষম সময়ে উপস্থিত হয়ে সেই মহিলা বা পুরুষ যেইই হোক- চোখের সামনে দেখে সন্তানশোক অর্থাৎ প্রিয় সন্তানাদির মৃত্যু বা অপূরণীয় সর্বনাশ যা কালচক্রে নির্ধারিত হয়ে রয়েছে। এভাবেই তার অহংকারমস্থিত কায়েমী স্বার্থ গর্ভপাত করে তাকে অসংখ্য যোগ্য মানুষের অভিশাপে বিদ্ধ করে- এই বাস্তবকে অস্বীকার করে মানুষ চলতে চায়, আড়াল করার যোগ্যতা ঈশ্বর তাকে দেননি।

কলি যেহেতু স্বয়ং শনি তাই তাঁকে বিরত করতে কল্কি নিয়ে আসবেন সাতজন চিরঞ্জীবীকে যা বিগত তিন যুগে কখনও ঘটেনি যাঁরা প্রত্যেকে তিন যুগের যোগী পুরুষ এবং প্রত্যেকে তাঁদের যোগবলে বিরত করবেন কলিকে আবার বিস্তর সময়ের জন্য। যে অহংকারী মানুষ অন্যকে ছোট করে ভাবছে শঠতার সাথে দীর্ঘদিনের জন্য অধিকার কায়েম করছে, সে প্রতিদিন নিকটতর হচ্ছে সন্তানশোকের মুখোমুখি হওয়ার জন্য- রেহাই নেই কারও। প্রতিনিয়ত তার দিকে চেয়ে কলি হাসছে আর ক্রমশঃ আসছে- কলিযুগের এই সত্যিটা প্রকাশ্য হয়নি কখনও। অন্যের সন্তানকে ক্ষতি করার অভিশাপ পাচ্ছে প্রত্যেক পরিসরে কর্মরত প্রত্যেক অযোগ্য, অপদার্থ ক্ষমতালোভীর নিজের সন্তানেরা।

# দাভোলকারদের দমিয়ে রাখা যায় না

**প্রতাপচন্দ্র দাস**

নরেন্দ্র দাভোলকার (১ নভেম্বর, ১৯৪৫ , ২০ আগস্ট, ২০১৩)। ভারতবর্ষে কুসংস্কারবিরোধী আন্দোলন ও যুক্তিবাদ প্রসারের এক অগ্রগণ্য নাম। একজন চিকিৎসক হয়েও তিনি কেবল ব্যক্তিগত জীবন ও কর্মজীবনে থেমে থাকেননি, বরং সমাজের অন্ধকার দূর করার জন্য আজীবন সংগ্রাম করেছেন। মহারাষ্ট্র অন্ধশ্রদ্ধা নির্মূলন সমিতির প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি হিসেবে তিনি সমাজ থেকে অন্ধবিশ্বাস, ভণ্ডামি ও ধর্মীয় ব্যবসা উৎখাতের আন্দোলন গড়ে তোলেন। সেই আন্দোলনের ফলে দক্ষিণপন্থী হিন্দুত্ববাদী সংগঠনগুলি বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে, এবং শেষ পর্যন্ত ধর্মীয় মৌলবাদীদের হাতে ২০১৩ সালের ২০ আগস্ট পুনেতে তিনি আততায়ীর গুলিতে নিহত হন।

কিন্তু প্রশ্ন হলো;দাভোলকারকে খুন করে কি আন্দোলনকে থামানো গেছে? ইতিহাস বলে, কোনোদিনই যায়নি, কোনোদিনই যাবে না।

ভারতবর্ষে যুক্তিবাদ ও কুসংস্কার বিরোধী আন্দোলনের শেকড় বহু পুরোনো। রাজা রামমোহন রায় সতীদাহ প্রথা বন্ধ করতে গিয়ে কত গালি, কত হুমকি, কত ষড়যন্ত্রের শিকার হয়েছেন! ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর নারীদের শিক্ষা ও বিধবা-বিবাহের পক্ষে দাঁড়িয়ে অগণিত লাঞ্ছনা সহ্য করেছেন। অক্ষয়কুমার দত্ত, ডিরোজিও থেকে শুরু করে ভগৎ সিং পর্যন্ত অসংখ্য ব্যক্তিত্ব ধর্মীয় কুসংস্কার ও অন্ধবিশ্বাসের বিরুদ্ধে কলম ধরেছেন, আন্দোলন করেছেন। আজকের দিনে নরেন্দ্র দাভোলকার সেই ধারারই উত্তরসূরি। কিন্তু বিদ্যাসাগরের মতো মানুষকেও ভুলে গিয়েছে আমাদের সমাজ। নারীরা আজ যতোটা মুক্ত, তার পিছনে বিদ্যাসাগরের অবদান অমোঘ, অথচ তাঁকে মনে রাখে না অনেকে। ঠিক তেমনি, দাভোলকারের মতো মানুষকেও ভুলে যেতে বসেছে সমাজ। অথচ তাঁরাই আমাদের প্রকৃত দিশারি, প্রকৃত পথপ্রদর্শক।

ভারত নামক যে রাষ্ট্র সংবিধান অনুযায়ী ধর্মনিরপেক্ষ হওয়ার কথা, সেই রাষ্ট্রই আজ ধর্মের নামে তোষণ করছে। কোটি কোটি টাকা ব্যয় হচ্ছে মন্দির, পূজা, পুরোহিত,ইমাম ভাতায়, অথচ হাসপাতাল ও বিদ্যালয়ে পর্যাপ্ত বরাদ্দ নেই। ধর্মকে হাতিয়ার করে রাজনৈতিক দলগুলো ভোটব্যাঙ্ক তৈরি করছে। মৌলবাদীদের হাতে রাষ্ট্রীয় প্রশ্রয় থাকাতেই দাভোলকার, এম. এম. কালবুরগি, গোবিন্দ পানসারে, গৌরি লঙ্কেশের মতো যুক্তিবাদী চিন্তাবিদদের হত্যা সম্ভব হয়েছে। শুধু ভারতেই নয়, প্রতিবেশী বাংলাদেশেও মুক্তচিন্তার মানুষদের উপর মৌলবাদী সন্ত্রাস নামিয়ে আনা হচ্ছে। ব্লগার, লেখক, বিজ্ঞানমনস্ক তরুণদের হত্যা করা হচ্ছে। রাষ্ট্র সেখানে প্রায়শই নীরব দর্শক, কখনও বা মৌলবাদীদের সঙ্গে সরাসরি আঁতাত করছে। এর ফলে মৌলবাদীরা আরও বেপরোয়া হয়ে উঠছে।

আজও মানুষ অন্ধবিশ্বাসে ভোগে। জ্যোতিষের নামে প্রতারণা, অলৌকিক শক্তির নামে ব্যবসা, ধর্মগুরুর নামে ভণ্ডামি, রোগ নিরাময়ের নামে হাতুড়ে চিকিৎসা; এসব এখনও সমাজের গভীরে প্রোথিত। অশিক্ষা, দারিদ্র্য ও অজ্ঞতার সুযোগ নিয়ে এই ভণ্ড ধর্মব্যবসায়ীরা সমাজকে প্রতারিত করছে। দাভোলকারের মতো মানুষরা এই অচলায়তন ভাঙতে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন। কিন্তু একজন দাভোলকারকে হত্যা করলে কি আন্দোলন থেমে যায়? ইতিহাসের উত্তর;না। বরং প্রতিটি হত্যাই আরও নতুন দাভোলকার জন্ম দেয়। একজনকে থামিয়ে দিলে আরও দশজন উঠে দাঁড়ায়। কারণ যুক্তি, বিজ্ঞান, মুক্তচিন্তা;এগুলো কখনও গুলি বা ছুরির সামনে হার মানে না।

আজ আমাদের সামনে দুটি পথ; অন্ধকারে নিমজ্জিত থাকা, নাকি দাভোলকারের দেখানো আলোয় এগিয়ে চলা। বিজ্ঞানমনস্ক সমাজ গড়ে তুলতে স্কুল-কলেজ থেকেই কুসংস্কার বিরোধী শিক্ষার প্রচলন দরকার। ধর্মের নামে রাষ্ট্রীয় অনুদান বন্ধ করে জনগণের অর্থ স্বাস্থ্য, শিক্ষা, খাদ্য ও কর্মসংস্থানে ব্যয় করতে হবে। মৌলবাদীদের বিরুদ্ধে সামাজিক প্রতিরোধ গড়ে তুলতে হবে, যুক্তিবাদী ও মুক্তমনাদের ঐক্যবদ্ধ হতে হবে। দাভোলকারকে আমরা হয়তো অনেকেই স্মরণ করি, তাঁর জন্মদিনে কিংবা শহিদ দিবসে সামাজিক মাধ্যমে কিছু পোস্ট করি। কিন্তু প্রশ্ন হলো;আমরা কি তাঁর দেখানো কাজের অনুসরণে এগোচ্ছি? তাঁর আন্দোলনের মূল শক্তি ছিল কুসংস্কারের বিরুদ্ধে আইন প্রণয়ন, মানুষের বিজ্ঞানমনস্কতা গড়ে তোলা। মহারাষ্ট্রে তিনি অন্ধশ্রদ্ধা বিরোধী আইন বাস্তবায়নের জন্য লড়াই করেছেন, জীবন পর্যন্ত উৎসর্গ করেছেন। অথচ পশ্চিমবঙ্গে এমন আইন প্রণয়নের জন্য কি কোনও সমবেত দাবি উঠেছে? যদি দাভোলকারের মতো উদ্যোগ নিয়ে এগোনো যেতো, তবে পশ্চিমবঙ্গেও কুসংস্কার বিরোধী আইন হতো, সমাজ থেকে ভণ্ডামি, প্রতারণা, অলৌকিকতার নামে ব্যবসা অনেকটাই নিয়ন্ত্রণ করা যেতো। শুধু স্মৃতিচারণ করলে চলবে না, তাঁর লড়াইকে আমাদের জীবনের অংশ করতে হবে। সমাজ সংস্কারকরা আমাদের জন্য পথ দেখান, কিন্তু সেই পথ মাড়িয়ে চলার দায়িত্ব আমাদের। দাভোলকারের প্রকৃত শ্রদ্ধাঞ্জলি হবে; তাঁর অসমাপ্ত কাজগুলোকে আমাদের কাঁধে তুলে নেওয়া।

একজন দাভোলকারকে হত্যা করা সম্ভব, কিন্তু দাভোলকারদের দমিয়ে রাখা যায় না। ইতিহাস সাক্ষী; যুক্তি, বিজ্ঞান, মানবতা ও মুক্তচিন্তার যাত্রীরা হয়তো একে একে প্রাণ হারান, কিন্তু তাঁদের বপন করা বীজ চিরকাল অঙ্কুরিত হয়। সমাজের প্রতিটি কোণায় আলো জ্বালাতে আজ দরকার আরও অনেক দাভোলকার, আরও অনেক বিদ্যাসাগর, ডিরোজিও, ভগৎ সিং ও মুক্তচিন্তার যোদ্ধা। কারণ, যদি আমরা অন্ধকারকে জয়ী হতে দিই, তবে আগামী প্রজন্মের হাতে তুলে দেবো শুধু কুসংস্কার, প্রতারণা আর শোষণের পৃথিবী। কিন্তু দাভোলকারের আদর্শে এগোতে পারলে আমরা তাদের উপহার দিতে পারি এক বিজ্ঞানমনস্ক, যুক্তিবাদী ও শোষণমুক্ত পৃথিবী;যেখানে সত্য, যুক্তি আর মানবতাই হবে সর্বশ্রেষ্ঠ পথপ্রদর্শক।

# ‘বিভীষিকা বিভাজন’ চক্রান্তের দেশভাগ

**প্রদীপ মারিক**

দেশভাগের ভয়াবহ স্মরণ দিবস, বিভীষিকা বিভাজন দিবস। সমগ্র ভারতবাসী এই ১৪ ই আগস্ট পালন করে বিভীষিকা বিভাজন দিবস। ১৯৪৭ সালের ভারত ভাগের সময় ভুক্তভোগী এবং মানুষের দুর্ভোগকে স্মরণ করতে বিভাগীয় বিভাজন দিবস। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির ঘোষণার পর এই দিবস প্রথম ২০২১ সালে পালন করা হয়েছিল। ১৪ আগস্ট ২০২১, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি বলেছিলেন, ক্ষুব্বিভাজনের যন্ত্রণা কখনোই ভোলা যায় না। আমাদের লক্ষ লক্ষ বোন ও ভাই বাস্তুচ্যুত হয়েছিলেন এবং অনেকেই নির্বোধ ঘৃণা ও সহিংসতার কারণে প্রাণ হারিয়েছিলেন। আমাদের দিবস’ ই সামাজিক ভেদাভেদ দূর করে দেশবাসীকে একসুরে বেঁধে রাখতে সাহায্য করে। মোদি বলেছেন, ‘বিভাজন বিভীষিকা স্মৃতি দিবসে আমরা সেই অগণিত মানুষদের স্মরণ করি যাঁরা দেশভাগের ভয়াবহতার কারণে প্রভাবিত এবং ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। এই দিনটা তাঁদের সাহসের প্রতি শ্রদ্ধা জানানোর একটি দিন, যা মানুষের বিপদের মোকাবিলা করার শক্তিকেই চিত্রিত করে। দেশভাগের ফলে যাঁরা প্রভাবিত হয়েছিলেন, তাঁদের অনেকেই নিজের জীবনকে পুনর্গঠন করেন এবং বিপুল সাফল্য অর্জন করেন। দেশের ঐক্য ও ভ্রাতৃত্বের বন্ধনকে সর্বদা রক্ষা করার জন্য এবং দেশসেবার অঙ্গীকারকে পুনর্ব্যক্ত করার জন্য ১৪ অগস্ট না। বিজেপি প্রবীণদের স্মৃতি উস্কে দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে নবীনরাও জানাতে চায় দেশভাগের ঘটনা। এ প্রসঙ্গে শমীক ভট্টাচার্য বলেছেন, ‘‘আমরা শুধু ভোটের জন্য রাজনীতি করি না। ইতিহাস স্মরণ করা উচিত সব সমাজেরই। আর ভারতের ইতিহাসের সব চেয়ে অভিশপ্ত ঘটনা সম্পর্কে বর্তমান প্রজন্মের জানা উচিত। সেই ইতিহাস থেকে শিক্ষা নিয়েই সমাজ-সভ্যতার অগ্রগতি ঘটবে। না হলে সেই অন্ধকারতম ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটতে পারে।’’ ১৯৪৭ সালে দেশ ভাগের সময় লক্ষ লক্ষ যেসব মানুষ অসহনীয় পরিস্থিতির শিকার হয়েছেন, বিভাজন বিভীষিকা স্মরণ দিবসে নত মস্তকে তাঁদের স্মরণ করেছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী শ্রী অমিত শাহ। অমিত শাহ

জনগণের সংগ্রাম ও ত্যাগের স্মরণে, ১৪ আগস্ট দেশভাগের ভয়াবহতা স্মরণ দিবস হিসেবে পালিত হবে। বিভাজনের ভয়াবহতা স্মরণ দিবস আমাদের সামাজিক বিভাজন, বৈষম্যের বিষ দূর করার এবং একতা, সামাজিক সম্প্রীতি এবং মানব ক্ষমতায়নের চেতনাকে আরও শক্তিশালী করার প্রয়োজনীয়তার কথা স্মরণ করিয়ে দেয়।ক্ষু ভারত ভাগ হয়েছিল ধর্মীয় বিচ্ছিন্নতাবাদের ভিত্তিতে, যা অল-ইন্ডিয়া মুসলিম লীগ দাবি করেছিল , যারা এই ধারণা প্রচার করেছিল যে ভারতীয় মুসলিম এবং ভারতীয় হিন্দু দুটি ভিন্ন জাতি। স্বাধীনতা দিবসের ঠিক প্রাক্কালে দেশভাগের যন্ত্রণার ছবিটা প্রবীণ দের পাশাপাশি নবীনদের কেও জানতে হবে ‘বিভাজন বিভীষিকা স্মৃতি জেলায় জেলায় ‘বিভাজন বিভীষিকা’ দিবস পালন চায় রাজ্য বিজেপি। ইতিমধ্যেই সব জেলাকে এই মর্মে নির্দেশ পাঠিয়েছেন গেরুয়া শিবিরের রাজ্য নেতৃত্ব। ৭৯ তম স্বাধীনতা দিবস যেমন পালন করা হবে একই সঙ্গে দেশভাগের বিবর্ণ স্মৃতিও জানতে হবে। ৭৯ বছরে দেশভাগের সেই বেদনা এবং শরণার্থীদের দুর্ভোগের যন্ত্রণা স্মরণ করার জন্য বিভাজন-বিভীষিকা দিবস পালন করা দরকার। ভারতীয় জনতা পার্টি তো বটেই সঙ্ঘ পরিবার বরাবরই দেশভাগের জন্য কংগ্রেসকে দায়ী করে। এই বিভাজন বিভীষিকা দিবসের শপথ হোক, সামাজিক বিভাজন এবং অনৈক্যের বিষ ছুড়ে ফেলা। নতুন প্রজন্মের ভোটাররা অনেকেই সেই সময়ের কাহিনি জানে বলেছেন, ‘বিভাজন বিভীষিকা স্মরণ দিবসে আমি শ্রদ্ধা জানাই সেইসব মানুষকে, যাঁরা আমাদের ইতিহাসের সবচেয়ে কলঙ্কজনক অধ্যায়ে অমানুষিক যন্ত্রণা সহ্য করেছেন, প্রাণ হারিয়েছেন এবং ঘর ছাড়া হয়েছেন। যে দেশ নিজের ইতিহাসকে মনে রাখে, শুধুমাত্র সেই দেশই নিজের ভবিষ্যৎ গড়ে তুলতে পারে এবং শক্তিশালী হয়ে ওঠে। প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীজির নেতৃত্বে দেশ গঠনের যে কাজ শুরু হয়েছে, তাতে এই দিনটির উদযাপন একটি প্রধান কর্তব্যও। তদানীন্তন সময় কলুষিত রাজনীতির স্বীকার হয়েছিল লক্ষ লক্ষ মানুষরা। নতুন প্রজন্মকে জানতে হবে বিভীষিকা বিভাজন সম্বন্ধে, কারণ কংগ্রেসের নোংরা রাজনীতির শিকার হয়েছিল লক্ষ লক্ষ ভারতবাসী।

## লেখা পাঠান

**সময়োপযোগী উত্তর সম্পাদকীয় লেখা পাঠান। যে কোনও বিষয়ে আপনার মতামত বা অভিযোগ জানিয়ে পাঠান চিঠিপত্র। অবশ্যই Unicode-এ টাইপ করে পাঠাতে হবে।**

email : dailyekdin1@gmail.com

# ঝাড়গ্রামে সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে যোগ দিয়ে রাজ্য সরকারকে একহাত নিলেন শমীক



**নিজস্ব প্রতিবেদন, ঝাড়গ্রাম:** শনিবার বিজেপির ঝাড়গ্রাম জেলা সংগঠনের পক্ষ থেকে দলের রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্যকে সংবর্ধনা জানানোর একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল। সেই অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখার সময় রাজ্যের বর্তমান তৃণমূল সরকারের তীব্র সমালোচনা করেন শমীক ভট্টাচার্য বলেন, একটা রাজনৈতিক দল ক্ষমতায় এসে বলেছিল, আমরা কিছু করতে পারি বা না পারি একটা ভয় মুক্ত পরিবেশ দেবো। কোনও বাইক বাহিনী থাকবে না, থান কাপড় বিতরণ করা হবে না, কেউ পঞ্চায়েত প্রার্থীকে তুলে নিয়ে যাবে না। তাই, বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী ২০১১ সালে আমাদের সামনে হয়ে উঠেছিলেন স্বপ্নের মেঘ বালিকা। কিন্তু তিনি আজ শুধুই সাঁঝবাতির রূপ কথা, ঠাকুরমার ঝুলিতে পরিণত হয়েছেন।

তৃণমূল আজ কার্যত স্বীকার করে নিয়েছে, প্রাতিষ্ঠানিক রূপটাই হচ্ছে তৃণমূলের একমাত্র কর্মসূচি। একটা রাজনৈতিক দল প্রকাশ্য ঘোষণা করছে জো জিতা ওহি সিকান্দার। তাই, যেকোনও মূল্যে জিততে হবে, এই অভিনব মডেল উপস্থাপনা করেছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

শমীক ভট্টাচার্য বলেন, পশ্চিমবঙ্গের একটা প্রজন্মকে ধ্বংস করেছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। আগামী আরেকটা প্রজন্ম ধ্বংস হতে চলেছেন। জেনারেল কোটা থেকে ১০ শতাংশ কেটে তা ওবিসি কোটায় পরিণত করে উনি সংখ্যালঘুদের দিয়ে দেবেন। এই রাজনীতি ভারতবর্ষের আর কোথাও নেই।

বিজেপির রাজ্য সভাপতি বলেন, ঝাড়গ্রাম ও পশ্চিম মেদিনীপুরে বিপুল পরিমাণে ম্যাঙ্গানিজ পাওয়া গিয়েছে। পুরুলিয়াতেও প্রচুর খনিজ পদার্থ মাটির নীচে রয়েছে বলে জিওলজিক্যাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়া রিপোর্ট দিয়েছে। সেইসঙ্গে রানাঘাট ও অশোকনগরে বিপুল পরিমাণে তেল রয়েছে। যা তুললে রাজ্য হাজার হাজার কোটি টাকা রয়ালিটি পাবে। বিপুল পরিমাণ কর্মসংস্থান তৈরি হবে। এই সবে রাজ্য সরকার কোনও উৎসাহ দেখাচ্ছেন না।

মুখ্যমন্ত্রীকে নিয়ে কটাক্ষ করে বলেন, মৃত ব্যক্তিদের নাম ভোটার লিস্টে রাখতে মরিয়া হয়ে উঠেছেন। শমীক ভট্টাচার্যের বাবা মা মারা যাবার পরেও গতবার এসে ভোট দিয়ে গিয়েছেন।

শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসুর বাবা বহুদিন আগে মারা গিয়েছেন। অথচ তার নাম এখনও ভোটার লিস্টে রয়েছে। মৃত ভোটাররা ওপর থেকে যাতে আর নীচে নেমে আসতে না পারে সেটা দায়িত্ব নিয়ে দেখতে হবে আমাদের কর্মীদের।

বাংলাদেশের বর্তমান পরিস্থিতি ব্যাখ্যা করে শমীক ভট্টাচার্য বলেন, আমাদের লড়াই মুসলমানের বিরুদ্ধে নয়। ধর্মান্ধতা ও সমস্ত ধরনের রাজনৈতিক আগ্রাসনের বিরুদ্ধে। ৩০ শতাংশ মুসলিম ভোটের ওপর যারা ভাবছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ক্ষমতায় ফিরবেন তাদের বলুন অসমে ৪০ শতাংশ সংখ্যালঘু ভোট সত্ত্বেও বিজেপি ক্ষমতায় এসেছে। এ রাজ্যের বর্তমান পরিস্থিতি হল মরছে তৃণমূল মারছে তৃণমূল। মরছে মুসলমান মারছে মুসলমান। তৃণমূল মনে করছে তারা রাজ্যটাকে ইসলামিক রিপাবলিক বানিয়ে দেবে।

এ রাজ্যের কর্মসংস্থান প্রসঙ্গে তিনি বলেন, বাংলায় লেখাপড়া করে কেউ ইঞ্জিনিয়ার হলে সল্টলেকে ১৮ হাজার টাকার চাকরি পান আইটি মজদুর হিসেবে। লেখাপড়া কম জানলে ভারতবর্ষের বিভিন্ন জায়গায় পরিযায়ী শ্রমিক।

পাড়ায় পাড়ায় কুড়ি লাখ প্রসঙ্গে বিজেপির রাজ্য সভাপতি বলেন, এই প্রকল্পে তৃণমূলের কর্মী খুন বাড়বে। টাকার ওপর দখলদারিকে রাখবে তা নিয়ে খুন খারাপি চলবে। গত তিন বছরে পশ্চিমবঙ্গের যত খুন হয়েছে তার ৯৮ শতাংশ তৃণমূল মরেছে। তৃণমূল মেরেছে তৃণমূলকে। এদের কেউ বিজেপির বিরুদ্ধে কোনও অভিযোগ করেনি।

৯৮ শতাংশ মৃতের মধ্যে ৯০ শতাংশ সংখ্যালঘু। এদের ১০০ শতাংশেরই দাবি, সিবিআই তদন্ত চাই। তাদের অভিযোগের তির বিজেপির দিকে নয়, তৃণমূলের দিকে। এদিন বিভিন্ন রাজনৈতিক দল থেকে বেশ কয়েকজন বিজেপিতে যোগদান করেন।


**সার্কেল অফিস মুর্শিদাবাদ, ২৬/১১ শহীদ সূর্য সেন রোডপোস্ট- বহরমপুর, জেলা- মুর্শিদাবাদ, (পঃবঃ),**

**সংশোধনী**

গত ইংরাজি ২৩.০৮.২০২৫ তারিখে এই সংবাদপত্রে প্রকাশিত দখল বিজ্ঞপ্তি বিজ্ঞাপনে শাখার নাম "সার্কেল সস্ত্র মুর্শিদাবাদ" এর পরিবর্তে **"সার্কেল অফিস মুর্শিদাবাদ"** পড়তে হবে। বাকি অন্যান্য বিষয় অপরিবর্তিত থাকবে। ছাপাগত ত্রুটির জন্য দুঃখিত।

**OFFICE OF THE BOARD OF COUNCILLORS OF RANAGHAT MUNICIPALITY RANAGHAT, NADIA**

**NOTICE INVITING E-TENDER**

**Memo. No. 1290/RM, Date - 23.08.2025 Tender Ref No : WBMAD/ULB/RM/NIT-8e/2025-26/SL1 & SL2, Tender ID: 2025_MAD_894177_1 & 2, Name of the work:** Renovation of Intake Jetty, Substation building, Water Treatment Plant & electrical work of Water Treatment Plant under Ranaghat Municipality. **Last Date Submission of Bid: 06.09.2025**

**Memo. No. 1291/RM, Date - 23.08.2025, Tender Ref No : WBMAD/ULB/RM/NIT-9e/2025-26/SL 1 to SL5, Tender ID : 2025_MAD_894193_1 to 5 Name of the work:** Construction & repairing different works in different wards (5 nos) within Ranaghat Municipality under. **Last Date Submission of Bid: 01.09.2025.** Intending bidders may download tender documents and all other Terms and Conditions from the website **https://www.wbtenders.gov.in**

**Sd/- Chairman Ranaghat Municipality**

# MINOLTA FINANCE LIMITED

**Corporate Identity Number:** L65921WB1993PLC057502
**Corporate Office:** Office No 2 Plot No 36, Pushpa Park Daftary Road No.3, Opp. St. Joseph High School, Malad East, Mumbai, India, 400097 | Phone: 022 40751504 | **Email:** minoltafinance@gmail.com | **Website:** www.minoltafinance.co.in

## NOTICE FOR 33rd ANNUAL GENERAL MEETING

**To,**
**The Members,**
**MINOLTA FINANCE LIMITED**

Notice is hereby given that:

1. The 33rd Annual General Meeting (AGM) of the members of Minolta Finance Limited (the 'Company') will be held on Friday, September 19, 2025 at 11:00 A.M. IST through Video Conferencing/Other Audio Visual Means (VC). In compliance with General Circular numbers 20/2020, 14/2020, 17/2020, 02/2021, 02/2022, 10/2022 and 09/2023 issued by the Ministry of Corporate Affairs (MCA) and Circular number SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79, SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2021/11,SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2022/62,SEBI/HO/CFD/POD-2/P/CIR/2023/4 and SEBI/HO/CFD/CFD-POD- 2/P/CIR/2023/167 issued by the Securities and Exchange Board of India (SEBI) (hereinafter collectively referred to as 'Circulars"), companies are allowed to hold AGMs through VC, without the physical presence of members at a common venue. Hence, the AGM of the Company is being held through VC to transact the business/(es) as set forth in the Notice of the AGM dated August 22, 2025.
2. In compliance with the Circulars, electronic copies of the Notice of the AGM and Annual Report 2024-25 have been sent to all the members whose email IDs are registered with the Depository Participant(s). These documents are also available on the website of the Company at, **www.minoltafinance.co.in**, on the websites of BSE at **www.bseindia.com** and on the website of website of NSDL **https://www.evoting.nsdl.com**. The dispatch of Notice of the AGM through emails has been completed on August 22, 2025.
3. The Register of Members and Share Transfer Books of the Company will remain closed from Friday, September, 12, 2025 to Thursday September, 18, 2025 (both days inclusive) for the purpose of the AGM.
4. Members holding shares either in physical form or dematerialized form, as on the cut-off date i.e. Thursday, September 11, 2025 may cast their votes electronically on the business/(es) as set forth in the Notice of the AGM through the electronic voting system of NSDL ('remote e-voting'). Members are hereby informed that:
   i. The business/ (es) as set forth in the Notice of the AGM may be transacted through remote e-voting or e-voting system at the AGM;
   ii. The cut-off date for determining the eligibility to vote by remote e-voting or by e-voting system at the AGM shall be Thursday, September 11, 2025
   iii. The remote e-voting shall commence on Sunday September 14, 2025 (9:00 a.m. IST);
   iv. The remote e-voting shall end on Thursday, 18 September, 2025 (5:00 p.m. IST), thereafter e-voting module will be disabled;
5. Any person holding shares in physical form and non-individual Members, who acquire shares of the Company and becomes a Member of the Company after dispatch of the Notice and holding shares as of the cut-off date, i.e. Thursday September 11, 2025, may obtain the login ID and password by sending a request at evoting@nsdl.com or the Company/RTA. The facility for e-voting, shall also be made available to members attending the AGM through VC/OAVM, who have not already cast their vote by remote e-voting through the NSDL portal.
6. Members may note that: (i) once the vote on a resolution is cast by member, member shall not be allowed to change it subsequently; ii) The facility for voting will also be made available during the AGM, and those members present in the AGM through VC facility, who have not cast their vote on the resolutions through remote e-voting and are otherwise not barred from doing so, shall be eligible to vote through the e-voting system during the AGM. iii) The members who have cast their votes by remote e-voting prior to the AGM may also attend the AGM but shall not be entitled to cast their votes again; and iv) Only persons whose name is recorded in the register of members or in the register of beneficial owners maintained by the depositories as on the cut-off date shall be entitled to avail the facility of remote e-voting or e-voting at the AGM;
7. The manner of voting remotely for members holding shares in dematerialized mode, physical mode and for members who have not registered their email addresses is provided in the Notice of the AGM. The details will also be made available on the website of the Company. Members are requested to visit https://www.minoltafinance.co.in/ to obtain such details;
8. The detailed procedure and Instructions on remote e-voting are provided in the notes of the Notice of the AGM and same can be accessed on the website of the Company's at www.minoltafinance.co.in website of the BSE Limited at www.bseindia.com and on the website of NSDL at www.evoting.nsdl.com. Members facing any technical issue in login before/during the AGM can contact NSDL helpdesk by sending a request at evoting@nsdl.com or call at 022 - 4886 7000.
9. Members who would like to express their views during the AGM may register themselves as a speaker by sending their request from their registered email mentioning their name, DP ID and Client ID/ folio number, PAN, mobile number at: **minoltafinance@gmail.com** on or before September 18, 2025 (05.00 P.M. IST). The Company reserves the right to restrict the number of questions and number of speakers, as appropriate for smooth conduct of the AGM.
10. All grievances connected with the facility for voting by electronic means may be addressed to Mr. Suketh Shetty, Assistant Manager, (NSDL.) National Securities Depository Limited, A Wing, 25 Floor, Marathon Futurex, Mafatlal Mill Compounds, NM Joshi Marg, Lower Parel (East), Mumbai-400013 or send an email to helpdesk.evoting@nsdl.com or call at toll free no. 022 - 4886 7000.
11. The Register of Members and the Share Transfer Books of the Company shall remain closed from Friday, September, 12, 2025 to Thursday September, 18, 2025 (both day inclusive) for the purpose of 33rd AGM and eligibility to participate in distribution of Dividend for the Financial Year 2024-25, if approved at this AGM.

By order of the Board of Directors
**Sd/-**
**Shefali Gupta**
**Company Secretary**
**Membership no: 76128**

**Place:** Kolkata
**Dated:** August 23, 2025

**SBI** স্ট্রেসড অ্যাসেটস ম্যানেজমেন্ট ব্রাঞ্চ II, কলকাতা
'জীবনদীপ বিল্ডিং' ১১তম তল, ১, মিডলটন স্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০০৭১
ইমেল : sbi.18192@sbi.co.in

**ই-নিলাম নোটিশ**

অনুমোদিত অফিসারের বিস্তারিত : নাম : সুরেশ চন্দ্র পাণ্ডা, ইমেল আইডি : sbi.18192@sbi.co.in, মোবাইল নং : ৯৮১০৫৬২৮০৩

পরিশিষ্ট - IV-A [রুল ৮(৬) সংস্থান দ্রষ্টব্য]
স্থাবর সম্পদ বিক্রির জন্য বিক্রয় নোটিশ
২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন তৎসহ পঠিত ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮(৬) সংস্থান অধীনে স্থাবর সম্পদ বিক্রয় নিমিত্ত ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ

**ই-নিলামের তারিখ এবং সময় ঃ তারিখ ঃ ১০.০৯.২০২৫**
**সময় ঃ বেলা ১২টা থেকে বিকেল ৪টে পর্যন্ত ১০ মিনিটের অসীমায়িত সম্প্রসারণ প্রতিটি ডাকের জন্য সহ**

এতদ্বারা সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতা(গণ) এবং জামিনদাতা(গণ) কে বিশেষভাবে অবগত করা হচ্ছে জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট নিম্নোক্ত বন্ধকদত্ত/দায়বদ্ধ স্থাবর সম্পত্তি যা স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া জামিন অধীনে ঋণদাতার অনুমোদিত অফিসার কর্তৃক **কার্যকরী দখলীকৃত** ১০.০৯.২০২৫ তারিখে **'যেখানে যেমন আছে', যেখানে যা আছে' এবং 'যেখানে যে অবস্থায় আছে'** বিক্রি করা হবে **৫৮,৫৫,৮১,২৭৪.০০ টাকা (আটান্ন কোটি পঞ্চান্ন লাখ একাশি হাজার দুশো চুয়াত্তর টাকা)** টাকা এবং **২৭.০৩.২০২৩ দাবি নোটিশ অনুযায়ী** এবং পরবর্তী সুদ, চার্জ, ব্যয় সহ জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বকেয়া আদায় করা হবে ঋণগ্রহীতা **মেসার্স পূজা টাইলস অ্যান্ড স্যানিটারি প্রা. লি. (ঋণগ্রহীতা) এবং মনোজ কুমার গয়াল, পূজা গয়াল (জামিনদাতাগণ)** কাছ থেকে।

| ক্রম | জ্ঞাত দায়বদ্ধতা সহ স্থাবর সম্পত্তির সংক্ষিপ্ত বিবরণ, যদি কিছু থাকে | ই-নিলামের বিস্তারিত |
|---|---|---|
| ১ | **অংশ ১ :** সংশ্লিষ্ট সকল অংশ প্লট দাগ নং ৮০৮ (২ কাঠা ২ ল্যাচেস), ৮০৯ (২ কাঠা ৮ ল্যাচেস) উভয়ই কেপি পাট্টা নং ৬৭, অবস্থিত ব্রহ্মপুত্র ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্ক, গৌরীপুর, রাজস্ব গ্রাম : সিলা, মৌজা : সিলা সেন্দুরী ঘোপা, জেলা : কামরূপ (রুরাল), গুয়াহাটি : ৭৮১০৬১, অসম, পরিমাপ মোট এরিয়া : ৪ কাঠা ১০ ল্যাচেস। **বিক্রয় দলিল নং ১৪৪৯/২০১৪, সম্পত্তি শ্রী মনোজ কুমার গয়াল এর নামে।** **অংশ ২ :** সংশ্লিষ্ট সকল অংশ বাণিজ্যিক প্লট দাগ নং ৮১৫, কেপি পাট্টা নং ৯৮, অবস্থিত ব্রহ্মপুত্র ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্ক, গৌরীপুর, রাজস্ব গ্রাম : সিলা, মৌজা : সিলা সেন্দুরী ঘোপা, জেলা : কামরূপ (রুরাল), গুয়াহাটি, ৭৮১০৬১, অসম, পরিমাপ মোট এরিয়া : ১ কাঠা ১৪ ল্যাচেস, **বিক্রয় দলিল নং ১৪৫০/২০১৪, সম্পত্তি শ্রী মনোজ কুমার গয়াল এর নামে।** **অংশ ৩ :** সংশ্লিষ্ট সকল অংশ বাণিজ্যিক প্লট জমির দাগ নং ৮০৭ (৩ কাঠা ৩ ল্যাচেস), ৮১১ (৩ কাঠা ১০ ল্যাচেস) উভয়ই কেপি পাট্টা নং ১৮৭, অবস্থিত ব্রহ্মপুত্র ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্ক, গৌরীপুর, রাজস্ব গ্রাম : সিলা, মৌজা : সিলা সেন্দুরী ঘোপ, জেলা : কামরূপ (রুরাল), গুয়াহাটি, ৭৮১০৬১, অসম, পরিমাপ মোট এরিয়া : ১ বিঘা ৩ ল্যাচেস। **বিক্রয় দলিল নং ১৪৪৮/২০১৪, সম্পত্তি শ্রী মনোজ কুমার গয়াল এর নামে।** | ১. সংরক্ষিত মূল্য : ৫৩,৯০,০০,০০০ টাকা<br>২. ইএমডি : ৫,৩৯,০০,০০০ টাকা<br>৩. ডাক বৃদ্ধির পরিমাণ : ৫,০০,০০০ টাকা<br>৪. দায়বদ্ধতার বিস্তারিত : সোসাইটি বকেয়া, বিদ্যুৎ, হোল্ডিং কর ইত্যাদি।<br>৫. পর্যবেক্ষণের তারিখ এবং সময় : ০২.০৯.২০২৫ সকাল ১১টা থেকে দুপুর ৩টে পর্যন্ত<br>দখলের ধরণ : প্রতীকী দখলীকৃত |

বিক্রয়ের বিশদ নিয়ম এবং শর্তাবলীর জন্য, অনুগ্রহ করে স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, সিকিউরড ক্রেডিটরের ওয়েবসাইট www.sbi.co.in এবং নির্দিষ্ট ই-নিলামের জন্য নির্দিষ্ট লিঙ্কে দেওয়া লিঙ্কটি দেখুন https://baanknet.com/eauction-psb/x-login

তারিখ ঃ ২৪.০৮.২০২৫
স্থান ঃ কলকাতা
সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে কোনও বিতর্কের সৃষ্টি হলে ইংরাজি মাধ্যমকেই সঠিক গণ্য করতে হবে
অনুমোদিত অফিসার স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

**SBI** স্ট্রেসড অ্যাসেটস ম্যানেজমেন্ট ব্রাঞ্চ II, কলকাতা
'জীবনদীপ বিল্ডিং' ১১তম তল, ১, মিডলটন স্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০০৭১
ইমেল : sbi.18192@sbi.co.in

**ই-নিলাম নোটিশ**

অনুমোদিত অফিসারের বিস্তারিত : নাম : সুরেশ চন্দ্র পাণ্ডা, ইমেল আইডি : sbi.18192@sbi.co.in, মোবাইল নং : ৯৮১০৫৬২৮০৩

পরিশিষ্ট - IV-A [রুল ৮(৬) সংস্থান দ্রষ্টব্য]
স্থাবর সম্পদ বিক্রির জন্য বিক্রয় নোটিশ
২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন তৎসহ পঠিত ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮(৬) সংস্থান অধীনে স্থাবর সম্পদ বিক্রয় নিমিত্ত ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ

**ই-নিলামের তারিখ এবং সময় ঃ তারিখ ঃ ১০.০৯.২০২৫**
**সময় ঃ বেলা ১২টা থেকে বিকেল ৪টে পর্যন্ত ১০ মিনিটের অসীমায়িত সম্প্রসারণ প্রতিটি ডাকের জন্য সহ**

এতদ্বারা সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতা(গণ) এবং জামিনদাতা(গণ) কে বিশেষভাবে অবগত করা হচ্ছে জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট নিম্নোক্ত বন্ধকদত্ত/দায়বদ্ধ স্থাবর সম্পত্তি যা স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া জামিন অধীনে ঋণদাতার অনুমোদিত অফিসার কর্তৃক **কার্যকরী দখলীকৃত** ১০.০৯.২০২৫ তারিখে **'যেখানে যেমন আছে', যেখানে যা আছে' এবং 'যেখানে যে অবস্থায় আছে'** বিক্রি করা হবে **৫৮,৫৫,৮১,২৭৪.০০ টাকা (আটান্ন কোটি পঞ্চান্ন লাখ একাশি হাজার দুশো চুয়াত্তর টাকা)** টাকা এবং **২৭.০৩.২০২৩ দাবি নোটিশ অনুযায়ী** এবং পরবর্তী সুদ, চার্জ, ব্যয় সহ জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বকেয়া আদায় করা হবে ঋণগ্রহীতা **মেসার্স পূজা টাইলস অ্যান্ড স্যানিটারি প্রা. লি. (ঋণগ্রহীতা) এবং মনোজ কুমার গয়াল, পূজা গয়াল (জামিনদাতাগণ)** কাছ থেকে।

| ক্রম | জ্ঞাত দায়বদ্ধতা সহ স্থাবর সম্পত্তির সংক্ষিপ্ত বিবরণ, যদি কিছু থাকে | ই-নিলামের বিস্তারিত |
|---|---|---|
| ১ | ১. সংশ্লিষ্ট সকল অংশ বসবাসের ফ্ল্যাট নং ১এ, অবস্থিত দোতলায় আর আর রেসিডেন্সি, কে সি রোড, ছত্রীবাড়ি, গুয়াহাটি, ৭৮১০০১, (শহর), পরিমাপ মোট এরিয়া : ১৬৭৬.৮৩ বর্গফুট এবং পার্কিং স্পেস ৩(তিন) গাড়ির জন্য একতলায় এবং অবিভক্ত অবিচ্ছেদ্য ১/১০ম অংশ তপশিল জমির সমপরিমাপ ৪.১ ল্যাচেস জমির পরিমাপ ২ কাঠা ১ ল্যাচেস, দাগ নং ১০৫২, কে পি পাট্টা নং ৫৫৮-শহর গুয়াহাটি, অংশ ২, মৌজা : গুয়াহাটি, জেলা : কামরূপ (মেট্রো), অসম, **বিক্রয় দলিল নং ৯২৬/২০১১, সম্পত্তি শ্রী মনোজ কুমার গয়াল এর নামে।** | ১. সংরক্ষিত মূল্য : ১,৩৮,০০,০০০ টাকা<br>২. ইএমডি : ১৩,৮০,০০০ টাকা<br>৩. ডাক বৃদ্ধির পরিমাণ : ১,০০,০০০ টাকা<br>৪. দায়বদ্ধতার বিস্তারিত : সোসাইটি বকেয়া, বিদ্যুৎ, হোল্ডিং কর ইত্যাদি।<br>৫. পর্যবেক্ষণের তারিখ এবং সময় : ০২.০৯.২০২৫ সকাল ১১টা থেকে দুপুর ৩টে পর্যন্ত<br>দখলের ধরণ : স্বত্ব দখলীকৃত |
| ২ | ২. সংশ্লিষ্ট সকল অংশ বাণিজ্যিক স্পেস/ইউনিট নং ১সি, ২য়তলে, বালাজি পয়েন্ট, আথগাঁও, গুয়াহাটি, ৭৮১০০১, (আরবান), সুপার বিল্ট আপ এরিয়া পরিমাপ ৭৭৫ বর্গফুট এবং এক কার পার্কিং স্পেস এবং অবিভক্ত সম্পত্তির যথাযথ ভাগ অংশ জমির পরিমাপ ০.২৭ একর, জমির পরিমাপ ২ কাঠা ১০ ল্যাচেস, দাগ নং ৫৫৫- কেপি পাট্টা নং ১৪৫, গ্রাম - শহর গুয়াহাটি, অংশ-১, আথগাঁও, মৌজা : গুয়াহাটি, জেলা : কামরূপ (মেট্রো), অসম, **বিক্রয় দলিল নং ৬৪৫/২০১৪, সম্পত্তি শ্রী মনোজ কুমার গয়ালের নামে।** | ১. সংরক্ষিত মূল্য : ১,০৫,০০,০০০ টাকা<br>২. ইএমডি : ১০,৫০,০০০ টাকা<br>৩. ডাক বৃদ্ধির পরিমাণ : ১,০০,০০০ টাকা<br>৪. দায়বদ্ধতার বিস্তারিত : সোসাইটি বকেয়া, বিদ্যুৎ, হোল্ডিং কর ইত্যাদি।<br>৫. পর্যবেক্ষণের তারিখ এবং সময় : ০২.০৯.২০২৫ সকাল ১১টা থেকে দুপুর ৩টে পর্যন্ত<br>দখলের ধরণ : স্বত্ব দখলীকৃত |
| ৩ | ৩.সংশ্লিষ্ট সকল অংশ বসবাসের ফ্ল্যাট নং ১ ডি২ এবং ১এফ অবস্থিত ২য়তলে, দ্য কোহিনুর রেসিডেন্সি, ভগদত্তপুর,কাহিলীপাড়া, গুয়াহাটি, ৭৮১০১৯, (আরবান), পরিমাপ মোট এরিয়া : ১৫৮৬.৬৫ বর্গফুট (কার্পেট এরিয়া) সম্পত্তির যথাযথ ভাগ অংশ জমির পরিমাপ ৪.৫ ল্যাচেস কমবেশি জমির পরিমাপ ১৭.২৬ একর, সমপরিমাপ ১ বিঘা ১ কাঠা ৯ ল্যাচেস, দাগ নং ৪৭৫(পুরানো), ২৫৯০ (নতুন) কেপি পাট্টা নং ৭/১১০ (পুরানো) ১৩৯ (নতুন) গ্রাম উদালবাকরা, মৌজা : বেলতলা, জেলা : কামরূপ (মেট্রো), অসম, **বিক্রয় দলিল নং ৫০২/২০১০, সম্পত্তি শ্রী মনোজ কুমার গয়াল এর নামে।** | ১. সংরক্ষিত মূল্য : ৯৯,০০,০০০ টাকা<br>২. ইএমডি : ৯,৯০,০০০ টাকা<br>৩. ডাক বৃদ্ধির পরিমাণ : ১,০০,০০০ টাকা<br>৪. দায়বদ্ধতার বিস্তারিত : সোসাইটি বকেয়া, বিদ্যুৎ, হোল্ডিং কর ইত্যাদি।<br>৫. পর্যবেক্ষণের তারিখ এবং সময় : ০২.০৯.২০২৫ সকাল ১১টা থেকে দুপুর ৩টে পর্যন্ত<br>দখলের ধরণ : স্বত্ব দখলীকৃত |
| ৪ | ৪. সংশ্লিষ্ট সকল অংশ বসবাসের ফ্ল্যাট নং এফ (ডুপ্লেক্স), গ্রিন ভ্যালি অ্যাপার্টমেন্টস, ব্লক ৭, ভানুনগর, আপার শিলিগুড়ি, ৭৩৪০০১, (আরবান), পরিমাপ আনুমানিক ১৫২১ বর্গফুট (সুপার বিল্ট আপ এরিয়া) দেতলায় এবং ৮১৪ বর্গফুট (সুপার বিল্ট আপ এরিয়া) একতলায়, মোট এরিয়া ২৩৩৫ বর্গফুট (এসবিইউ) এবং এক কার পার্কিং স্পেস একতলায় এবং অবিভক্ত যথাযথ ভাগ অংশ জমির এরিয়া পরিমাপ কমবেশি ২৮৯ কাঠা ২ ছটাক, অংশ প্লট নং ২৫৪, নথিভুক্ত খতিয়ান নং ১৭৬/৫, অবস্থিত মৌজা : দাবগ্রাম, জেএল নং ২, সিট নং ৭, পরগনা- বৈকুণ্ঠপুর, থানা : ভক্তিনগর, ওয়ার্ড নং ৪৩, শিলিগুড়ি পুরসভা অধীন, জেলা : জলপাইগুড়ি, পশ্চিমবঙ্গ, **বিক্রয় দলিল নং ৪৩৯০/২০০৮ , সম্পত্তি শ্রী মনোজ কুমার গয়াল এর নামে।** | ১. সংরক্ষিত মূল্য : ১,২৮,০০,০০০ টাকা<br>২. ইএমডি : ১২,৮০,০০০ টাকা<br>৩. ডাক বৃদ্ধির পরিমাণ : ১,০০,০০০ টাকা<br>৪. দায়বদ্ধতার বিস্তারিত : সোসাইটি বকেয়া, বিদ্যুৎ, হোল্ডিং কর ইত্যাদি।<br>৫. পর্যবেক্ষণের তারিখ এবং সময় : ০২.০৯.২০২৫ সকাল ১১টা থেকে দুপুর ৩টে পর্যন্ত<br>দখলের ধরণ : স্বত্ব দখলীকৃত |
| ৫ | ৫. সংশ্লিষ্ট সকল অংশ বসবাসের ফ্ল্যাট নং -এ-৪০১, ৫মতল, জি কে এনক্লেভ, কাহিলীপাড়া, গুয়াহাটি, ৭৮১০১৬, (আরবান), পরিমাপ মোট এরিয়া : ২৪০০ বর্গফুট এবং পার্কিং স্পেস একতলায়, ২ (দুই) গাড়ির জন্য এবং যথাযথ ভাগ অংশ জমির পরিমাপ ১০১৫.৫৩ বর্গফুট কমবেশি জমির পরিমাপ ১ বিঘা, ৩ কাঠা ৬.৫ ল্যাচেস, দাগ নং ২২, ২৮, ২৯ এবং ৯- কেপি পাট্টা নং ৭৮২ এবং ২২৯, অবস্থিত রাজস্ব গ্রাম, কাহিলীপাড়া, মৌজা : বেলতলা, জেলা : কাম রূপ (মেট্রো), অসম, **বিক্রয় দলিল নং ৭৫৮২/২০১১, সম্পত্তি শ্রী মনোজ কুমার গয়াল এর নামে।** | ১. সংরক্ষিত মূল্য : ১,৩৫,০০,০০০ টাকা<br>২. ইএমডি : ১৩,৫০,০০০ টাকা<br>৩. ডাক বৃদ্ধির পরিমাণ : ১,০০,০০০ টাকা<br>৪. দায়বদ্ধতার বিস্তারিত : সোসাইটি বকেয়া, বিদ্যুৎ, হোল্ডিং কর ইত্যাদি।<br>৫. পর্যবেক্ষণের তারিখ এবং সময় : ০২.০৯.২০২৫ সকাল ১১টা থেকে দুপুর ৩টে পর্যন্ত<br>দখলের ধরণ : স্বত্ব দখলীকৃত |
| ৬ | সংশ্লিষ্ট সকল অংশ বসবাসের ফ্ল্যাট নং ১০৩, ২য়তল, কোর রেসিডেন্সি, পাঁজাবাড়ি, গুয়াহাটি, ৭৮১০৩৭ , (আরবান), পরিমাপ মোট এরিয়া : ১৫৯৫ বর্গফুট এবং এক কার পার্কিং স্পেস এবং যথাযথ ভাগ অংশ জমির পরিমাপ ০.৫৪ একর, মোট জমির পরিমাপ ২৬.৭১ একর থেকে, দাগ নং ৪৯৭ (পুরানো) / ২২৪৮ (নতুন), কেপি পাট্টা নং ১১৭ (পুরানো) / ১৫২৪ (নতুন) গ্রাম - দ্বারন্দা, মৌজা : বেলতলা, গুয়াহাটি, জেলা : কাম রূপ (মেট্রো),অসম, বিক্রয় দলিল নং ৭৮২২/২০১৩, **সম্পত্তি শ্রী মনোজ কুমার গয়াল এর নামে।** | ১. সংরক্ষিত মূল্য : ৮৪,০০,০০০ টাকা<br>২. ইএমডি : ৮,৪০,০০০ টাকা<br>৩. ডাক বৃদ্ধির পরিমাণ : ১,০০,০০০ টাকা<br>৪. দায়বদ্ধতার বিস্তারিত : সোসাইটি বকেয়া, বিদ্যুৎ, হোল্ডিং কর ইত্যাদি।<br>৫. পর্যবেক্ষণের তারিখ এবং সময় : ০২.০৯.২০২৫ সকাল ১১টা থেকে দুপুর ৩টে পর্যন্ত<br>দখলের ধরণ : স্বত্ব দখলীকৃত |
| ৭ | সংশ্লিষ্ট সকল অংশ বাণিজ্যিক স্পেস/ ইউনিট নং ১ডি, ২য়তল, বালাজি পয়েন্ট, আথগাঁও , গুয়াহাটি, ৭৮১০০১, (আ রবান), সুপার বিল্ট আপ এরিয়া: ৭৪১ বর্গফুট ১ (এক) কার পার্কিং স্পেস এবং অবিভক্ত সম্পত্তির যথাযথ ভাগ অংশ জমির এরিয়া পরিমাপ ০.২৭ একর, মোট জমির পরিমাপ ২ কাঠা ১০ ল্যাচেস, দাগ নং ৫৫৫- কেপি পাট্টা নং ১৪৫, গ্রাম : শহর গুয়াহাটি, অংশ -১, আথগাঁও, মৌজা : গুয়াহাটি, জেলা : কামরূপ (মেট্রো), অসম, **বিক্রয় দলিল নং ৬৪৪/২০১৪, সম্পত্তি শ্রী মনোজ কুমার গয়াল এর নামে।** | ১. সংরক্ষিত মূল্য : ১,০০,০০,০০০ টাকা<br>২. ইএমডি : ১০,০০,০০০ টাকা<br>৩. ডাক বৃদ্ধির পরিমাণ : ১,০০,০০০ টাকা<br>৪. দায়বদ্ধতার বিস্তারিত : সোসাইটি বকেয়া, বিদ্যুৎ, হোল্ডিং কর ইত্যাদি।<br>৫. পর্যবেক্ষণের তারিখ এবং সময় : ০২.০৯.২০২৫ সকাল ১১টা থেকে দুপুর ৩টে পর্যন্ত<br>দখলের ধরণ : প্রতীকী দখলীকৃত |
| ৮ | সংশ্লিষ্ট সকল অংশ বসবাসের ফ্ল্যাট নং ৬এ, ৭ম তলে, জগদম্বা অ্যাপার্টমেন্ট, উলুবাড়ি, এএসইবি রোড, গুয়াহাটি -৭৮১০০৭ (আরবান) পরিমাপ মোট এরিয়া : ১৭১৬ বর্গফুট (সুপার বিল্ট আপ এরিয়া), এক কার পার্কিং স্পেস চিহ্নিত নং ৬এ, একতলায় এবং অবিভক্ত সম্পত্তির যথাযথ ভাগ অংশ জমির পরিমাপ ৩.৯ লেসা, মোট জমি ১ বিঘা, ১ কাঠা ১ লেচাস (১৬.২৪) থেকে দাগ নং ২৭৮ এবং ২৭৯ (পুরানো), ১৩১৮ এবং ১৩১৯ (নতুন) - কেপি পাট্টা নং ৪৭৭স (পুরানো) ২৬১ (নতুন)- গ্রাম : শহর উলুবাড়ি অংশ ২, মৌজা : উলুবাড়ি , গুয়াহাটি, জেলা : কামরূপ, অসম, **বিক্রয় দলিল নং ১৫৩৪৩/২০১৫, সম্পত্তি মনোজ কুমার গয়াল এর নামে।** | ১. সংরক্ষিত মূল্য : ৯৯,০০,০০০ টাকা<br>২. ইএমডি : ৯,৯০,০০০ টাকা<br>৩. ডাক বৃদ্ধির পরিমাণ : ১,০০,০০০ টাকা<br>৪. দায়বদ্ধতার বিস্তারিত : সোসাইটি বকেয়া, বিদ্যুৎ, হোল্ডিং কর ইত্যাদি।<br>৫. পর্যবেক্ষণের তারিখ এবং সময় : ০২.০৯.২০২৫ সকাল ১১টা থেকে দুপুর ৩টে পর্যন্ত<br>দখলের ধরণ : স্বত্ব দখলীকৃত |
| ৯ | সংশ্লিষ্ট সকল অংশ বসবাসের ফ্ল্যাট নং ৬সি, ৭মতল, জগদম্বা অ্যাপার্টমেন্ট, এএসইবি রোড, গুয়াহাটি -৭৮১০০৭ (আ রবান) পরিমাপ মোট এরিয়া : ১৮৬০ বর্গফুট(সুপার বিল্ট আপ এরিয়া) এবং এক কার পার্কিং স্পেস একতলায় এবং অবিভক্ত সম্পত্তির যথাযথ ভাগ অংশ জমির পরিমাপ ৩.৯ লেচাস মোট জমির পরিমাপ ১ বিঘা, ১ কাঠা ১ লেচাস (১৬.২৪ একর), দাগ নং ২৭৮ এবং ২৭৯ (পু রানো), ১৩১৮ এবং ১৩১৯ (নতুন) - কেপি পাট্টা নং ৪৭৭, (পুরানো) ২৬১ (নতুন)- গ্রাম : শহর উলুবাড়ি অংশ ২, মৌজা : উলুবাড়ি , গুয়াহাটি, জেলা : কামরূপ, অসম, **বিক্রয় দলিল নং ৮৫০১/২০১৫, সম্পত্তি শ্রী মনোজ কুমার গয়াল এর নামে।** | ১. সংরক্ষিত মূল্য : ১,০৭,০০,০০০ টাকা<br>২. ইএমডি : ১০,৭০,০০০ টাকা<br>৩. ডাক বৃদ্ধির পরিমাণ : ১,০০,০০০ টাকা<br>৪. দায়বদ্ধতার বিস্তারিত : সোসাইটি বকেয়া, বিদ্যুৎ, হোল্ডিং কর ইত্যাদি।<br>৫. পর্যবেক্ষণের তারিখ এবং সময় : ০২.০৯.২০২৫ সকাল ১১টা থেকে দুপুর ৩টে পর্যন্ত<br>দখলের ধরণ : স্বত্ব দখলীকৃত |
| ১০ | সংশ্লিষ্ট সকল অংশ বসবাসের ফ্ল্যাট নং ১০৪, ২য়তল, কোর রেসিডেন্সি, পাঁজাবাড়ি, গুয়াহাটি, ৭৮১০৩৭ , (আরবান), পরিমাপ মোট এরিয়া : ১৫২৬ বর্গফুট এবং এক কার পার্কিং স্পেস এবং অবিভক্ত সম্পত্তির যথাযথ অংশ,জমির পরিমাপ ০.৫৪ একর, মোট জমির পরিমাপ ২৬.৭১ একর থেকে, দাগ নং ৪৯৭ (পুরানো) / ২২৪৮ (নতুন), -কেপি পাট্টা নং ১১৭ (পুরানো)/ ১৫২৪ (নতুন) গ্রাম দ্বারনদা, মৌজা : বেলতলা, গুয়াহাটি, জেলা : কাম রূপ (মেট্রো), অসম,, বিক্রয় দলিল নং ৭৮২৩/২০১৩, **সম্পত্তি শ্রী মনোজ কুমার গয়াল এর নামে।** | ১. সংরক্ষিত মূল্য : ৮০,০০,০০০ টাকা<br>২. ইএমডি : ৮,০০,০০০ টাকা<br>৩. ডাক বৃদ্ধির পরিমাণ : ১,০০,০০০ টাকা<br>৪. দায়বদ্ধতার বিস্তারিত : সোসাইটি বকেয়া, বিদ্যুৎ, হোল্ডিং কর ইত্যাদি।<br>৫. পর্যবেক্ষণের তারিখ এবং সময় : ০২.০৯.২০২৫ সকাল ১১টা থেকে দুপুর ৩টে পর্যন্ত<br>দখলের ধরণ : স্বত্ব দখলীকৃত |
| ১১ | সংশ্লিষ্ট সকল অংশ বসবাসের ফ্ল্যাট নং বি ৩এন, ব্লক বি, ৪র্থতল, লেক ভিউ অ্যাপার্টমেন্টস, ধারাপুর,গুয়াহাটি, ৭৮১১৩৩, (আধা শহর), পরিমাপ মোট এরিয়া : ১৩৮৬ বর্গফুট (সুপার বিল্ট আপ এরিয়া) এবং এক কার পার্কিং স্পেস একতলায়, ব্লক ডি, এবং অবিভক্ত সম্পত্তির যথাযথ ভাগ অংশ জমির পরিমাপ মোট এরিয়া ২ বিঘা, ২ কাঠা, ১ লেচাস থেকে, দাগ নং ৮৩৯, -কেপি পাট্টা নং ১৮৮, গ্রাম -ধারাপুর, মৌজা : রামচারানি, জেলা : কামরূপ (মেট্রো), অসম, **বিক্রয় দলিল নং ৭৫৪৫/২০১১,সম্পত্তি শ্রী মনোজ কুমার গয়াল এর নামে।** | ১. সংরক্ষিত মূল্য : ৫৯,০০,০০০ টাকা<br>২. ইএমডি : ৫,৯০,০০০ টাকা<br>৩. ডাক বৃদ্ধির পরিমাণ : ৫০,০০০ টাকা<br>৪. দায়বদ্ধতার বিস্তারিত : সোসাইটি বকেয়া, বিদ্যুৎ, হোল্ডিং কর ইত্যাদি।<br>৫. পর্যবেক্ষণের তারিখ এবং সময় : ০২.০৯.২০২৫ সকাল ১১টা থেকে দুপুর ৩টে পর্যন্ত<br>দখলের ধরণ : স্বত্ব দখলীকৃত |
| ১২ | সংশ্লিষ্ট সকল অংশ বসবাসের ফ্ল্যাট নং বি ৩এস, ব্লক বি, ৪র্থতল, লেক ভিউ অ্যাপার্টমেন্টস, ধারাপুর,গুয়াহাটি, ৭৮১১৩৩, (আধা শহর), পরিমাপ মোট এরিয়া : ১৩৮৬ বর্গফুট (সুপার বিল্ট আপ এরিয়া) এবং এক কার পার্কিং স্পেস একতলায়, ব্লক ডি, এবং অবিভক্ত সম্পত্তির যথাযথ ভাগ অংশ জমির পরিমাপ মোট এরিয়া ২ বিঘা, ২ কাঠা, ১ লেচাস থেকে, দাগ নং ৮৩৯, -কেপি পাট্টা নং ১৮৮, গ্রাম -ধারাপুর, মৌজা : রামচারানি, জেলা : কামরূপ (মেট্রো), অসম, **বিক্রয় দলিল নং ৭৫৪৭/২০১১,সম্পত্তি শ্রী মনোজ কুমার গয়াল এর নামে।** | ১. সংরক্ষিত মূল্য : ৫৯,০০,০০০ টাকা<br>২. ইএমডি : ৫,৯০,০০০ টাকা<br>৩. ডাক বৃদ্ধির পরিমাণ : ৫০,০০০ টাকা<br>৪. দায়বদ্ধতার বিস্তারিত : সোসাইটি বকেয়া, বিদ্যুৎ, হোল্ডিং কর ইত্যাদি।<br>৫. পর্যবেক্ষণের তারিখ এবং সময় : ০২.০৯.২০২৫ সকাল ১১টা থেকে দুপুর ৩টে পর্যন্ত<br>দখলের ধরণ : স্বত্ব দখলীকৃত |

বিক্রয়ের বিশদ নিয়ম এবং শর্তাবলীর জন্য, অনুগ্রহ করে স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, সিকিউরড ক্রেডিটরের ওয়েবসাইট www.sbi.co.in এবং নির্দিষ্ট ই-নিলামের জন্য নির্দিষ্ট লিঙ্কে দেওয়া লিঙ্কটি দেখুন https://baanknet.com/eauction-psb/x-login

তারিখ ঃ ২৪.০৮.২০২৫
স্থান ঃ কলকাতা
সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে কোনও বিতর্কের সৃষ্টি হলে ইংরাজি মাধ্যমকেই সঠিক গণ্য করতে হবে
অনুমোদিত অফিসার স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

**বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-9331059060**

**বিশেষ সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তি ও নির্বাচন নির্ঘন্ট**

এতদ্বারা বানগড়িয়া সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিঃ এর সকল সদস্য/সদস্যাদের জানানো হচ্ছে, পশ্চিমবঙ্গ সমবায় আইন ও নিয়মাবলী এবং পশ্চিমবঙ্গীয় সমবায় নির্বাচন আয়োগ, ২০১২ সালের নিয়মাবলী অনুসারে আগামী ১৪.০৯.২০২৫তারিখ বেলা ১০-০০ ঘটিকায় বানগড়িয়া দক্ষিণপাড়া প্রাইমারি স্কুল, গ্রাম- বানগড়িয়া, পোঃ- ভোলাডাঙ্গা, থানা- নাকাশীপাড়া, জেলা- নদীয়া প্রাঙ্গনে সমবায় নির্বাচন আয়োগের তত্ত্বাবধানে সমিতির পরিচালন মন্ডলী নির্বাচনের উদ্দেশ্যে, সংসদ ভিত্তিক প্রতিনিধি নির্বাচন (Delegate Election) সমিতির সহ-নির্বাচন তত্ত্বাবধায়ক আধিকারিক মহাশয় কর্তৃক প্রদত্ত নিম্নলিখিত নির্ঘন্ট অনুযায়ী অনুষ্ঠিত হবে। বহুল প্রচার ও সকলের জ্ঞাতার্থে উক্ত নির্ঘন্ট সমিতির নোটিশ বোর্ডে, বীরপুর ২ নং গ্রাম পঞ্চায়েত, বিল্বগ্রাম গ্রাম পঞ্চায়েত, মুড়াগাছা গ্রাম পঞ্চায়েত ও নাকাশীপাড়া সমষ্টি উন্নয়ন ব্লকে টাঙানো থাকবে। অতএব, বানগড়িয়া সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিঃ এর সকল সদস্য/সদস্যাদের উক্ত নির্ঘন্ট দেখে তদানুরূপ ব্যবস্থা নিতে অনুরোধ করছি এবং আগামী ১৪.০৯.২০২৫ তারিখে বানগড়িয়া দক্ষিণপাড়া প্রাইমারি স্কুল প্রাঙ্গনে সকাল ১০ টা থেকে বিকেল ২-০০ ঘটিকা পর্যন্ত অনুষ্ঠিতব্য প্রতিনিধি নির্বাচনে উপস্থিত থাকতে ও নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করে স্ব-স্ব ভোটাধিকার প্রয়োগ করার জন্য তাদের সকলকে অনুরোধ করা হচ্ছে।

**নির্বাচনের নির্ঘন্ট**

| ক্রমিক নং | বিষয়/বিবরণ | তারিখ | সময় | স্থান |
|---|---|---|---|---|
| ১. | মনোনয়নপত্র দাখিল (ফর্ম-X | ২৭/০৮/২০২৫, ২৮/০৮/২০২৫ | দুপুর ১২টা থেকে বিকেল ৩টে পর্যন্ত | সমিতির কার্যালয় |
| ২. | মনোনয়নপত্র পরীক্ষা | ৩০/০৮/২০২৫ | দুপুর ১২টা থেকে | সমিতির কার্যালয় |
| ৩. | বৈধ মনোনয়ন পত্রের তালিকা প্রকাশ | ৩০/০৮/২০২৫ | মনোনয়নপত্র পরীক্ষার অব্যবহতি পরে | সমিতির নোটিশ বোর্ডে |
| ৪. | মনোনয়নপত্র প্রত্যাহার | ০১/০৯/২০২৫ | দুপুর ১১টা থেকে বিকেল ৩ ঘটিকার আগে পর্যন্ত | সমিতির কার্যালয় |
| ৫. | চূড়ান্ত প্রার্থী তালিকা প্রকাশ | ০১/০৯/২০২৫ | বিকেল ৩ ঘটিকায় | সমিতির নোটিশ বোর্ডে |
| ৬. | প্রয়োজনে সংসদ ভিত্তিক (৪৪জন) প্রতিনিধি নির্বাচনে (Delegate Election) ভোট গ্রহণ | ১৪/০৯/২০২৫ | সকাল ১০টা থেকে বিকেল ১টা পর্যন্ত | বানগড়িয়া দক্ষিণপাড়া, প্রাইমারি স্কুল, নদীয়া |
| ৭. | সংসদ ভিত্তিক (৪৪জন) প্রতিনিধি (Delegate Election) নির্বাচনের ভোট গণনা | ১৪/০৯/২০২৫ | ভোট গ্রহণের অব্যবহতি পরে | বানগড়িয়া দক্ষিণপাড়া, প্রাইমারি স্কুল, নদীয়া |
| ৮. | সংসদ ভিত্তিক (৪৪জন) প্রতিনিধি (Delegate Election) নির্বাচনের ফল প্রকা | ১৪/০৯/২০২৫ | ভোট গননার অব্যবহতি পরে | বানগড়িয়া দক্ষিণপাড়া, প্রাইমারি স্কুল, নদীয়া |

১) নির্বাচিত হবেনঃ-
(ক) বানগড়িয়া উত্তর সংসদে সাধারণ- ৮ জন, মহিলা ২ জন, তপঃ জাতি / তপঃ উপজাতি- ০ জন, মোট - ১০ জন। (খ) বানগড়িয়া দক্ষিণ সংসদে - সাধারণ ৯ জন, মহিলা ১ জন, মোট ১০ জন। (গ) হরিদ্রাপোতা সংসদে সাধারণ ৫ জন, মহিলা ১ জন, মোট- ৬ জন । (ঘ) যুগপুর সংসদে- সাধারণ ৩ জন, মহিলা ১ জন, তপঃ জাতি / তপঃ উপজাতি - ২ জন মোট- ৬ জন। (ঙ) নতুন ভোলাডাঙ্গা সংসদে সাধারণ ৫ জন, মহিলা ১ জন, তপঃ জাতি / তপঃ উপজাতি- ০০ জন মোট ৬ জন । (চ) পুরাতন ভোলাডাঙ্গা সংসদে সাধারণ ২ জন, মহিলা ১ জন, তপঃ জাতি / তপঃ উপজাতি- ৩ জন, মোট ৬ জন।
সহবিঙ্গ্র- মনোনয়নপত্র সমিতির কার্যালয়ে পাওয়া যাবে। সমস্ত নির্বচন প্রক্রিয়া পশ্চিমবঙ্গ সমবায় আইন ২০০৬ (ধারা ৩২) ও নিয়মাবলী- ২০১১ অনুযায়ী ও পশ্চিমবঙ্গ সমবায় নির্বাচন কমিশনের গাইডলাইন অনুসারে পরিচালিত হইবে। ভোটপ্রদানের সময় সকল ভোটারদের ভারতীয় নির্বাচন স্বীকৃত যেকোনো সচিত্র পরিচয়পত্র সঙ্গে আনার জন্য অনুরোধ কারা হচ্ছে।

সহকারী রিটার্নি অফিসার
বানগড়িয়া সমবায় কৃষিউন্নয়ন সমিতি লিমিটেড

# EUPHORIA INFOTECH (INDIA) LIMITED

**CIN: L92200WB2001PLC093236**
**Registered Office:** Bengal Eco Intelligent Park, Building EM-3 Sector V, Salt Lake City, Kolkata – 700091 | **Phone:** +91 9836177769
**E-mail:** cs@euphoriainfotech.com | **Website:** www.euphoriainfotech.com

## NOTICE OF THE 25TH ANNUAL GENERAL MEETING OF THE COMPANY

The **25th Annual General Meeting ("AGM")** of Euphoria Infotech (India) Limited ("the Company") will be held on Tuesday, September 16, 2025 at 12:00 P.M. (IST) through Video Conference ("VC")/Other Audio-Visual Means ("OAVM") pursuant to the provisions of the Companies Act, 2013 read with various circulars issued by the Ministry of Corporate Affairs ("MCA Circulars") and the Securities and Exchange Board of India ("SEBI Circulars"), to transact the businesses as set out in the Notice convening the 25th AGM of the Company.

Pursuant to above circulars, the requirement of sending physical copies of the Annual Report has been dispensed with. Physical copies of the Annual Report 2024-25 will be sent only to those shareholders who specifically request for the same, however, we urge shareholders to support our commitment to environmental protection by choosing to receive Company's communications through E-mail.

Electronic copy of the Notice convening the 25th AGM, containing among others, procedure & Instructions for e-voting and the Annual Report for the Financial Year 2024-2025 will be sent, in due course, to those Members whose e-mail ID is registered with the Company/Company's Registrar and Transfer Agent ("RTA")/ Depository Participant(s).

A letter containing the weblink of the Annual Report for the Financial Year 2024-25 will be sent at the registered address of the shareholders whose e-mail addresses are not registered with the Company/ RTA/Depository Participant(s).

Notice convening the 25th AGM and the Annual Report for the Financial Year 2024-2025 will also be available on the website of the Company at www.euphoriainfotech.com/, the Stock Exchange viz. BSE at www.bseindia.com and also available on the website of NSDL (agency for providing the Remote e-Voting facility) i.e. www.evoting.nsdl.com in due course.

The Members are provided with the facility to cast their vote electronically, through the e-voting services provided by National Securities Depository Limited (NSDL) on all resolutions set forth in the Notice of 25th AGM of the Company. The e-voting will commence from Saturday, September 13, 2025 at 9:00 A.M. and ends on Monday, September 15, 2025 at 5:00 P.M. During this period, Shareholders of the Company holding shares either in physical form or in dematerialized form, as on the cut-off/entitlement date of September 9, 2025 may cast their votes electronically. The Members who have not cast their votes electronically, and are otherwise not barred from doing so, can exercise their voting rights through the e-voting system during the AGM. The Company will make necessary arrangements for e-voting during the AGM.

Members, who have not registered their e-mail address, are requested to register the same at the earliest:
a) In respect of shares held in demat form with their depository participants (DPs);
b) In respect of shares held in physical form:
(i) by writing to the Company's Registrar and Share Transfer Agent viz, MAS Services Limited, with details of Folio number, and self- attested copy of PAN card at T-34 2nd Floor, Okhla Industrial Area Phase II, New Delhi-110020 or;
(ii) by sending e-mail to Registrar and Share Transfer Agent viz, MAS Services Limited at info@masserv.com.

Members holding shares in demat form can also send e-mail to aforesaid e-mail address to register their e-mail address for the limited purpose of receiving the Notice of 25th AGM and the Annual Report for the Financial Year 2024-2025.

**For Euphoria Infotech (India) Limited**
Sd/-
**Shamba Bhanja**
**Managing Director**
**DIN: 01546020S**

**Place:** Kolkata
**Date:** 23-08-2025

## COSMIC CRF LIMITED

**Registered Office**: "Cosmic Tower" 19, Monohar Pukur Road, 2nd Floor, Kolkata-700029, West Bengal.
CIN: L27100WB2021PLC250447, Email: rp.mandal@cosmiccrf.com
Tel: +91 33 7964 7499, Website: www.cosmiccrf.com

The 4th Annual General Meeting ("AGM") of Cosmic CRF Limited ("the Company") will be held on Monday, September 22, 2025 at 2:00 P.M. (IST) through Video Conference ("VC")/Other Audio-Visual Means ("OAVM") pursuant to the provisions of the Companies Act, 2013 read with various circulars issued by the Ministry of Corporate Affairs ("MCA Circulars") and the Securities and Exchange Board of India ("SEBI Circulars"), to transact the businesses as set out in the Notice convening the 4th AGM of the Company.

Pursuant to above circulars, the requirement of sending physical copies of the Annual Report has been dispensed with. Physical copies of the Annual Report 2024-25 will be sent only to those shareholders who specifically request for the same, however, we urge shareholders to support our commitment to environmental protection by choosing to receive Company's communications through E-mail.

Electronic copy of the Notice convening the 4th AGM, containing among others, procedure & Instructions for e-voting and the Annual Report for the Financial Year 2024-2025 will be sent, in due course, to those Members whose e-mail ID is registered with the Company/Company's Registrar and Transfer Agent ("RTA")/Depository Participant(s).

A letter containing the weblink of the Annual Report for the Financial Year 2024-25 will be sent at the registered address of the shareholders whose e-mail addresses are not registered with the Company/ RTA/Depository Participant(s).

Notice convening the 4th AGM and the Annual Report for the Financial Year 2024-2025 will also be available on the website of the Company at www.cosmiccrf.com, the Stock Exchange viz. BSE at www.bseindia.com and also available on the website of NSDL (agency for providing the Remote e-Voting facility) i.e. www.evoting.nsdl.com in due course.

The Members are provided with the facility to cast their vote electronically, through the e-voting services provided by National Securities Depository Limited (NSDL) on all resolutions set forth in the Notice of 4th AGM of the Company. The e-voting will commence from 19th September, 2025 at 9:00 A.M. and ends on 21st September, 2025 at 5:00 P.M. During this period, Shareholders of the Company holding shares either in physical form or in dematerialized form, as on the cut-off/entitlement date of 15th September, 2025 may cast their votes electronically. The Members who have not cast their votes electronically, and are otherwise not barred from doing so, can exercise their voting rights through the e-voting system during the AGM. The Company will make necessary arrangements for e-voting during the AGM.

Members, who have not registered their e-mail address, are requested to register the same at the earliest:
a) In respect of shares held in demat form with their depository participants (DPs);
b) In respect of shares held in physical form:
(i) by writing to the Company's Registrar and Share Transfer Agent viz, MAS Services Limited, with details of Folio number, and self- attested copy of PAN card at T-34 2nd Floor, Okhla Industrial Area Phase II, New Delhi-110020 or;
(ii) by sending e-mail to Registrar and Share Transfer Agent viz, MAS Services Limited at info@masserv.com.

Members holding shares in demat form can also send e-mail to aforesaid e-mail address to register their e-mail address for the limited purpose of receiving the Notice of 4th AGM and the Annual Report for the Financial Year 2024-2025.

**For Cosmic CRF Limited**
**Sd/-**
**Aditya Vikram Birla**
**Managing Director**

**Place: Kolkata**
**Date: 23/08/2025**

# কর্তব্যরত পুলিশ অফিসারকে হেনস্তা ও গায়ে হাত তোলার অভিযোগে গ্রেপ্তার তৃণমূল নেতা



**নিজস্ব প্রতিবেদন, ফারাক্কা:** শাসক দলের পঞ্চায়েতের উপপ্রধানের প্রকাশ্যে দাদাগিরি। এএসআই র‍্যাঙ্কের পুলিশ অফিসারের গায়ে হাত তোলায় উপপ্রধানকে গ্রেপ্তার করল ফারাক্কা থানার পুলিশ। ধৃতকে আদালতে হাজির করা হলে বিচারক জেল হেপাজতের নির্দেশ দেন। ঘটনাক্র কেন্দ্র করে ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে নিউ ফারাক্কায়। যদিও অভিযুক্ত উপপ্রধানের দাবি, সামান্য বচসা হয়েছে। তারজন্য তাঁকে অন্যায়ভাবে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। ফরাক্কা ব্লকের বেওয়া-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের অভিযুক্ত উপ প্রধানের নাম তারিকুল শেখ।

ঘটনার সূত্রপাত নিউ ফরাক্কা বাসস্ট্যান্ডে একটি বেআইনি ইঞ্জিনচালিত ভ্যানকে আটক করাকে কেন্দ্র করে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে এসে ফরাক্কা থানার কর্তব্যরত এক অ্যাসিস্ট্যান্ট সাব ইনস্পেক্টরকে মারধর এবং অভদ্র আচরণ করার অভিযোগ ওঠে ওই তৃণমূল নেতা তথা পঞ্চায়েতের উপপ্রধানের বিরুদ্ধে। ঘটনায় গ্রেপ্তার করা হয়েছে ফারাক্কার বেওয়া -১ গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান তারিকুল শেখকে। শনিবারই ধৃত ওই তৃণমূল নেতাকে জঙ্গিপুর আদালতে পাঠানো হয়।

মুর্শিদাবাদে ইঞ্জিন চালিত ভ্যানকে অবৈধ ঘোষণা করা হয়েছে। রাস্তায় নামানো হলে আটক করা হচ্ছে ইঞ্জিন চালিত ভ্যান। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, শুক্রবার সন্ধ্যার দিকে নিউ ফারাক্কা বাসস্ট্যান্ডে ডিউটি করছিলেন ফারাক্কার ট্রাফিক গার্ড পুলিশের অ্যাসিস্ট্যান্ট সাব ইনস্পেক্টর তাপস ঘোষ। অভিযোগ জাতীয় সড়ক দিয়ে আসা একটি পাট বোঝাই ইঞ্জিন চালিত ভ্যান আটকে দেন ওই পুলিশ আধিকারিক। ইঞ্জিন ভ্যানটির মালিক ছিলেন গ্রাম পঞ্চায়েতের তৃণমূলের উপপ্রধান তরিকুল শেখ। ভ্যানটি আটকে দিতেই উপপ্রধানকে ফোন করেন ভ্যানের চালক। সেখানেই ছুটে এসে নিউ ফারাক্কা বাস স্ট্যান্ডে পুলিশ অফিসারের সঙ্গে বচসায় জড়িয়ে পড়েন উপপ্রধান তরিকুল শেখ। একপর্যায়ে তুমুল তর্কবিতর্ক শুরু হয়। তারমধ্যেই প্রকাশ্যে ওই পুলিশ অফিসারের গায়ে হাত তোলেন তারিকুল। সামান্য জখম হয়েছেন তাপস ঘোষ। ধস্তাধস্তি হয় বলেও অভিযোগ। খবর পাওয়া মাত্রই ঘটনাস্থলে ছুটে আসে ফরাক্কা থানার পুলিশ। পুলিশের সঙ্গে দুর্ব্যবহারের অভিযোগে গ্রেপ্তার করা হয় তৃণমূলের উপপ্রধানকে। শনিবারই ধৃত উপপ্রধানকে আদালতে পাঠানো হয় ফরাক্কা থানা পুলিশের পক্ষ থেকে। যদিও ফরাক্কা থানা পুলিশের হাতে গ্রেপ্তার হওয়ার সময় উপপ্রধান তরিকুল শেখের দাবি, সামান্য কথা কাটাকাটি হয়েছে। কিন্তু তাকে অন্যায় ভাবে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। এদিকে পাট বোঝাই ইঞ্জিনভ্যান আটককে কেন্দ্র করে পুলিশের সঙ্গে ধস্তাধস্তি এবং উপপ্রধান গ্রেপ্তারের ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চলের সৃষ্টি হয় নিউ ফারাক্কা বাসস্ট্যান্ডে। পাট বোঝাই ইঞ্জিন চালিত ভ্যানটি আটক করেছে ফরাক্কা থানার পুলিশ। শাসক দলের একজন নেতার পুলিশ অফিসারের গায়ে হাত তোলাকে ভালোভাবে দেখছেন না কেউ। বিশেষ করে এই ভিডিও ভাইরাল হতেই বিরোধীরা একযোগ শাসক দলের বিরুদ্ধে আক্রমণ শানাতে শুরু করেছেন। আক্রান্ত পুলিশ অফিসার তাপস ঘোষ বলেন, ইঞ্জিন চালিত ভ্যান যেহেতু জাতীয় সড়কে অবৈধ তাই আমি আটকে ছিলাম। তারজন্যই আমাকে কলার ধরে মার, হেনস্তা করা হয়েছে।

# মালদা মেডিক্যাল কলেজের অধ্যক্ষের অফিস ঘেরাও করে বিক্ষোভ



**নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা:** মালদা মেডিক্যাল কলেজের ইন্টার্ন চিকিৎসকদের গোলমালে জেরে ব্যাপক উত্তেজনা ছড়াল। শুক্রবার সন্ধ্যা থেকে রাতভর মেডিক্যাল কলেজের প্রিন্সিপালেকে অফিস ঘরে ঘেরাও করে বিক্ষোভ দেখান ইন্টার্ন চিকিৎসকদের একটা বড় অংশ। তাঁদের অভিযোগ, কর্তব্যরত অবস্থায় এক ইন্টার্ন চিকিৎসক মিজানুর রহমানকে হেনস্তা, মারধর এবং তাঁর পোশাক ছিঁড়ে নেওয়া হয়। এই ঘটনায় একজন চিকিৎসক ও তার পুরুষ সহকর্মীরা যুক্ত রয়েছে। গত ২১ অগস্ট এই ঘটনার পর তাঁদের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় কোনও ব্যবস্থা নেয়নি মেডিক্যাল কলেজ কর্তৃপক্ষ। বরঞ্চ যিনি হেনস্তার শিকার হয়েছেন, তাকেই ক্ষমা চাইতে বাধ্য করা হয়েছে। আর এই ঘটনার প্রতিবাদেই শুক্রবার থেকে লাগাতার মেডিক্যাল কলেজের প্রিন্সিপালকে অফিস ঘরে আটক করে অবস্থান-বিক্ষোভে বসেছেন আক্রান্ত ইন্টার্ন চিকিৎসকের অনুগামীরা।

মালদা মেডিক্যাল কলেজ সূত্রে জানা গিয়েছে, ২১ অগস্ট সার্জিক্যাল বিভাগে এক মহিলা ইন্টার্নের সঙ্গে এক পুরুষ ইন্টার্নের কোনও এক বিষয় নিয়ে বিবাদ বাঁধে। এরপর ওই মহিলা ইন্টার্নের এক সহকর্মী মালদা মেডিক্যালের অপর পুরুষ ইন্টার্নকে ঘরে ঢুকিয়ে মারধর করে বলে অভিযোগ। এনিয়ে গত বৃহস্পতিবারই দুপক্ষকে সঙ্গে নিয়ে বিষয়টি মিটিয়ে দেন মেডিক্যাল কলেজের ভাইস প্রিন্সিপাল ডাঃ প্রসেনজিৎ বর। কিন্তু শুক্রবার আক্রান্ত পুরুষ ইন্টার্নের পরিবারের লোকজন মালদা মেডিক্যালে আসেন। বিকেল থেকে মারধরকারী ইন্টার্নের সাসপেন্ডের দাবিতে মেডিক্যালের অধ্যক্ষকে ঘেরাও করে চলতে থাকে বিক্ষোভ।

শনিবার মেডিক্যাল কলেজের অধ্যক্ষের ঘরে বিক্ষোভকারী ইন্টার্ন চিকিৎসক পৃথা রায়, সৌম্যদীপ কাঞ্জিদের বক্তব্য, আমাদের সহকর্মী মিজানুর রহমানকে ওইদিন অন্যায় ভাবেই মারধর করা হয়েছে। প্রতিবাদ জানাতেই কোনরকম ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। এতেই বোঝা যাচ্ছে মেডিক্যাল কলেজে এখনও থ্রেট কালচার চলছে। আমরা দাবি করেছি সিসিটিভির ক্যামেরায় সমস্ত ঘটনা ছবি ধরা পড়েছে। সেই সিসিটিভির ক্যামেরার ফুটেজ দেখলেই অপরাধীদের চিহ্নিত করা সম্ভব হবে। কারণ, মিজানুর রহমান কোনও অন্যায় করেনি। বরঞ্চ ওকে কর্তব্যরত অবস্থায় মারধর করা হয়েছে। যেখানে ঘটনাটি ঘটেছে মেডিক্যাল কলেজের সেই রুমে সিসি ক্যামেরা রয়েছে। সেটি ক্যামেরার ফুটেজ দেখে অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নিতে হবে। এই দাবিতেই মেডিক্যাল কলেজের প্রিন্সিপালের অফিস ঘর ঘেরাও করে বিক্ষোভ চলছে।

এদিকে যাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ, সেই পক্ষ থেকে কোনরকম প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি। মালদা মেডিক্যাল কলেজের প্রিন্সিপাল ডাঃ পার্থপ্রতিম মুখোপাধ্যায় জানিয়েছেন, দুদিন আগে মেডিক্যাল কলেজের দুই ইন্টার্ন চিকিৎসকদের মধ্যে গন্ডগোল হয়েছে। এরপরই দুই পক্ষই নিজেদের আলোচনার মাধ্যমে মীমাংসা করে নেয়। কিন্তু আচমকাই শুক্রবার সন্ধ্যা থেকে রাতভর আমাকে ইন্টার্ন চিকিৎসকদের একটা অংশ অফিস ঘরে আটক করে ঘেরাও করে রাখে। আমি ওদের বলেছি সমস্ত কিছুই খতিয়ে দেখে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে। যদিও এই বিক্ষোভ অবস্থানের ঘটনায় মেডিক্যাল কলেজের চিকিৎসা পরিষেবায় কোনরকম সমস্যা তৈরি হয়নি।

# সরকারি কাজের মোড়কে রাজনীতি করতে এসেছিলেন প্রধানমন্ত্রী: বাবুল সুপ্রিয়



**নিজস্ব প্রতিবেদন, বারাসাত:** মেট্রো রেলের উদ্বোধনে এসে তৎকালীন রেলমন্ত্রী তথা বর্তমানে বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নাম মুখে না নেওয়ায় প্রচন্ড ক্ষুব্ধ মন্ত্রী বাবুল সুপ্রিয়। শনিবার বারাসাত দু'নম্বর ব্লকের পার খড়িবাড়ি প্রাথমিক স্কুলে আমাদের পাড়া আমাদের সমাধান শিবিরে এসে তিনি বলেন প্রধানমন্ত্রী আমাদের মুখ্যমন্ত্রীর নাম কেন মুখে নেননি তা জানতে গেলে কোনও রকেট সায়েন্স ব্যবহার করতে হবে না। কমনসেন্সই যথেষ্ট। প্রধানমন্ত্রীর গরিমা অনুযায়ী যে জায়গায় তিনি এসেছেন, উনি যদি চান যে ওনাকে সম্মান করা হবে বা প্রধানমন্ত্রী হিসেবে ওনার চেয়ারটাকে সম্মান করা হবে, সে ক্ষেত্রে উনি যে জায়গায় এসেছেন সেখানকার মুখ্যমন্ত্রীকে যিনি মানুষের ভোটে নির্বাচিত তাকেও সম্মান করাটা খুবই দরকার। কিন্তু আমাদের প্রধানমন্ত্রী সেটা ভুলে গিয়েছেন।

শনিবার বারাসাত ২ নম্বর ব্লকের কীর্তিপুর দুই নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের পার খড়িবাড়ি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত হয় আমাদের পাড়া আমাদের সমাধান শিবির। এ দিনের শিবিরে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের তথ্য সংস্কৃতি দপ্তরের মন্ত্রী বাবুল সুপ্রিয়। শুক্রবার দমদম সেন্ট্রাল জেল ময়দানে তৎকালীন রেলমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জির প্রস্তাবিত প্রকল্পের উদ্বোধন করতে আসেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। সেই অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী একবারের জন্যেও প্রকল্পের অন্যতম কারিগর রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম একবারের জন্যও নেননি। এই প্রসঙ্গে মন্ত্রী বাবুল সুপ্রিয় বলেন, আমি যখন বিজেপিতে ছিলাম ইস্ট ওয়েস্ট মেট্রো গঙ্গার তলায় কাজ করার জন্য মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর মন্ত্রীদের সবার সঙ্গে একসঙ্গে মিলে দাঁড়িয়ে কাজ করেছিলাম যাতে মানুষের জন্য কাজটা করা যায়। প্রধানমন্ত্রী কাছে এই ধরণের ছোট ছোট রাজনীতি আমরা আশা করি না। কিন্তু কেন করেছেন সেটা আপনারা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন।

শুক্রবার প্রধানমন্ত্রী অভিযোগ করেন কেন্দ্র যে টাকা দিচ্ছে তা তৃণমূলের ক্যাডারদের পিছনে ব্যবহৃত হচ্ছে। এই প্রশ্নের উত্তরে বাবুল সুপ্রিয় বলেন উনি সরকারি কাজ করতে এসেছিলেন। কিন্তু সরকারি কাজের মোড়কে উনি রাজনীতির কাজ করতে এসেছিলেন। কোন সময়, কোথায়, উনি কিভাবে কি জিনিস বদল করেন, কিরকম ভাবে করেন সেটা অনেকটাই আমি দেখে এসেছি। যেটা উনি বলেছেন, যা করেছেন সেটা মানুষ দেখছে।

এদিনের ক্যাম্পে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক রবিউল ইসলাম, বিডিও শেখর সাই, পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি মনোয়ারা বিবি, পঞ্চায়েত প্রধান শহিদুল আলী, উপপ্রধান রমা মণ্ডল, বন ও ভূমির কর্মাধ্যক্ষ শাহাবুদ্দিন আলী-সহ অন্যান্যরা। এদিন আমাদের পাড়া আমাদের সমাধান শিবিরে এসে লোকশিল্পীদের ঢাক বাজান মন্ত্রী বাবুল সুপ্রিয়।

## অভিষেকের নির্দেশের পরেই তৃণমূলের বড় নেতার ঘরওয়াপসি! কটাক্ষ বিজেপির

**নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া:** ২০২১ সালে মেদিনীপুরে অমিত শাহের সভায় বিজেপিতে যোগদানের নাম ঘোষণা হয় জঙ্গলমহলের তাবড় নেতা জয়ন্ত মিত্রের। এবার সেই জয়ন্ত মিত্র এবার ফিরে এলেন তৃণমূলের ঘরে। শুক্রবার অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বৈঠকে জয়ন্ত মিত্রকে তৃণমূলে ফেরানোর নির্দেশ দেওয়া হয়। সেই নির্দেশ মেনেই বাঁকুড়ার তালডাংরা তৃণমূল কার্যালয়ে জেলা তৃণমূল নেতৃত্বের হাত ধরে তৃণমূলে ফিরলেন জয়ন্ত মিত্র। শুধু তাই নয় জয়ন্ত মিত্রের হাত ধরেই জঙ্গলমহলের বড় ভোট ফিরল তৃণমূলের ঝুলিতে এমনটায় মত বিশ্লেষকদের। গুরুত্ব দিচ্ছে না বিজেপি। বিজেপির কোনও ক্ষতি নেই।

বাঁকুড়া জঙ্গলমহলের রাজিনীতিতে শেষ কথা ছিল তৃণমূল নেতা জয়ন্ত মিত্র। একের পর এক নির্বাচনে যার হাত ধরে তৃণমূল সফল হয়েছে। এক নামেই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় থেকে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়-সহ রাজ্যের তৃণমূল নেতাকে চেনে জয়ন্ত মিত্রকে। ২০২১ সালে তৃণমূল নেতা জয়ন্ত মিত্র মেদিনীপুরে অমিত শাহের সভায় যোগদান করে বিজেপিতে এই খবর ছড়িয়ে পড়ে। সেদিনের মঞ্চে জয়ন্ত মিত্র বিজেপিতে যোগদান করেছে এই নাম ঘোষণা করা হয়। তৃণমূলের থেকে দূরত্ব তৈরি হয় জয়ন্ত মিত্রের। দীর্ঘসময় পর জঙ্গলমহলের তৃণমূল নেতা জয়ন্ত মিত্র এবার ফিরে এলেন নিজের ঘরে। শুক্রবার কলকাতায় ক্যামাক স্ট্রিটে বাঁকুড়া ও বিষ্ণুপুর সাংগঠনিক জেলা তৃণমূল নেতৃত্ব বিধায়কদের সঙ্গে বৈঠক করেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় ও সুব্রত বক্সী। সেই বৈঠকেই জয়ন্ত মিত্রকে তৃণমূলে ফেরানোর নির্দেশ দেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। সেই নির্দেশের পরেই শনিবার তালডাংরা তৃণমূল কার্যালয়ে বাঁকুড়া জেলা তৃণমূল নেতৃত্বের হাত ধরেই তৃণমূলে ফিরলেন জয়ন্ত মিত্র। তৃণমূলে যোগদান করেই বিস্ফোরক জয়ন্ত মিত্র, শুভেন্দু অধিকারীর চক্রান্ত



করেই তাকে তৃণমূল থেকে দূরে সরিয়ে রেখেছিল। কিন্তু যেভাবে বাঙালি ও বাংলার বিরুদ্ধে শুভেন্দু অধিকারী নেতৃত্বে চক্রান্ত চলছে তার বিরুদ্ধে গর্জে ওঠা দরকার তাই তৃণমূলে ফিরে এলাম। ২০২৬ এর ভোটে বিজেপিকে বিরুদ্ধে সকলে একসঙ্গে মিলে লড়াই করব দাবি জয়ন্ত মিত্রের। তৃণমূল জেলা সভাপতি তারাশংকর রায়ের দাবি, অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশে জয়ন্ত মিত্রকে দলে ফিরিয়ে নেওয়া হল। বিজেপির কটাক্ষ মানুষ বিজেপির সঙ্গে আছে। কে গেল আর কে এল তাতে বিজেপির কোনও যায় আসে না।

# নিজের কেন্দ্রে বসে মানুষের সমস্যা শুনলেন মন্ত্রী, দিলেন সাহায্যের আশ্বাস



**নিজস্ব প্রতিবেদন, কাঁকসা:** শনিবার কাঁকসার শিলামপুরে 'আমাদের পাড়া, আমাদের সমাধান' ক্যাম্প অনুষ্ঠিত হয়। সেই ক্যাম্পে এদিন উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের পঞ্চায়েত ও গ্রাম উন্নয়ন দপ্তরের মন্ত্রী প্রদীপ মজুমদার। এছাড়াও ছিলেন দক্ষিণবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ সংস্থার চেয়ারম্যান সুভাষ মণ্ডল, কাঁকসা পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি ভবানী ভট্টাচার্য, সহ-সভাপতি জয়জিৎ মণ্ডল, কাঁকসার বিডিও পর্ণা দে, আমলাজোড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান কণিকা বাগদি, উপপ্রধান নাসিম আলি মীর-সহ প্রশাসনিক আধিকারিকরা। কাঁকসার আমলাজোড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীনে সিলামপুর গ্রামের ২৮৮, ২৮৯, এবং ২৯০ নম্বর বুথের বাসিন্দাদের নিয়ে এদিন ক্যাম্প অনুষ্ঠিত হয়। এদিন রাজ্যের মন্ত্রী প্রদীপ মজুমদার তিনটি বুথের মানুষের সমস্যার কথা শোনেন। সেই সমস্যাগুলো কিভাবে দ্রুত সমাধান করা যাবে তার সমাধানের রাস্তা তিনি বলে দেন। রাজ্যের মন্ত্রী প্রদীপ মজুমদারকে কাছে পেয়ে এলাকার মানুষ তাদের সমস্যার কথাগুলি তুলে ধরেন মন্ত্রীর সামনে এবং মন্ত্রী সরাসরি সেই সমস্যা সমাধানের রাস্তা বলে দেওয়ায় খুশি এলাকার মানুষ। তিনটি বুথের মানুষ জানিয়েছেন তাদের এলাকায় বেশ কিছু ছোটখাটো সমস্যা রয়েছে, পাকা রাস্তার দাবি থেকে শুরু করে নিকাশী নালা সাফাই এবং যে সমস্ত খোলা মুখের নিকাশি নালা রয়েছে সেগুলো যাতে ঢাকার ব্যবস্থা করা যায় তবে তারা উপকৃত হবেন। রাজ্যের মন্ত্রী তাদের আশ্বাস দিয়েছেন দ্রুত সেই সমস্যাগুলোর সমাধান করা হবে এবং এলাকার মানুষকে সঙ্গে নিয়ে কোনও সমস্যাগুলো আগে সমাধান করা হবে সেই বিষয়েও আলোচনা করেন। তবে আশ্বাস মতো দ্রুত কাজ হলে মানুষের সুরাহা হবে।

রাজ্যের মন্ত্রী প্রদীপ মজুমদার জানিয়েছে, এলাকায় ছোট ছোট অনেক সমস্যা রয়েছে। কোথাও পথবাতি লাগানোর দাবি উঠেছে, কোথাও খোলা মুখের নিকাশি নালা ঢাকার জন্য দাবি উঠেছে। কোথাও আবার কাঁচা রাস্তা পাকা করার দাবি উঠেছে। সব নথিভুক্ত করা হয়েছে। মানুষ নিজেরাই ঠিক করে নিচ্ছেন কোনটা আগে করা হবে। মানুষকে তাদের সমস্যা সমাধান করার জন্য এই অধিকার দিয়েই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আমাদের পাড়া আমাদের সমাধান শুরু করেছেন। মানুষ এতে অনেকটাই উপকৃত হবেন।

## বৃষ্টিতে ভেঙে পড়ল মাটির বাড়ি, চিন্তায় বাউড়ি পরিবার

**নিজস্ব প্রতিবেদন, জামুড়িয়া:** প্রকৃতির খামখেয়ালিপনায় এবারের বর্ষা যেন শেষ হয়েও হচ্ছে না, টানা বৃষ্টিপাত চলছে খনি অঞ্চল তথ্য সহ রাজ্যজুড়ে। একটানা বর্ষণের জেরে ভেঙে পড়ল মাটির বাড়ি। মাথা গোঁজার ঠাঁই নিয়ে চিন্তায় এখন পুরো পরিবার।

ঘটনাটি ঘটেছে জামুড়িয়া বিধানসভার অন্তর্গত শ্যামলা গ্রাম পঞ্চায়েতের ভুঁড়ি গ্রামের বাউড়ি পাড়া এলাকায়। ভুঁড়ির বাউড়ি পাড়ার বাসিন্দা পঞ্চীরাজ বাউড়ি একজন ইসিএল এর কর্মী ছিলেন, তার নিজস্ব কিছু কারণে বেশ কয়েক বছর আগে খোয়া যায় চাকরি, বর্তমানে পঞ্চীরাজ বাবু দীর্ঘদিন ধরে শারীরিক অসুস্থতায় ভুগছেন। এখন সংসারের পুরো দায়িত্ব এসে পড়েছে পঞ্চীরাজ বাবুর ছেলে রাহুল বাউড়ির ওপর। স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, রাহুল এক বেসরকারি কারখানায় কর্মরত শ্রমিক। দীর্ঘদিন ধরে রাহুল মা-বাবাকে নিয়ে মাটির বাড়িতে বসবাস করে আসছে। কিন্তু হঠাৎ করে কয়েকদিনের ভারী বৃষ্টিতে শুক্রবার সন্ধ্যা নাগাদ বসবাসের একমাত্র ঠিকানা ওই মাটির বাড়ি ভেঙে পড়ে। সৌভাগ্যবশত সেই সময় বাড়ির ভেতরে কেউ না থাকায় কোনওরকম দুর্ঘটনা ঘটেনি। এই বিষয়ে রাহুলের মা রীনা বাউরি এবং তার দিদি পূজা বাউড়িরা জানান আমরা দীর্ঘদিন ধরে খড়ের ছাউনি দেওয়া এই মাটির বাড়িতে বসবাস করে আসছি। শুক্রবার সন্ধ্যার দিকে হঠাৎ করেই হুড়মুড়িয়ে ভেঙে পড়ে আমাদের মাটির বাড়িটি।



যার ফলে আমরা এখন সমস্যায় পড়েছি। পাশে আমাদের একটা ছোট্ট টিনের বাড়ি রয়েছে সেই বাড়িতেই পুরো পরিবার আমরা বসবাস করছি। তারা জানাই আমরা বাড়ির জন্য আবেদন করেছি কিন্তু এখনও পর্যন্ত আমাদের বাড়ি আসেনি।

অন্যদিকে এ বিষয় নিয়ে স্থানীয় বাসিন্দা, রাজীব বাউড়ি জানান, বহুদিন ধরে তারা এই মাটির বাড়িতে বসবাস করছে, বর্তমানে কয়দিনের মেঘ ভাঙা বৃষ্টিতে তাদের মাটির বাড়ি ভেঙে পড়ায় তারা এখন সমস্যায় পড়েছে, তিনি আরো জানান এই পরিবারটি যদি সরকারিভাবে বাড়ি পাই তাহলে খুবই উপকৃত হবে।

অন্যদিকে এ বিষয় নিয়ে পঞ্চায়েত সদস্য মানসী সিংহকে প্রশ্ন করা হলে তিনি জানান, তাদের মাটির বাড়ি ভেঙে পড়েছে এ বিষয়টি তিনি জানেন না। সংবাদ মাধ্যমের প্রতিনিধিদের কাছ থেকে তিনি বিষয়টি শুনলেন। তিনি জানান, পঞ্চীরাজ বাউড়ি এবং তার পরিবারের কেউই বাড়ির জন্য কখনও আমার কাছে এবং পঞ্চায়েতের কাছে কোনও আবেদন পত্র নিয়ে আসেনি। তারা যে অভিযোগ করছে তা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন।

## প্রাক্তন শিক্ষকের অনুদানে স্কুলে অংকের ল্যাব তৈরি

**নিজস্ব প্রতিবেদন, গাইঘাটা:** প্রাক্তন শিক্ষকের অনুদানে গাইঘাটা বেণী মাধব উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ে ম্যাথমেটিক্স ল্যাবে হাতে কলমে অংক শিখবে পড়ুয়ারা। পড়ুয়াদের অংকের ভয় কাটাতে এবং হাতে কলমে অংক শেখাতে স্কুলের মধ্যে অংকের ল্যাব তৈরি করল গাইঘাটা বেণীমাধব উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়। অংকের পাটি গণিত, বিজ গণিত এবং জ্যামিতি সবই এই ল্যাবে হাতে কলমে শেখানো হবে। পঞ্চম শ্রেণি থেকে দশম শ্রেণির সকল পড়ুয়ারা এই ল্যাবে অংক শিখতে পারবে। স্কুলের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষিকা মোহনা মিত্র জানান, ক্লাস নিতে গিয়ে দেখেছেন পড়ুয়াদের মধ্যে অংক নিয়ে একটা ভয় কাজ করে। অংকের ভয় কাটাতে এই ল্যাব তৈরির ভাবনা। পড়ুয়ারা হাতে কলমে অংক শিখতে পারলে সেই ভয় আর থাকবে না। একই সঙ্গে তিনি জানান, অনেক দিন ধরে এই ল্যাব তৈরির ভাবনা তাদের ছিল। কিন্তু আর্থিক অভাবে সেটা হয়ে উঠছিল না। এমন সময় তার বাবা মনতোষ কুমার মিত্র এগিয়ে আসেন। তাঁর সহযোগিতায় এই ল্যাব তৈরি করা সম্ভব হয়েছে। স্কুলের অংকের শিক্ষিকারাও কিছুটা সাহায্য করেছেন। সকলের প্রচেষ্টায় ল্যাব তৈরি সম্ভব হয়েছে। এতে পড়ুয়াদের অঙ্কের ভয় কাটবে। মনতোষ কুমার মিত্র বলেন, পড়ুয়াদের অংকের প্রতি ভয় কাটানোর ভাবনা অনেকদিনের ছিল। সেটা বাস্তবে রূপ দিতে সাহায্য করেছেন মেয়ে। তিনি চাইছেন আগামীদিনে সকল স্কুলে এই ল্যাব তৈরি করার কথা ভাবুক। ল্যাব তৈরি হওয়ায় খুশি পড়ুয়ারা। তারা বলছে অংকের ভয় কাটবে তাদের। অংক নিয়ে উচ্চশিক্ষার আগ্রহ বাড়বে তাদের মধ্যে।

## ট্রেনের সংখ্যা বাড়ল বর্ধমান-কাটোয়া শাখায়, চালককে মিষ্টিমুখ বিজেপির



**নিজস্ব প্রতিবেদন, ভাতার:** ট্রেন সংখ্যা বাড়ানো হল বর্ধমান কাটোয়া শাখায়। আর সেই ট্রেনের চালককে ভাতার স্টেশনে ফুল, মিষ্টি দিয়ে শুভেচ্ছা জানালেন বিজেপির সদস্যরা। কয়েকদিন আগে রেল দপ্তর ঘোষণা করেছিল যে, বর্ধমান-কাটোয়া শাখায় একজোড়া ট্রেন সংখ্যা বৃদ্ধি করা হয়েছে।

তাই বর্ধমান থেকে যে ট্রেনটি চারটের সময় ছেড়ে আসে বর্ধমানের দিকে। সেই ট্রেনের চালককে ভাতার রেল স্টেশনে ফুল ও মিষ্টি দিয়ে শুভেচ্ছা জানান ভারতীয় জনতা পার্টির নেতা কর্মীরা। ট্রেনটি যখন ভাতার রেল স্টেশন ঢোকে, তখন কর্মীরা দেশের প্রধানমন্ত্রীর নামের স্লোগান দিতে থাকেন। দেশের প্রধানমন্ত্রীকে শুভেচ্ছা জানান এই এক জোড়া ট্রেন উপহার দেওয়ার জন্য। শুভেচ্ছা জানানো হয় রেল দপ্তরকেও। বিজেপির যুব মোর্চার নেতা সৌমেন কার্ফা জানিয়েছেন, রেল দপ্তর মানুষের সুবিধার কথা মাথায় রেখে এক জোড়া লোকাল ট্রেন দিয়েছে। একটি যাবে সেটি আবার ফিরে আসবে। এর ফলে বর্ধমান কাটোয়া রুটে যাত্রীদের অনেকটাই সুবিধা হবে তাদের গন্তব্যে যাওয়ার ক্ষেত্রে। একসময় এই রুটটি ন্যারো গেজ লাইন ছিল। এতে যাতায়াতের বিরাট একটা সমস্যা দেখা দিত। পরে সেটি ব্রডগেজ হয়। এক এক করে অনেকগুলো লোকাল ট্রেন চলে। ভবিষ্যতে হয়তো আরওও ট্রেন বাড়তে পারে। সেটা সময়ের অপেক্ষা।

# আরামবাগে এসে উন্নয়নে ইতিহাস রচনার কথা মন্ত্রী শিউলি সাহার, পালটা খোঁচা বিজেপির



**নিজস্ব প্রতিবেদন, আরামবাগ:** আরামবাগে 'আমাদের পাড়া আমাদের সমাধান' ক্যাম্পে রাজ্যের মন্ত্রী। শনিবার আরামবাগ পুরসভার ৪ নম্বর ওয়ার্ডের ১১৪, ১১৫ এবং ১১৬ নম্বর বুথ নিয়ে অনুষ্ঠিত হল আমাদের পাড়া আমাদের সমাধান কর্মসূচি। এদিনের আরামবাগের গালস হাইস্কুলে 'আমাদের পাড়া আমাদের সমাধান' শিবিরে উপস্থিত হয়েছিলেন রাজ্যের পঞ্চায়েত দপ্তরের প্রতিমন্ত্রী শিউলি সাহা। তিনি ক্যাম্প পরিদর্শন করেন এবং কথা বলেন ক্যাম্পে আসা মানুষদের সঙ্গে। শোনেন তাদের সমস্যার কথা এবং আশ্বাস দেওয়া হয় দ্রুত সমস্যার সমাধানের কথা। মন্ত্রী শিউলি সাহা ছাড়াও ছিলেন, আরামবাগ সাংসদ মিতালী বাগ, মহকুমা শাসক রবি কুমার, পুরসভার চেয়ারম্যান সমীর ভান্ডারী, ভাইস চেয়ারম্যান মমতা মুখোপাধ্যায়, প্রাক্তন চেয়ারম্যান স্বপন কুমার নন্দী-সহ অন্যান্য পৌর আধিকারিকরা। এ প্রসঙ্গে মন্ত্রী শিউলি সাহা জানান, মানুষের অংশগ্রহণ যেখানে থাকে সেই সরকার যে কতখানি জনপ্রিয় সেটা বলার অপেক্ষা রাখে না। কিছুদিন আগে মুখ্যমন্ত্রী এখানে এসেছিলেন। বন্যা পরিস্থিতি দেখে গিয়েছেন। নিজে হাতে খিচুড়ি বিতরণ করেছেন। হিংসার ইতিহাস মুছে মুখ্যমন্ত্রী উন্নয়নের ইতিহাস তৈরি করছেন। 'আমাদের পাড়া আমাদের সমাধান' এই প্রকল্প মুখ্যমন্ত্রীর উদ্যোগে বাস্তবায়িত হয়েছে।'

পাশাপাশি ওয়ার্ডের বাসিন্দা উমাশংকর আঢ্য বলেন, 'বিভিন্ন দপ্তর গিয়ে ঘুরতে হয়, খুঁজতে হয়। ওয়ার্ডেই এই আমাদের পাড়া, আমাদের সমাধান শিবির হওয়ায় আমরা খুশি।' তবে বিজেপি নেতা বিমান ঘোষ বলেন, আরামবাগ মহকুমায় সিপিএমের পর তৃণমূল হিংসার ইতিহাস আরও বাড়িয়েছে। মন্ত্রী আরামবাগে নতুন এসেছেন। তাই বাস্তব বিষয় জানেন না। খানাকুলে তৃণমূলের গুন্ডারা মহিলাদের ওপর অত্যাচার করেছে। তার প্রতিবাদে আমরা বন্ধ করেছি। তৃণমূলের আমলেই হিংসার রাজনীতি আরামবাগে বেশি হচ্ছে।'

## রেকর্ড বৃষ্টিতে যোগাযোগ ব্যবস্থা বিচ্ছিন্ন বাঁকুড়ার বহু জায়গার

**নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া:** অতীতের সমস্ত রেকর্ড ছাপিয়ে চলতি বছরে বাঁকুড়া সহ রাজ্যে বৃষ্টির নয়া রেকর্ড। গত তিন মাসে একের পর এক নিম্নচাপের জেরে জেলার দক্ষিণাংশ দিয়ে প্রবাহিত শিলাবতী নদীর একের পর এক সেতু বারবার জলের তলায় তলিয়ে গিয়েছে। চলতি সপ্তাহেও একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি হল। এবার গত শুক্রবার থেকে জলের তলায় লক্ষ্মীসাগর-বাঁকুড়া ভায়া হাড়মাসড়া রাস্তার ওপর সিমলাপালের পাথরডাঙা কজওয়ে। ফলে গুরুত্বপূর্ণ ওই রাস্তায় যোগাযোগ ব্যবস্থা সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন। অন্যদিকে সর্বশেষ পাওয়া খবর পর্যন্ত বাঁকুড়া-ঝাড়গ্রাম রাজ্য সড়কের ওপর শিলাবতী নদীর সিমলাপালের সেতু প্রায় ছুঁয়ে ফেলেছে নদীর জল। তবে ওই এলাকার ওড়িশা সংলগ্ন খালের সেতুর ওপর দিয়ে জল বইতে থাকায় খাতড়া-সিমলাপাল ভায়া লক্ষ্মীসাগর যোগাযোগ ব্যবস্থা সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন। প্রশাসনের তরফে ওই সেতু দিয়ে আপাতত যাতায়াত সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

# কাটোয়া-বর্ধমান রুটে নতুন ট্রেন চালু হল স্বপন বাউলের সচেতনতার জেরে

**নিজস্ব প্রতিবেদন:** অবশেষে বহু প্রতীক্ষার পর কাটোয়া বর্ধমান রুটে নতুন একজোড়া ট্রেন চালু হল। স্বপন দত্ত বাউল গানে রেল দপ্তরকে ধন্যবাদ জানাতে হাজির ছিলেন কাটোয়া স্টেশনে ও বর্ধমান স্টেশনে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য এর আগে ২০১৮ তে কাটোয়া বর্ধমান রুটে রেল যাত্রীরা ট্রেনের টিকিট না কাটায় ট্রেন বন্ধ হতে বসে ছিল। সেই সময় রাজ্যের একমাত্র নিঃস্বার্থ প্রতিবাদী বাউল শিল্পী খাজা আনোয়ার বেড় পূর্ব বর্ধমানের ডক্টর স্বপন দত্ত বাউল



গানে যাত্রীদের টিকিট কাটার জন্য সচেতন করেন টানা একমাস নিঃস্বার্থ ভাবে। তারপর ট্রেনের টিকিট বিক্রি বাড়িয়ে কাটোয়া বর্ধমান রুটে ট্রেন চলাচল স্বাভাবিক রাখতে পাশে দাঁড়িয়ে ছিলেন। তারপর জনগণের অনুরোধে একজোড়া নতুন ট্রেনের দাবিতে, আবার বাউল গানে গানে সচেতন করে সচেতনতার বার্তা রেল দপ্তরের কানে তোলেন। অবশেষে ২৩ অগস্ট রেল দপ্তর একজোড়া নতুন ট্রেন উপহার দিল। বর্ধমান কাটোয়ার মানুষ খুবই খুশি। স্বপন দত্ত বাউল রেল দপ্তরকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানান তার বাউলগানের মাধ্যমে। নিজের লেখা সুরে স্বপন বাউল গাইলেন গান — একজোড়া নতুন ট্রেন উপহার দিল রেল দপ্তর গো, বর্ধমান কাটোয়া রুটের যাত্রীরা আনন্দে মাতোয়ারা গো। কাটোয়া থেকে ছাড়বে ১টা ৫০ দুপুরে, বর্ধমান থেকে ছাড়বে বিকাল চারটে। ২৩ অগস্ট থেকে কাটোয়া বর্ধমানে, একজোড়া নতুন ট্রেন চালু হল গো। রেল দপ্তরকে অসংখ্য ধন্যবাদ গো।

# দ্বিতীয় জাতীয় মহাকাশ দিবস উদযাপনে প্রধানমন্ত্রীর প্রতি কৃতজ্ঞ ইসরো প্রধান

**নয়াদিল্লি, ২৩ অগস্ট:** ভারতের জাতীয় মহাকাশ দিবস চন্দ্রপৃষ্ঠে চন্দ্রযান-৩-এর সফল ঐতিহাসিক অবতরণকে স্মরণ করে পালিত হয়। এটি প্রতি বছর গৌরবের সঙ্গে ২৩ অগস্ট দেশজুড়ে উদযাপিত হয়। ভারতীয় বায়ুসেনার গ্রুপ ক্যাপ্টেন শুভাংশু শুক্লা শনিবার নতুন দিল্লির ভারত মন্ডপমে ইসরো দ্বারা আয়োজিত দ্বিতীয় জাতীয় মহাকাশ দিবসের অনুষ্ঠানে যোগ দেন। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জিতেন্দ্র সিং এবং ইসরো চেয়ারম্যান ভি. নারায়ণনও অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করে ইসরো প্রধান বলেছেন, '২০২৩ সালের ২৩ অগস্ট একটি ঐতিহাসিক দিন ছিল। চাঁদের দক্ষিণ মেরুর কাছে ভারত সফলভাবে চন্দ্রযান-৩ সফট-ল্যান্ড করেছে। আমরা সফল ভাবে এমনটা করার একমাত্র দেশ হয়েছি। ভারতের প্রধানমন্ত্রী, যিনি একজন দূরদর্শী নেতা এবং আমাদের মন্ত্রী মহাকাশ কার্যক্রম পরিচালনার জন্য আমাদের নির্দেশনা দিয়েছেন। তিনিই চন্দ্রযান-৩-এর ল্যান্ডিং স্পটকে 'শিবশক্তি' পয়েন্ট হিসেবে নামকরণ করেছিলেন। তিনি ২৩ আগস্টকে জাতীয় মহাকাশ দিবস হিসেবেও ঘোষণা করেছেন।'

ইসরো-র চেয়ারম্যান ভি. নারায়ণন বলেছেন, 'আমাদের অন্যতম 'গগনযাত্রী'কে আন্তর্জাতিক

মহাকাশ স্টেশনে পাঠানো একটি বড় সাফল্য। এক্ষেত্রে আবারও প্রধানমন্ত্রীকে ধন্যবাদ জানাতে হবে। এটা তাঁর ধারণা ছিল যে, আমাদের রকেটের মাধ্যমে 'গগনযাত্রী' মহাকাশে পাঠানোর আগে আমাদের তাদের একজনকে আইএসএসে পাঠানো উচিত। এটা তার দৃষ্টিভঙ্গি। শুক্লার সহকর্মীদের ভুলে যাওয়া যায় না, চারজন 'গগনযাত্রী' আমাদের কাছে সবই সমান গুরুত্বপূর্ণ।'

## চন্দ্রযান-৩ মিশন মহাকাশ অনুসন্ধানে নতুন দিগন্ত উন্মোচন করেছে: শাহ

**নয়াদিল্লি, ২৩ অগস্ট: জাতীয় মহাকাশ দিবসে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ চন্দ্রযান-৩ মিশনকে সফল করে তোলা মহাকাশ বিজ্ঞানী ও প্রকৌশলীদের শুভেচ্ছা জানিয়েছেন। সোশ্যাল মিডিয়ায় একটি পোস্টে শাহ লেখেন, এই মিশন মহাকাশ অনুসন্ধানে নতুন সীমানা উন্মোচন করেছে এবং দেশের তরুণদের মধ্যে উদ্ভাবন ও উদ্দেশ্যের এক নতুন চেতনা জাগিয়ে তুলেছে। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী উল্লেখ করেছেন, ভারতের আকাঙ্খাকে বাস্তবে রূপান্তরিত করতে ইসরো চন্দ্রযান-৩ এবং আদিত্যের মতো মিশন চালিয়ে যাবে।**

# ইডির অভিযানে গ্রেপ্তার কর্নাটকের কংগ্রেস বিধায়ক

**গ্যাংটক, ২৩ অগস্ট:** অনলাইন বেটিং চক্র চালানোর অভিযোগে ইডির হাতে গ্রেপ্তার হলেন কর্নাটকের কংগ্রেস বিধায়ক কেসি বীরেন্দ্র। শনিবার সিকিমের অনলাইন ও অফলাইন জুয়া মামলায় আর্থিক তছরুপের অভিযোগে তাঁকে গ্রেপ্তার করেছে ইডি। এই মামলায় দেশের একাধিক রাজ্যের ৩১টি জায়গায় তল্লাশি অভিযান চালিয়ে ১২ কোটি টাকা নগদ, ৬ কোটির সোনা ও প্রায় ১০ কেজি রুপো বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে।

ইডির তরফে জানানো হয়েছে, শনিবার চিত্রদুর্গের ৫০ বছর বয়সি বিধায়ককে গ্রেপ্তারের পর সিকিমের রাজধানী গ্যাংটকের ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে পেশ করা হয়। তাঁকে বেঙ্গালুরুতে আনতে ট্রানজিট রিমান্ডের আবেদন জানানো হয়েছে ইডির তরফে। তদন্তকারীদের তরফে জানা যাচ্ছে, অভিযুক্ত ওই বিধায়ক কিং ৫৬৭ ও রাজা ৫৬৭ নামে দু'টি অনলাইন বেটিং প্ল্যাটফর্ম চালাতেন। বীরেন্দ্র ও তাঁর সহযোগীরা একটি

ক্যাসিনো লিজ নেওয়ার জন্য গ্যাংটকে গিয়েছিলেন। তল্লাশি অভিযানে বীরেন্দ্রর ভাই কেসি নাগরাজ ও ছেলে পৃথ্বী এন রাজের একাধিক ঠিকানায় তল্লাশি অভিযান চালিয়ে প্রচুর নথিপত্র বাজেয়াপ্ত করেছে। ইডির দাবি, বীরেন্দ্রর আর এক ভাই কেসি থিপ্পেস্বামী দুবাইতে অনলাইন বেটিং গেমের কারবার সামলায়।

গত শুক্রবার ইডি এই অনলাইন বেটিং মামলায় বীরেন্দ্র, তাঁর ভাই ও অন্যান্য সহযোগীদের একাধিক ঠিকানায় তল্লাশি অভিযানে নামে। ৬টি রাজ্যের ৩১টি জায়গায় চলে এই তল্লাশি অভিযান। তল্লাশি চলে তাঁদের ৬টি ক্যাসিনো-সহ অফিস ও বাড়িটিতে। সেই তল্লাশিতেই বাজেয়াপ্ত হয় নগদ ১২ কোটি টাকা এবং ৬ কোটি টাকার সোনা, ১০ কেজি রুপো ও অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ সব নথিপত্র।

## এবার সিবিআই তল্লাশি অনিল আম্বানির বাড়িতে

**মুম্বই, ২৩ অগস্ট:** ব্যাঙ্ক জালিয়াতি মামলায় শিল্পপতি অনিল আম্বানি ও তাঁর একাধিক সহযোগীদের বাড়ি-সহ একাধিক ঠিকানায় তল্লাশি অভিযান চালালো সিবিআই। ১৭ হাজার কোটি টাকার এই প্রতারণা মামলায় এর আগে অনিল আম্বানিকে জিজ্ঞাসাবাদ করেছিল ইডি। শনিবার অনিল আম্বানির মুম্বইয়ের বাসভবন-সহ প্রায় ৭টি ঠিকানায় তল্লাশি চালিয়েছে সিবিআই। ব্যাঙ্ক জালিয়াতি মামলায় এবার অনিল আম্বানির বিরুদ্ধে তদন্তে নামল সিবিআই।

## মার্কিনে পার্সেল পাঠানোয় বিধিনিষেধ ডাক বিভাগের

**নয়াদিল্লি, ২৩ অগস্ট:** সম্প্রতি আমেরিকার শুল্কনীতিতে বড়সড় পরিবর্তন এনেছে ট্রাম্প প্রশাসন। নয়া নীতি কার্যকর হবে চলতি মাসের শেষের দিক থেকে। এই অবস্থায় আগামী ২৫ অগস্ট থেকে আমেরিকায় কোনও চিঠি বা পার্সেল পাঠানোর ক্ষেত্রে বিধিনিষেধ আরোপ করল ভারতীয় ডাক বিভাগ।

গত ৩০ জুলাই একটি নির্দেশিকা জারি করে আমেরিকা। সেখানে বলা হয়, এত দিন ৮০০ মার্কিন ডলার মূল্য পর্যন্ত কোনও সামগ্রী আমেরিকার বাইরে পাঠানোর ক্ষেত্রে কোনও শুল্ক গুনতে হত না। কিন্তু আগামী ২৯ অগস্ট থেকে শুল্কমুক্ত পরিষেবা স্থগিত করা হচ্ছে। ইন্টারন্যাশানাল এমারজেন্সি ইকোনমিক পাওয়ার অ্যাক্টের আওতায় নতুন শুল্কনীতি জারি করেছে ট্রাম্প প্রশাসন। একমাত্র ১০০ মার্কিন ডলার মূল্য পর্যন্ত উপহার সামগ্রীর ক্ষেত্রে শুল্কছাড় মিলবে। এর পালটা ভারতীয় ডাক বিভাগ পরিষেবা সাময়িক স্থগিতের কথা জানাল।

# ২৯-৩০ অগস্ট জাপান সফরে প্রধানমন্ত্রী, মাসের শেষে চিনেও

**নয়াদিল্লি, ২৩ অগস্ট:** প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী চলতি মাসের ২৯ থেকে ৩০ তারিখ জাপান সফর যাচ্ছেন। ওই সময়ে জাপানে ১৫-তম ভারত-জাপান বার্ষিক শিখর সম্মেলনে অংশগ্রহণ করবেন প্রধানমন্ত্রী। এটি হতে চলেছে প্রধানমন্ত্রী মোদীর জাপানে অষ্টম সফর ও জাপানের প্রধানমন্ত্রী শিগেরু ইশিবার সঙ্গে প্রথম শীর্ষ সম্মেলন। এই সফরে, দুই প্রধানমন্ত্রী প্রতিরক্ষা, নিরাপত্তা, বাণিজ্য ও অর্থনীতি, প্রযুক্তি ও উদ্ভাবন-সহ ভারত ও

জাপানের মধ্যে বিশেষ কৌশলগত এবং বৈশ্বিক অংশীদারিত্ব পর্যালোচনা করবেন। তাঁরা আঞ্চলিক ও বৈশ্বিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলি নিয়েও আলোচনা করবেন।

সফরের দ্বিতীয় পর্যায়ে, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ৩১ অগস্ট থেকে পয়লা সেপ্টেম্বর পর্যন্ত তিয়ানজিনে সাংহাই সহযোগিতা সংস্থার শীর্ষ সম্মেলনে যোগ দিতে চিন ভ্রমণ করবেন। শীর্ষ সম্মেলনের পাশাপাশি, প্রধানমন্ত্রী মোদী শীর্ষ সম্মেলনে যোগদানকারী বেশ কয়েকজন নেতার সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক বৈঠক করবেন বলে আশা করা হচ্ছে। উল্লেখ্য, ভারত ২০১৭ সাল থেকে এসসিওর সদস্য।

# পটনা জেলায় ভয়াবহ পথদুর্ঘটনায় হতাহত ১৩

**পটনা, ২৩ অগস্ট:** শনিবার সকালে পটনা জেলার দানিয়াওয়ানে এক ভয়াবহ পথ দুর্ঘটনায় আটজন নিহত হয়েছেন। আহত হয়েছেন আরও পাঁচজন। ঘটনায় শোকের ছায়া গোটা এলাকায়। কী কারণে দুর্ঘটনা তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ।

পুলিশ সূত্রে খবর, নিহতদের মধ্যে সাতজন মহিলা এবং একজন পুরুষ রয়েছেন। আহত ছয়জন, যাদের পাটনার হাসপাতালে চিকিৎসা চলছে। নিহতদের শনাক্ত করার কাজ চলছে। সূত্রের খবর, গঙ্গায় স্নান করতে যাওয়ার সময়ই ঘটে যায় বীভৎস এই দুর্ঘটনা। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে একটি দ্রুতগামী ট্রাক

একটি অটোকে ধাক্কা দেয়। সংঘর্ষ এতটাই তীব্র ছিল যে অটোটি টুকরো টুকরো হয়ে যায়।

দুর্ঘটনার পর ট্রাক চালক ট্রাকটি নিয়ে চম্পট দেয়। স্থানীয় লোকজন পুলিশকে খবর দেয়, এরপর পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে ত্রাণ ও উদ্ধার কাজ শুরু করে। আহতদের নিকটতম হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়, সেখান থেকে তাদের অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়ায় পাটনায় রেফার করা হয়। ঘটনাস্থলে উত্তেজনার পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে। মৃতদেহগুলি ইতিমধ্যে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে। পাশাপাশি আহতদের পাটনায় যথাযথ চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়।

# বিরোধীরা ন্যূনতম দায়িত্ব পালনেও ব্যর্থ: রিজিজু

**নয়াদিল্লি, ২৩ অগস্ট:** লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি-সহ বিরোধীদের তীব্র সমালোচনা করলেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী কিরেন রিজিজু। তাঁর কথায়, বিরোধীরা ন্যূনতম দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ।

বিরোধীদের ভূমিকার সমালোচনা করেন কিরেন রিজিজু বলেছেন, 'রাহুল গান্ধি কিছু বলেন, এরপর সংসদের পরিস্থিতি অস্বস্তিকর হয়ে ওঠে। সবাই ভয় পান, এই বোধ হয় উনি উলটো-পালটা কথা বলবেন। রাহুল গান্ধিএলওপি এবং আমি তাঁর সমালোচনা করতে চাই না। তিনি যখন প্রধানমন্ত্রীকে 'চোর' বলেছিলেন, রাফায়েল নিয়ে বাজে কথা বলেছিলেন এবং দাবি করেছিলেন যে চিন আমাদের জমি দখল করেছে, তখন সুপ্রিম কোর্ট তাঁকে তিরস্কার করেছিল। তাঁর উচিত একজন ভারতীয়ের মতো কথা বলা।'

রিজিজু আরও বলেন, 'আমি রাহুল গান্ধিকে ভালো করার কেউ নই। তিনি শুনবেন না। যখনই রাহুল গান্ধি কিছু বলেন, তখনই তার সমস্ত সাংসদরা ভয় পেয়ে যান, তাঁরা খুব অসম্মানিত বোধ করেন এবং ভাবেন তাঁদের পার্টি অযোগ্য হয়ে যাবে। এর মূল্য দিতে হলে গণতন্ত্রে বিরোধী দলকে শক্তিশালী হতে হবে। তারা বিরোধীদের মৌলিক দায়িত্ব পালন করতে পারে না।'

## কেনেডি সেন্টারে ২০২৬ ফিফা বিশ্বকাপের ড্র অনুষ্ঠিত হবে: ট্রাম্প

**ওয়াশিংটন, ২৩ অগস্ট:** মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প শুক্রবার ঘোষণা করেছেন যে ওয়াশিংটনের জন এফ. কেনেডি সেন্টার ফর দ্য পারফর্মিং আর্টস ২০২৬ বিশ্বকাপের ড্র আয়োজন করবে। 'এই বছরের ৫ ডিসেম্বর, কেনেডি সেন্টারে ২০২৬ ফিফা বিশ্বকাপের ড্র অনুষ্ঠিত হবে', ট্রাম্প এক সংবাদ সম্মেলনে ঘোষণা

করেন। ফিফা সভাপতি জিয়ান্নি ইনফ্যান্টিনোও উপস্থিত ছিলেন।

কেনেডি সেন্টারে ২৫৭ মিলিয়ন ডলারের সংস্কার তত্ত্বাবধানের সময় ট্রাম্পের এই ঘোষণা, যা ট্রাম্প বলেছেন যে এটি আগামী বছর আমেরিকায় ২৫০-তম বার্ষিকী উদযাপনের একটি কেন্দ্রবিন্দু হবে। বিশ্ব ফুটবলের এই আসরের প্রস্তুতি নিতে ইতিমধ্যেই আমেরিকা মাঠে নেমে পড়েছে।

## ময়দান

# অসুস্থ ভারতের সহ-অধিনায়ক! খেলবেন না দলীপ ট্রফি

**নিজস্ব প্রতিবেদন:** ভারতের উদীয়মান ব্যাটার ও বর্তমান টেস্ট অধিনায়ক শুভমান গিল আচমকাই অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে কঠিন টেস্ট সিরিজ খেলে দেশে ফেরার পর তাঁর অংশ নেওয়ার কথা ছিল দলীপ ট্রফিতে। তবে হঠাৎ শারীরিক সমস্যার কারণে সেই পরিকল্পনায় ভাঁটা পড়েছে। গিলকে ঘিরে এখন প্রধান প্রশ্ন;তিনি কি আদৌ দলীপ ট্রফিতে খেলতে পারবেন? এবং আরও বড় প্রশ্ন;আসন্ন এশিয়া কাপে কি তাঁকে পাওয়া যাবে?

একটি ক্রীড়াবিষয়ক ওয়েবসাইটের প্রতিবেদনে দাবি করা হয়েছে, গিল হঠাৎ জ্বরে আক্রান্ত হয়েছেন। চিকিৎসকরা তাঁর শারীরিক পরীক্ষা করেছেন এবং রক্তপরীক্ষার রিপোর্ট বিসিসিআইয়ের কাছে জমা দেওয়া হয়েছে। যদিও প্রাথমিক ভাবে উদ্বেগের কোনও কারণ নেই বলেই জানা গিয়েছে। আপাতত তাঁকে চণ্ডীগড়ে নিজের বাড়িতে বিশ্রামে থাকার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। চিকিৎসকেরা মনে করছেন, দ্রুত সেরে ওঠার জন্য বিশ্রামই এখন সবচেয়ে জরুরি।

অগস্টের শেষ সপ্তাহ থেকে শুরু হচ্ছে দলীপ ট্রফি। উত্তরাঞ্চলের দলকে নেতৃত্ব দেওয়ার কথা ছিল শুভমান গিলের। তবে বর্তমান পরিস্থিতিতে তাঁর খেলার সম্ভাবনা কার্যত ক্ষীণ। বিসিসিআই বা উত্তরাঞ্চলের কর্তারা এখনও এ নিয়ে কোনও আনুষ্ঠানিক ঘোষণা করেননি, তবে গিলের না খেলার সম্ভাবনাই প্রবল। ফলে প্রশ্ন উঠছে, গিল না-খেললে উত্তরাঞ্চলের অধিনায়কত্বের দায়িত্ব কার হাতে যাবে?

তবে বোর্ড সূত্রে খবর, মূল চিন্তা এখন এশিয়া কাপকে ঘিরেই। ৯ সেপ্টেম্বর থেকে শুরু হচ্ছে এই মর্যাদাপূর্ণ টুর্নামেন্ট। টি-টোয়েন্টি দলের সহ-অধিনায়ক হিসেবে গিলকে সেখানে প্রয়োজন ভারতের। তাই তাঁকে দলীপ ট্রফিতে খেলানো নিয়ে কোনও তাড়াহুড়ো করতে চাইছে না বিসিসিআই। ধারণা করা হচ্ছে, পুরোপুরি ফিট করানোর জন্যই গিলকে দলীপ ট্রফি থেকে বিরতি দেওয়া হতে পারে।

উল্লেখযোগ্য বিষয় হল, গিলকে এশিয়া কাপে সহ-অধিনায়ক করার সিদ্ধান্ত নিয়েই সম্প্রতি বিতর্ক সৃষ্টি

### অনিশ্চিত এশিয়া কাপ

হয়েছিল। অনেকেই প্রশ্ন তুলেছিলেন, দীর্ঘদিন টি-টোয়েন্টি দলে নিয়মিত না খেলা এক ক্রিকেটারকে কী ভাবে সহ-অধিনায়ক করা হলো। তবে অধিনায়ক সূর্যকুমার যাদব এই নিয়ে পরিষ্কার যুক্তি দিয়েছেন। তাঁর কথায়, 'যখন গিল ভারতের হয়ে শেষ টি-টোয়েন্টি খেলেছিল, তখন আমি অধিনায়ক ছিলাম আর ও ছিল সহ-অধিনায়ক। সেখান থেকেই আমাদের টি-টোয়েন্টির নতুন চক্র শুরু হয়। এরপর গিল টেস্ট ক্রিকেটে ব্যস্ত হয়ে পড়ে, ফলে সেভাবে টি-টোয়েন্টিতে নামতে পারেনি। কিন্তু চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে দারুণ খেলেছে। তাই স্বাভাবিকভাবেই সে দলে ফিরেছে।

সব মিলিয়ে, শুভমান গিলকে ঘিরে এখন এক ধরনের দ্বৈত পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। একদিকে দলীপ ট্রফিতে তাঁর অংশগ্রহণ প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়েছে, অন্যদিকে এশিয়া কাপে তাঁর উপস্থিতি ভারতের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ভক্ত ও ক্রিকেটপ্রেমীদের চোখ এখন তাঁর সুস্থতার দিকে। বিসিসিআইও চাইছে, গিল দ্রুত সেরে উঠে এশিয়া কাপে দেশের হয়ে মাঠে নামুন। আপাতত চণ্ডীগড়ে নিজের বাড়িতেই তিনি বিশ্রামে রয়েছেন, আর দেশজুড়ে ক্রিকেটপ্রেমীরা তাঁর দ্রুত আরোগ্য কামনা করছেন।

# হাফ ডজন গোলে ডুরান্ড জয় নর্থ-ইস্টের

**নিজস্ব প্রতিবেদন:** শনিবারের যুবভারতীতে ডুরান্ড কাপ ফাইনালে হাফ ডজন গোলে ছিনিয়ে নিল নর্থইস্ট ইউনাইটেড। ডায়মন্ড হারবারকে একপেশে ভাবে ৬-১ গোলের বড ব্যবধানে হারিয়ে সহজ জয় নর্থইস্ট ইউনাইটেডের। যুবভারতীতে টানা দুইবার জিতে ডুরান্ড চ্যাম্পিয়ন পেদ্রো বেনালির ছেলেরা। ম্যাচে অসংখ্য সুযোগ নষ্টের খেসারত দিতে হল কিবু ভিকুনার দলকে। গত ডুরান্ড ফাইনালে মোহনবাগানকে ট্রাইবেকারে হারিয়ে জয় পেয়েছিল নর্থইস্ট। এবার আরও এক বাংলার দল ডায়মন্ড হারবারকে হারিয়ে কাপ জয়। ফাইনাল জয়ে উচ্ছ্বসিত নর্থইস্টের কর্ণধার জন আব্রাহাম।

শুরু থেকে ডায়মন্ডের উপর চাপ সৃষ্টি করে পেদ্রো বেনালির স্ট্র্যাটেজি। পরিকল্পনা মাফিক ফুটবল খেললো তার দল। আলাদিন পার্থিবদের একে অপরের সঙ্গে দুর্দান্ত বোঝাপড়া। প্রথমার্ধের চার মিনিটের মাথায় সুযোগ তৈরি করে নর্থইস্ট। আলাদিনের দূরপাল্লার শট রিফ্লেক্ট হয়ে বল পান পার্থিব। সেখান থেকে পার্থিবের হেড দুর্দান্ত দক্ষতায় আটকালেন ডায়মন্ড গোলকিপার মিরশাদ

মিচু। ৮ মিনিটে ফের সুযোগ পায় ডায়মন্ড হারবার। ১৫ মিনিটে গোলের সামনে বল পেয়েও জায়গায় রাখতে পারলেন না লুকা মাজসেন। ১৮ মিনিটে জবির সেন্টার পেয়েও গোল করতে পারলেন না মিকেল। ২৪ মিনিটে রবিলালের শট নর্থইস্ট ইউনাইটেডের গোলকিপার গুরমিত বাঁচিয়ে দেয়। ৩০ মিনিটে সহজ সুযোগ নষ্ট করে পার্থিব গগোইয়ের। প্রায় ফাঁকা গোল পেয়েও গোলকিপারের হাতে মারলেন তিনি। ২৯ মিনিটে ডায়মন্ড গোলকিপার মির্শাদ মিচুর ভুলকে কাজে লাগিয়ে নর্থইস্ট ইউনাইটেডকে এগিয়ে দেন আশির আখতার। ৩৬ মিনিটে পার্থিব গগোইয়ের শট, নিশ্চিত গোল বাঁচালেন ডায়মন্ড গোলকিপার। ফিরতি বল পেয়ে থৈ সিং এর শট মাঠের বাইরে চলে যায়। ৪৫ মিনিটে রেফারির সঙ্গে তর্ক করে হলুদ কার্ড দেখলেন আলাদিন। প্রথমার্ধের অতিরিক্ত সময়ে ২-০ ব্যবধান বাড়িয়ে নেয় নর্থইস্ট। আলাদিনের পাস পেয়ে বক্সের বাঁদিক থেকে দুর্দান্ত শটে বল জালে জড়িয়ে দেন পার্থিব গগোই। ৫০ মিনিটে আলাদিনের পাস থেকে থই সিংয়ের গোল। ৫৭ মিনিটে তিনটি পরিবর্তন করলেন ডায়মন্ড কোচ কিবু ভিকুনা। তবে প্রথমার্ধের মতোই দিশেহারা ফুটবল খেললেন জবিরা। স্যামুয়েল, গিরিক, অজিতকে তুলে নামালেন ব্রাইস মিরান্ডা, নরহরি শ্রেষ্ঠা এবং নরেশ সিংকে। লাভ হয়নি বিশেষ, দ্বিতীয়ার্ধে আরও আক্রমণের ঝাঁঝ বাড়ায় নর্থইস্ট। ৬১ মিনিট আবারও আলাদিনের শট, একটুর জন্য লক্ষভ্রষ্ট। ৬৮ মিনিটে এক গোল শোধ করল ডায়মন্ড হারবার। রবিলাল মান্ডির কর্ণার থেকে জবির দুর্দান্ত হেড, লুকা মাজেনের গায়ে বল লেগে জালে জড়িয়ে যায়। ৮০ মিনিটে জাইরোর গোলে আরও ব্যবধান বাড়াল নর্থইস্ট। ৮৪ মিনিটে আলাদিনের পাস থেকে গাইতানের গোল। সেখান থেকে আর ম্যাচে ফিরতে পারেনি কিবুর ভিকুনার দল। অতিরিক্ত সময়ে ম্যাচের একেবারে শেষ মূহুর্তে পেনাল্টি পায় নর্থইস্ট। গোল করে ডায়মন্ডের ফেরার রাস্তায় শেষ পেরেকটি পুঁতে দেন।

## হ্যান্ডিক্যাপড ডেভেলপমেন্ট ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনের চেস টুর্নামেন্ট

**নিজস্ব প্রতিবেদন:** সম্প্রতি হ্যান্ডিক্যাপড ডেভলপমেন্ট ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনের উদ্যোগে আয়োজিত হয়ে গেল ১১তম অল বেঙ্গল হান্ডিক্যাপড চেস টুর্নামেন্ট। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য বাবুতাই ঘোষদের উদ্যোগে সারাবছরই হ্যান্ডিক্যাপড ডেভলপমেন্ট ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে বিভিন্ন ধরনের উন্নয়নমূলক কাজ করা হয়। কখনও তাদের নিয়ে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, কখনও ফুটবল

টুর্নামেন্ট, কখনও আবার চেস টুর্নামেন্ট। চেস টুর্নামেন্টে প্রায় ৯০ জন প্রতিযোগী অংশগ্রহণ করেন এই প্রতিযোগিতায়। এই প্রতিযোগিতায় অংশ নেওয়া সকল প্রতিযোগীদের হয় পুরস্কার। এই প্রতিযোগিতায় উপস্থিত ছিলেন প্রখ্যাত সঙ্গীত শিল্পী সৈকত মিত্র, অনিক ধর,দেবজিত সহ অন্যান্য বিশিষ্ট জনেরা। মুখ্য আহ্বায়ক বাবুতাই ঘোষ, সুমন্ত ঘোষদের এমন উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়ে সকলে।

## ভারত সফরে আসছে আর্জেন্টিনা

**আইরেস, ২৩ অগস্ট:** আর্জেন্টিনার ভারত সফর নিয়ে যে জটিলতা তৈরি হয়েছিল তা কাটল। অনেক জল্পনার পর শনিবার নিশ্চিত হল আর্জেন্টিনার ভারত সফর। আর্জেন্টিনা ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন (এএফএ) শনিবার এক বিবৃতিতে নিশ্চিত করেছে নভেম্বরে কেরলে একটি প্রীতি ম্যাচ খেলবে আলবিসেলেস্তেরা। এএফএ সেই বিবৃতিতে জানিয়েছে, কেরলের তিরুবনন্তপুরমের গ্রীনফিল্ড স্টেডিয়ামে ম্যাচটি অনুষ্ঠিত হবে।

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001 RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email# dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

**নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড**-এর পক্ষে **কৃষ্ণানন্দ সিং** কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত।
**RNI No. WBBEN/2006/17404,** ফোন-০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল dailyekdin1@gmail.com **সম্পাদক- সন্তোষ কুমার সিং**

একদিন
নবপত্রিকা
রবিবার • ২৪ অগস্ট ২০২৫ • পেজ ৮



# স্বাধীনতার আলো ও আমাদের দায়িত্ব



বিশ্বজিৎ বৈদ্য

ভারতে ব্রিটিশ শাসনের সূচনা হয় ১৭৫৭ সালের পলাশীর যুদ্ধের মাধ্যমে। ধীরে ধীরে ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি সামরিক শক্তি, অর্থনৈতিক নীতি এবং প্রশাসনিক কৌশলের মাধ্যমে ভারতকে শাসনের অধীনে আনে। ১৮৫৭ সালের সিপাহী বিদ্রোহ ছিল প্রথম বৃহৎ আকারের স্বাধীনতা সংগ্রাম। যদিও এটি সফল হয়নি, তবু এটি জাতীয় চেতনার ভিত্তি স্থাপন করেছিল। উনিশ শতকের শেষভাগ থেকে বিশ শতকের প্রথমভাগে জাতীয়তাবাদী আন্দোলন নতুন গতি পায়। দাদাভাই নওরোজির ‘ঙ্গস্থ: ঠত্ত্রদ্রণ’ অর্থনৈতিক শোষণের বিরুদ্ধে যুক্তি দেয়, বাল গঙ্গাধর তিলক ‘স্বরাজ আমার জন্মসিদ্ধ অধিকার’ স্লোগানে জনমানসে জাগরণ আনে। মহাত্মা গান্ধীর অহিংস সত্যাগ্রহ; সুভাষচন্দ্র বসুর আজাদ হিন্দ ফৌজ; ভগত সিং, চন্দ্রশেখর আজাদ, মাস্টারদা সূর্য সেন সহ অসংখ্য বিপ্লবীর সশস্ত্র সংগ্রাম;সব মিলিয়ে স্বাধীনতার পথে একটি বহুমাত্রিক আন্দোলন গড়ে ওঠে।

অহিংস আন্দোলন ছিল ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের একটি প্রধান ভিত্তি। গান্ধীজির নেতৃত্বে ১৯১৯ সালের রাওলাট আইন বিরোধী আন্দোলন, ১৯২০ সালের অসহযোগ আন্দোলন, ১৯৩০ সালের লবণ সত্যাগ্রহ এবং ১৯৪২ সালের ভারত ছাড়ো আন্দোলন ভারতীয় জনতাকে এক সুদৃঢ় জাতীয় শক্তিতে রূপান্তরিত করে। একই সঙ্গে সশস্ত্র সংগ্রামও চলতে থাকে। অনুশীলন সমিতি, হিন্দুস্তান সোশ্যালিস্ট রিপাবলিকান অ্যাসোসিয়েশন (HSRA) এবং আজাদ হিন্দ ফৌজ ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে সশস্ত্র প্রতিরোধ গড়ে তোলে। এ ছাড়া সাংস্কৃতিক ও বৌদ্ধিক জাগরণও ছিল সমান গুরুত্বপূর্ণ। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, সুব্রহ্মণ্য ভারতী প্রমুখ সাহিত্যিক ও কবি জাতীয় চেতনা জাগিয়ে তুলেছিলেন। ‘বন্দে মাতরম’ গান ও ‘জন গণ মন’ জাতীয় সঙ্গীত হয়ে ওঠে। লর্ড মাউন্টব্যাটেনের পরিকল্পনা অনুযায়ী ভারত ও পাকিস্তান দুটি স্বাধীন রাষ্ট্রে বিভক্ত হয়। জওহরলাল নেহরু মধ্যরাতে ‘Tryst with Destiny’ ভাষণে নতুন ভারতের স্বপ্ন ঘোষণা করেন। তবে এই স্বাধীনতা বিভাজনের বেদনা নিয়ে আসে;লক্ষ লক্ষ মানুষ বাস্তুচ্যুত হয়, সহিংসতায় প্রাণ হারায় অসংখ্য নিরীহ মানুষ। স্বাধীনতা তাই আনন্দের সঙ্গে বেদনারও স্মারক।

১৫ আগস্ট; এই দিনটি আমাদের জাতীয় ইতিহাসে গর্ব ও আবেগের এক অনন্য প্রতীক। ১৯৪৭ সালের এই দিনে ভারতবর্ষ দাসত্বের অন্ধকার গহ্বর থেকে মুক্তির সূর্যোদয় দেখেছিল। প্রায় দুই শতাব্দীর পরাধীনতার শৃঙ্খল ছিন্ন করে আমাদের মাতৃভূমি স্বাধীনতার শপথ নিয়েছিল। অসংখ্য বিপ্লবী, দেশপ্রেমিক ও সাধারণ মানুষ তাঁদের রক্ত, ঘাম, অশ্রু ও জীবন দিয়ে যে স্বাধীনতা এনে দিয়েছেন, তা নিছক একটি রাজনৈতিক পরিবর্তন নয়;এটি একটি জাতির আত্মমর্যাদা, পরিচয় ও অস্তিত্বের পুনর্জাগরণ।

স্বাধীনতা দিবস আমাদের জন্য কেবল আনন্দের নয়, এটি গভীর আত্মসমালোচনারও সময়। ইতিহাসের পাতা উল্টালে দেখা যায়, আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামের পথ ছিল দীর্ঘ, কঠিন ও রক্তমাখা। মহাত্মা গান্ধীর অহিংস আন্দোলন; নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর অগ্নিঝরা আহ্বান; ভগৎ সিং, ক্ষুদিরাম বসু, প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদারসহ অসংখ্য শহিদদের আত্মত্যাগ;সব মিলিয়ে গড়ে উঠেছিল স্বাধীনতার সেই অটুট সেতুবন্ধন। তাঁদের স্বপ্ন ছিল একটি শোষণমুক্ত, সমানাধিকারের ভারত, যেখানে প্রতিটি নাগরিক মর্যাদা ও নিরাপত্তা নিয়ে বাঁচতে পারবে। কিন্তু স্বাধীনতার প্রায় আট দশক পরেও আমরা কি তাঁদের সেই স্বপ্ন পূরণ করতে পেরেছি? স্বাধীনতা মানে শুধু শত্রুর শাসনমুক্ত হওয়া নয়; এটি অর্থনৈতিক স্বাধীনতা, সামাজিক সমতা ও সাংস্কৃতিক মুক্তিরও প্রতীক। আজও আমাদের সমাজে দারিদ্র্য, বেকারত্ব, দুর্নীতি, লিঙ্গবৈষম্য ও ধর্মীয় অসহিষ্ণুতা রয়ে গেছে। গ্রামীণ ভারতের বহু মানুষ এখনও মৌলিক অবকাঠামোর অভাবে দিন কাটাচ্ছেন; পরিষ্কার জল, পর্যাপ্ত স্বাস্থ্যসেবা, মানসম্মত শিক্ষা তাঁদের নাগালের বাইরে। শহুরে এলাকায়ও বায়ুদূষণ, যানজট, অপরাধ এবং ভোগবাদী মানসিকতা আমাদের সামাজিক কাঠামোকে প্রভাবিত করছে।

স্বাধীনতার সত্যিকারের অর্থ বুঝতে হলে আমাদের মনে রাখতে হবে;অধিকার ও কর্তব্য একে অপরের পরিপূরক। একজন সৎ ও সচেতন নাগরিক হওয়া স্বাধীনতার সবচেয়ে বড় দায়িত্ব। আইন মেনে চলা, সামাজিক সম্প্রীতি বজায় রাখা, গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় সক্রিয় অংশগ্রহণ;এসবই স্বাধীনতার মর্যাদা রক্ষার অবিচ্ছেদ্য অংশ। ভোটের দিনে ভোট দেওয়া যেমন আমাদের অধিকার, তেমনি সঠিক ও যোগ্য প্রার্থী বেছে নেওয়াও আমাদের কর্তব্য। আজকের তরুণ প্রজন্মের ভূমিকা এখানে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। প্রযুক্তি, বিজ্ঞান, সংস্কৃতি ও শিক্ষায় তাঁদের সৃজনশীলতা দেশকে নতুন উচ্চতায় নিয়ে যেতে পারে। কিন্তু এই অগ্রযাত্রা তখনই অর্থবহ হবে, যখন তা নৈতিকতা ও মানবিকতার ভিত্তিতে দাঁড়াবে। কেবল ব্যক্তিগত সাফল্য নয়, সমাজ ও দেশের উন্নয়নের প্রতি অঙ্গীকারবদ্ধ হওয়াই হবে প্রকৃত দেশপ্রেম।

স্বাধীনতার সবচেয়ে বড় অর্জন ছিল গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা। স্বাধীনতার পর ভারত বিশ্বের বৃহত্তম গণতন্ত্র হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। ১৯৫০ সালের সংবিধান নাগরিক অধিকার ও মৌলিক স্বাধীনতার নিশ্চয়তা দেয়। অর্থনৈতিক উন্নয়নের পথে ভারত ঔপনিবেশিক অর্থনীতি থেকে মুক্ত হয়ে শিল্প, কৃষি, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিতে অগ্রগতি সাধন করে। সামাজিক সংস্কারের ক্ষেত্রেও উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ নেওয়া হয়;অস্পৃশ্যতা বিলোপ, নারীশিক্ষার প্রসার এবং দলিত ও অনগ্রসর শ্রেণির উন্নয়ন। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে স্বাধীন ভারত নিরপেক্ষ আন্দোলনের (NAM) অন্যতম নেতা হয়ে ওঠে। ভারতের স্বাধীনতা বিশ্বের অন্যান্য উপনিবেশের মুক্তি সংগ্রামের জন্য অনুপ্রেরণা হয়ে ওঠে। আফ্রিকা, এশিয়া ও লাতিন আমেরিকার বহু দেশ ভারতের উদাহরণ অনুসরণ করে। ভারতের অহিংস আন্দোলনের কৌশল মার্টিন লুথার কিং জুনিয়র, নেলসন ম্যান্ডেলা প্রমুখ নেতাকে গভীরভাবে প্রভাবিত করে। স্বাধীনতা দিবসের তাৎপর্য কেবল অতীতের স্মৃতি নয়; বর্তমানেও এর রক্ষণা-বেক্ষণ জরুরি। অর্থনৈতিক বৈষম্য, ধনী-গরিবের ফারাক, সামাজিক অসহিষ্ণুতা, জাতি-ধর্ম-ভাষা ও আঞ্চলিক বিভাজন মাঝে মাঝে জাতীয় ঐক্যকে ক্ষুণ্ণ করে। উন্নয়নের দৌড়ে পরিবেশের অবক্ষয় ও প্রাকৃতিক সম্পদের ক্ষয় বাড়ছে। ডিজিটাল যুগে তথ্য সুরক্ষা ও সাইবার নিরাপত্তা একটি নতুন চ্যালেঞ্জ হিসেবে দেখা দিয়েছে।

স্বাধীনতা দিবস আমাদের মনে করিয়ে দেয়, ঐক্যের শক্তি কতটা অসাধারণ। ধর্ম, ভাষা, বর্ণ, অঞ্চল;এসব বৈচিত্র্যের মাঝেও আমরা সবাই ভারতীয়। আমাদের বহুত্ববাদী সংস্কৃতি ও সহাবস্থানের ঐতিহ্যই আমাদের আসল শক্তি। এই ঐক্য যদি ভেঙে যায়, তবে স্বাধীনতার অস্তিত্বই বিপন্ন হবে। তাই বিভাজনমূলক রাজনীতি, ঘৃণা ও সহিংসতা থেকে দূরে থেকে পারস্পরিক শ্রদ্ধা ও সহমর্মিতা বাড়ানোই হবে আমাদের দায়িত্ব। স্বাধীনতার মূল্য শুধু তখনই টিকে থাকবে, যখন আমরা একে প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে সযত্নে পৌঁছে দেব। শিশুদের মধ্যে দেশপ্রেম, মানবিকতা ও সামাজিক দায়িত্ববোধের বীজ বপন করতে হবে পরিবার ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান থেকে। ইতিহাস জানাতে হবে, যাতে তারা বুঝতে পারে স্বাধীনতা কত ত্যাগ ও সংগ্রামের ফল। তখনই তারা এই উপহারকে যথাযথভাবে মূল্যায়ন করতে পারবে। আজ, যখন আমরা স্বাধীনতার ৭৯তম বর্ষ উদযাপন করছি, তখন আমাদের শপথ নিতে হবে;আমরা দেশকে শুধু ভোগের নয়, গড়ার মনোভাব নিয়ে ভালোবাসব। আমরা পরিবেশ রক্ষা করব, নারী-পুরুষ সমতার জন্য কাজ করব, দুর্নীতির বিরুদ্ধে দাঁড়াব এবং প্রযুক্তিকে মানবকল্যাণে ব্যবহার করব। স্বাধীনতা আমাদের জন্য একদিকে গৌরব, অন্যদিকে চিরন্তন দায়িত্ব। যারা স্বাধীনতার জন্য জীবন দিয়েছেন, তাঁদের কাছে আমাদের সবচেয়ে বড় শ্রদ্ধাঞ্জলি হবে তাঁদের স্বপ্ন পূরণ করা। যদি আমরা সৎ, ঐক্যবদ্ধ ও সক্রিয় হই, তবে স্বাধীনতার আলো আগামী শতাব্দীতেও অটুট থাকবে এবং আমাদের প্রজন্মকে আলোকিত করবে। জয় হিন্দ!

স্বাধীনতা দিবস আমাদের জন্য কেবল আনন্দের নয়, এটি গভীর আত্মসমালোচনারও সময়। ইতিহাসের পাতা উল্টালে দেখা যায়, আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামের পথ ছিল দীর্ঘ, কঠিন ও রক্তমাখা। মহাত্মা গান্ধীর অহিংস আন্দোলন; নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর অগ্নিঝরা আহ্বান; ভগৎ সিং, ক্ষুদিরাম বসু, প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদারসহ অসংখ্য শহিদদের আত্মত্যাগ;সব মিলিয়ে গড়ে উঠেছিল স্বাধীনতার সেই অটুট সেতুবন্ধন। তাঁদের স্বপ্ন ছিল একটি শোষণমুক্ত, সমানাধিকারের ভারত, যেখানে প্রতিটি নাগরিক মর্যাদা ও নিরাপত্তা নিয়ে বাঁচতে পারবে। কিন্তু স্বাধীনতার প্রায় আট দশক পরেও আমরা কি তাঁদের সেই স্বপ্ন পূরণ করতে পেরেছি?

# আবার মঞ্চে ফিরুক হারু ঠাকুর এবং অ্যান্টনি কবিয়ালের দল

ডা শামসুল হক

খুব বেশি দিনের কথা নয়, মাত্র কয়েক বছর আগেও কবিয়ালের দল গ্রামবাংলার মানুষজনদের মনে এনে দিত খুশির পরশ । সন্ধ্যার পর বসত সেই জমজমাট আসর। চলত গভীর রাত পর্যন্ত। আর তার মধ্যেই পাওয়া যেত মনের খোরাকও। সকলের মনটাও ভরে উঠত পরিপূর্ণ আনন্দেরই স্রোতে । আজ আর সেইদিন নেই। গ্রাম, শহর, গঞ্জ কোথাও এখন আর বসে না কবিগানের আসর। তাই কারও রক্তের মধ্যে এখন আর আলোড়িত হয় না প্রবাহমান সেই গতিধারাও। ইতিহাসের অতল গহ্বরেই যেন হারিয়ে গেছে সবকিছু ।

অতএব এখন সকলকেই সান্ত্বনা পেতে হবে সেদিনের সেই স্মৃতিটুকু আঁকড়ে ধরেই। আর এ কথা বলতে কোন দ্বিধা নেই যে, এখনও এই সমাজে এমনই অনেক সংস্কৃতিমনস্ক মানুষের সন্ধান মেলে যাদের কাছে আজও এই গান এক ঐতিহ্যমন্ডিত সত্যেরই প্রতীক হিসেবে চিহ্নিত হয়ে আছে। তাঁদের মধ্যে অনেকেই ভুলতে পারেন না ভোলা ময়রা, অ্যান্টনি কবিয়াল, রাম বসু, সরু ঠাকুর, কৃষ্ণধন দে অথবা মনমোহন বসুদেব কথা।

একটা সময় ছিল যখন এইসব কবিয়ালের অনিন্দ্যসুন্দর ভাবভঙ্গি এবং সেইসঙ্গে ভরাট কণ্ঠের জাদুর দৌলতেই অত্যন্ত মায়াময় হয়ে উঠত সমগ্ পরিবেশটাই। গ্রামগঞ্জের ছোটখাটো সব আসরকে মাতিয়েই তাঁরা তখন টেক্কা দিতেন বড় বড় শহরের নামীদামী মঞ্চের তাবড় তাবড় গায়ক গায়িকা অথবা অভিনেতা অভিনেত্রীদের। সেইসময় সমাজের সব শ্রেণীর মানুষেরাই জানতেন এবং বুঝতেন রঙ্গশালার উচ্চশ্রেণী থেকে নিম্ন , সকল স্তরের শিল্পীদেরই উত্থান পতনের কথা। কিন্তু তা নিয়ে নিজস্ব মতামত প্রকাশের ইচ্ছা তেমনভাবে কেউই করার চেষ্টা করেন নি। তবে কোন কোন মহল সেটা নিয়ে যে গবেষণাকর্ম চালান নি তা কিন্তু মোটেও নয়।

তখন কবিগানের আসর ভরপুর হয়ে থাকত তরজা, খেউড়, পাঁচালি, ঢপকীর্তন, আমরাই, টপ্পা, কৃষ্ণযাত্রা ইত্যাদি নানান ধারার কারুকার্যে। আর তাই নিয়ে সেই সময়ের খ্যাতনামা সাহিত্য অনুরাগী সমালোচক ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত, হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সহ আরও অনেক গবেষকরাই তা নিয়ে চালিয়েছিলেন প্রচুর গবেষণাকর্ম। তাঁদের মতে, সমগ্র সপ্তদশ শতাব্দী সহ অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ পর্যন্ত বাংলা সাহিত্যাঙ্গনে ছিল এই কবিগানের অস্তিত্ব। তারপর বিভিন্ন গুণীজনদের হাত ধরে বিকশিত হয়েছে তার রূপ এবং একটা সময় ফুলে, ফলে, মুকুলে এবং পল্লবে ভরপুর হয়ে হয়েছে সমগ্র পরিবেশটাই।

সেইসময় কবিগানের এই আয়োজন মূলতঃ কেন্দ্রীভূত ছিল ধর্মীয় আচার ও অনুষ্ঠানকে জড়িয়েই। তখন শ্রোতা বা দর্শকদের সমস্ত আবেগ ঘোরাফেরা করত ধর্মীয় আবেগের বৃত্তকে কেন্দ্র করেই। কিন্তু তারপরই আস্তে আস্তে বদলাতে থাকে সবকিছুই। আর সেই সময় থেকেই ফিকে হতে শুরু করে ধর্মীয় আচার ও অনুষ্ঠানের গতিপ্রকৃতি।

এরপরই বাংলার কবিগান একেবারে নতুন রূপে হাজির হয় শ্রোতা ও দর্শকদের সামনে। তখন সেইসব নবরূপপ্রাপ্ত কবিগান এবং অবশ্যই পাঁচালিও গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে এমনই ঝাঁঝালো রূপ নিয়ে আর্বিভূত হয় যে তা সাহিত্যের অন্যসব অঙ্গনকে হার মানাতে বাধ্য করে। তখন সেই গান আবার গ্রামের গণ্ডী অতিক্রম করে সোজা ঢুকে পড়ে শহরের পরিবেশেও এবং একটা সময় খোদ কলকাতাতেও।

কবিগান এবং কবিয়ালের লড়াই মনেপ্রাণে সমর্থন করতেন অনেক গনমান্য ব্যক্তিরাও। স্বয়ং ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ও হরেক প্রশংসায় ভরিয়ে তুলেছিলেন কবিয়াল ভোলানাথ মোদকের কৃত্বিত্তকে। তিনি খুব ভালভাবেই নিরীক্ষণ করতেন ভোলা কবিয়ালের গান এবং অভিনয় দক্ষতাকে। আর একটা সময় তিনি বলেছিলেন এই ছেলেটা স্মৃতি সত্যিই বুদ্ধিমান এবং তার উপস্থিত বুদ্ধিও তারিফ করার মতো।

অষ্টাদশ শতাব্দীর অন্য আর এক কবিয়াল হরু ঠাকুরও তাঁর অসামান্য মেধা এবং কণ্ঠেরই যাদুতে সম্মোহিত করে ফেলেছিলেন শোভাবাজারের মহারাজ নবকৃষ্ণ বাহাদুরকেও। তিনি খুবই সমাদর করতেন হারুকে এবং বিভিন্ন সময়ে নানান উপঢৌকনের মাধ্যমে তাঁকে সম্মানিতও করতেন।

বাংলার কবিয়ালদের নিয়ে এমনই অনেক প্রশংসাপত্র লিপিবদ্ধ আছে ইতিহাসের পাতায়। অ্যান্টনি কবিয়াল তো নিজে ছিলেন একজন পর্তুগিজ নাগরিক । কিন্তু অসামান্য দক্ষতায় তিনি করায়ত্ব করেছিলেন বাংলা ভাষাকে এবং প্রতিষ্ঠিতও হয়েছিলেন বাংলার নিজস্ব কবিয়াল হিসেবেই।

আজ আর সেই কবিগান নেই। নেই কবিয়ালের দলও । কিন্তু তার স্মৃতি এখনও গেঁথে আছে অনেকেরই মানস হৃদয়ে। বারবার মনে পড়ে যায় সেই পুরনো দিনের কথাও। অত এব আমরা সবাই নিশ্চিতভাবেই বঞ্চিত অতি ঐতিহ্যমণ্ডিত একটা সাংস্কৃতিক পরিবেশ থেকেও । আর তার মধ্যে সঞ্চিত ছিল সাহিত্যের এক অপরূপ স্পর্শও। তাই আশাহত আমরাও। কিন্তু তবুও কবিগানের সেই স্মৃতি এবং কবিয়ালদের লড়াই এখনও মিলেমিশে একাকার হয়ে আছে আমাদের মানস হৃদয়ে।